প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়স্য প্রথম দিবস
১৩৪৮
প্রকাশক :
নির্মলকুমার খাঁ
শতরূপা
১৪ মাকড়দহ রোড
কদমতলা, হাওড়া-১
প্রচ্ছদ :
জয়ন্ত মণ্ডল
মুদ্রক :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার স্বর্গগতা, পরমারাধ্যা জননীর পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশে, তাঁরই রাজীব চরণকমলে আমার
সাহিত্য সাধনার এই প্রথম কুসুমাঞ্জলি
পরম ভক্তিভরে সমর্পিত হইল।

দীন সন্তান

সূচীপত্র

ভারতরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কী উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাণীতেই সম্যক পরিস্ফুট :—

"If I were asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly that it is the Sanskrit Language and Literature and all that it contains."

ভূমিকা

(মেঘদূত)

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য "মেঘদূত" এর অনুবাদক অমরচাঁদকে আমি আজীবন একজন কর্মকুশলী, Practical, সংসারী মানুষ বলেই জেনে এসেছি; তাঁর আচার-আচরণ, সজ্জা,-পোষাক—সব রকম বাহ্যিক আচরণ কিছু কঠিনই। তারপর একদিন আবিষ্কার করলাম কবে, কিভাবে স্বাতি-নক্ষত্রের জল পড়ে কঠিন শুক্তির মধ্যে কোমল-কান্ত একটি মুক্তা-বিন্দু জমে রয়েছে।

সেদিন গল্প করতে করতে হঠাৎ বল্লেন—"আমি "কুমার-সম্ভব" এর বঙ্গানুবাদ করছি পদ্যে।"

"তুমি ! " হাল্কা—অবিশ্বাসেই প্রশ্ন করলাম আমি, বললাম "কৈ—দেখি, তো।"

পরম আগ্রহের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে এলেন। সময় ছিল না সেদিন আমার হাতে—তবু কয়েকটা শ্লোক হোল পড়া; কিন্তু তাইতেই যে একটী খাঁটি কবি মনের সন্ধান পেলাম, তাতে বিস্মিতই করে তুলল আমায়।

এরপর বিস্ময়ের সীমা রইল না—বহুদিন পরে যে দিন টের পেলাম এটা পল্লবগ্রাহিতা নয়, আকস্মিক একটা খেয়ালমাত্রও নয়, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে তাঁর বহুদিন থেকে গভীর অনুপ্রবেশ,—যার জন্যে উনি পরিণত বয়সে রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে "কাব্যতীর্থ" উপাধিটা অর্জন করে নিয়েছেন। এ খবরটা যেদিন পেলাম সেদিন ওঁর হাতে ছিল একখানি খাতা, বললেন—"মেঘদূত"টাই আগে শেষ করে ফেললাম। আপনাকে শোনাব— ।"

না শুনিয়ে কি স্বস্তি থাকতে পারে? গোটা "পূর্বমেঘ" এবং "উত্তর মেঘ" এর কিছুটা অংশ পাঠ করে শোনালেন। খুব ভালো লাগলো। অনুবাদকের মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়বোধ রোধ করতে পারলাম না।

দূত-কাব্যটাই বোধ হয় কাব্য-জগতে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি একান্ত নিজস্ব ধারা—একটি মৌলিক অবদান। সাধারণত কোন লঘুপক্ষ বিহঙ্গই এর বাহন; কালিদাস আরও লঘু-সঞ্চারী মেঘকে বাহন করে যে ভাবরূপ দিয়েছেন তাতে "মেঘদূত" মহাকাব্য না হলেও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচকদের মতে কালিদাস আর কিছু রচনা না

করলেও শুধু "মেঘদূত" এর জন্যই কবি-যশের পূর্ণ অধিকারী হ'তে পারতেন।

এমন একটী গ্রন্থের অনুবাদের দায়িত্ব নিয়ে ছন্দে, ভাবে, অর্থ-গৌরবে তার মর্যাদা রক্ষা করে যাওয়ার চেষ্টা একটা দুঃসাহসই বলে মনে হয়। কিন্তু আমি তাঁর পদ্যানুবাদ পড়ে যতটুকু বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয় অমরচাঁদ পূর্ণভাবেই সে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন। তাঁর এই সাবলীল অনুবাদ-সাহিত্য আমায় যেন কোন মৌলিক রচনার আস্বাদই এনে দিয়েছে।

ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় "মেঘদূত"এর অনেকগুলি ছন্দে অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ দু রকমের হতে পারে—Free বা ভাবানুবাদ, Literal বা আক্ষরিক অনুবাদ। শুধু ভাবানুবাদ করতে গেলে অনেক সময় মূলের শব্দ-গৌরব নষ্ট হয়ে যায় ; তেমনি আবার শুধু আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে ভাবের শৈথিল্য এসে যাওয়ার ভয় থেকে যায়। অমরচাঁদ অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে এই দুটি ধারারই অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এতে তাঁর অনুবাদ ভাবে ও শব্দ-যোজনায় মূলের কত কাছাকাছি এসে পড়েছে, ভাব ও ভাষার মধ্যে কি অপরূপ সামঞ্জস্যের সমাবেশ ঘটেছে তা নীচের কয়েকটি উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট হবে :—

(১) শোভিছে আম্র-কানন-কুঞ্জ পর্বত সানুদেশে
পক্ক ফলের সোনালী ঝলকে শোভনা মোহিনী বেশে।
তুমি যবে সেই পর্বত-চূড়ে দেখা দিবে চুপে চুপে,
বেণীর মতন চিকণ-কৃষ্ণ নবজলধর রূপে,
মনে হবে যেন দেব-দম্পতি-দরশন-মনোহর
শ্যামল-বৃন্ত, পাণ্ডুর-ভূমি পৃথিবীর পয়োধর ॥

(পূর্বমেঘ—১৮শ শ্লোক)

(২) উত্তরে যেতে যদিও তোমার পথ বেঁকে যায়, তবু
উজ্জয়িনীর প্রাসাদের কথা ভুলিয়া থেকো না কভু ;
সৌধ-শিখরে কত পুরনারী আয়ত নয়ন বাণে
চল চপলার চকিত চাহনি হানিবে তোমার পানে
সে নয়ন বাণে যদি চিত তব নাহি হয় পুলকিত
দুর্ভাগা তুমি ! জীবন তোমার নিদারুণ বঞ্চিত ॥

(পূর্বমেঘ—২৮শ শ্লোক)

(৩) কামিনীরা যবে চলে অভিসারে নিশীথ মার্গ ধরি'
গতির কাঁপনে কবরী হইতে মন্দার পড়ে ঝরি'
বক্ষে শোভিত মুক্তা-জালিকা, গলে লম্বিত হার
পীন পয়োধর-পীড়নে ছিঁড়িয়া পড়ে যায় বার বার,
কর্ণ-ভ্রষ্ট স্বর্ণ-কমল লুটায় ধূলার পরে
অরুণ উদয়ে এসব চিহ্ন প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে ।।

(উত্তর মেঘ ৭৫শ শ্লোক)

(৪) গলিত স্বর্ণ জিনিয়া কান্তি, সুচারু-দশনা অতি,
স্তনভারে তনু ঈষৎ নমিত, শ্রোণিভারে ধীর গতি,
ক্ষীণ কটি-তট, তন্বী, তরুণী নাভিদেশ সুগভীর
আয়ত-লোচনে চকিত চাহনী সচকিতা হরিণীর,
মোর প্রেয়সীর অধর শোণিমা পক্ক বিম্ব-সম
যুবতী সমাজে আদ্যা সৃষ্টি বিধাতার অনুপম ।।

(উত্তর মেঘ ৮২শ শ্লোক)

মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিলে পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝিতে পারিবেন— সংস্কৃত কাব্যরস-সাহিত্যে কতখানি অধিকার থাকিলে মহাকবির রসঘন কাব্য-দ্যোতনার এমন ঘনিষ্ঠ অনুবাদ সম্ভব হইতে পারে। এটা সম্ভব হয়েছে অনুবাদকের দুটি ভাষাতেই সমান দখলের জন্য।

অনুবাদের দ্বিতীয় বস্তু তার ছন্দ। "মেঘদূত" সপ্তবিংশ মাত্রিক সুদীর্ঘ চরণ বিশিষ্ট "মন্দাক্রান্তা" ছন্দে রচিত। বাংলায় এ ছন্দ কি রকম দাঁড়াতে পারে সেটা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। তবে অমরচাঁদ তাঁহার অনুবাদে যে বিংশমাত্রিক ত্রিপদী ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন তাতে মূল "মেঘদূত"এর (বা দূতবেশী মেঘের) জলদ-গম্ভীর মন্দ্র এবং লঘু-চপল গতি-ছন্দ যে পূর্ণভাবেই প্রকাশ পেয়েছে একথা অনায়াসেই বলা চলে।

সর্বসাকুল্যে আশা করা যায়—অমরচাঁদের "মেঘদূত" বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে চিরদিনের জন্য একটী সার্থক সংযোজন হয়ে থাকবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

(মেঘদূত)

মহাকবি কালিদাস কালজয়ী। তাঁর কাব্য-নাটক আজো দোলা দেয় মানুষের চিত্তে। কবি-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে এই দোলার গভীরতা আরো বেশী। তাই তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন কালিদাসের কবিকৃতির পদ্যানুবাদে।

শ্রীযুত অমরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ, স্বভাব-কবি। তিনি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের অনুবাদ করেছেন বাংলা পদ্যছন্দে। তাঁর ভূমিকা থেকে জানা যায় যে ছাত্রাবস্থা থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ দেখে তাঁর বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন তাঁকে একখানি কালিদাসের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছিলেন।

অনুবাদক সত্যিকার কাব্যরস-পিপাসু। বাংলায় কয়েকটী উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরপ্রেরণা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে এই অনুবাদকর্ম্মে। পরিণত বয়সে তাঁর এই প্রচেষ্টার সৎসাহস প্রশংসনীয়। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দ—"সুদীর্ঘ চরণবিশিষ্ট"। বাংলায় এই ছন্দে সমস্ত গ্রন্থটীর অনুবাদ দুঃসাধ্য। তাই অধিকাংশ অনুবাদকের মতো শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব রুচিমতো, "অনেকটা ত্রিপদী ছন্দের ভঙ্গীতে" অনুবাদ করেছেন। এতে অনুবাদ সাবলীল হয়েছে এবং কোথাও ছন্দ মেলাবার উৎকট প্রয়াস করতে হয়নি।

ভাব ও ভাষায় কালিদাসকে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে অনুবাদটীতে। ললিত মাধুর্য্যে বিরহী যক্ষের আকুতি উঠেছে ফুটে।

যাঁরা মূল মেঘদূতের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং যাঁরা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ—এই উভয়বিধ পাঠকই অনুবাদটী উপভোগ করবেন। অমরবাবুর অনুবাদ-সাহিত্যকে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
(অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
মৌলানা আজাদ কলেজ ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ঋতু-সংহার প্রসঙ্গে

মহাকবি কালিদাসের ঋতু-সংহারের অনুবাদক কবি অমরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ আমারই এক পরিণতবয়স্ক মেধাবী ছাত্র। আমি আমার এই সুদীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে বহু ছাত্র-ছাত্রীর সংস্পর্শে আসিয়াছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায়ের মত এমন তীব্র অনুসন্ধিৎসু ও কাব্যানুরাগী ছাত্র একটিও পাই নাই।

শ্রীযুত অমর চাঁদ বন্দোপাধ্যায় যেদিন ঋতু-সংহার কাব্যের পদ্যানুবাদের পাণ্ডুলিপি আমার হস্তে অর্পণ করিয়া আমার আশীষ-প্রার্থী হইলেন সেদিন আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলাম :

"আশাস্যমস্তৎ পুনরুক্তভূতং শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণ্যধিজগ্মুষস্তে।
"যশো লভস্বাত্মগুণানুরূপং সুধীজনানাঞ্চ সমাগমেষু॥"

প্রকৃতই তিনি সর্ব গুণেরই অধিকারী, শুধু কবি যশ প্রাপ্তিটুকুই বাকী ছিল, তাহাও আজ অধিগত হইল।

আমি তাঁর সমগ্র অনুবাদটি পাঠ করিয়া শুধু মুগ্ধই নয় পরম বিস্ময় বোধ করিলাম। কালিদাসের প্রতিটি শ্লোকের এরূপ সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

মহাকবি কালিদাসের "ঋতু-সংহার" কাব্যটি একটি ঘনীভূত রস-সমুদ্রবিশেষ। সে রস-সমুদ্রে অবগাহনের সৌভাগ্য সকলের হয় না—কারণ কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি থাকিলেই কাব্যরস উপলব্ধি করা যায় না—পাণ্ডিত্যই কাব্যরসাস্বাদনের একমাত্র পন্থা নহে। এর জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ কাব্যরসপিপাসু মন ও সহৃদয় অন্তর—নতুবা "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" এর মত হাস্যকর ব্যাপার ঘটিয়া যায়। সহৃদয়-হৃদয় সংবেদী-ইতি কাব্যম্। উদীয়মান কবি শ্রীযুত অমরচাঁদ বন্দোপাধ্যায় যে প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সহিত কালিদাসের "ঋতু-সংহার" কাব্যের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তিনি সত্যই একজন রসবোদ্ধা স্বভাবকবি। তিনি প্রত্যেকটি শ্লোকের গভীরে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাবধারাটিকে যথাযথ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা

কম কৃতিত্বের কথা নহে। তাঁহার অনুবাদে কাব্যের অনাবিল মাধুর্য্যধারা কোথাও ব্যাহত হয় নাই, স্বচ্ছন্দগতিতেই মূলকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছে। মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী ছন্দে রচিত সমগ্র অনুবাদটিকে অনুবাদের পরিবর্তে আমার কোন মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে হইয়াছে।

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষাকে "মৃত" ভাষা বলিয়া অনেকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। অর্থকরী অন্যান্য বিদ্যার সহিত প্রতিসংঘাতে দেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলনও বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজি, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পদ আজ জনসাধারণের অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। মহাকবি কালিদাসের কাব্যরসমাধুরী অতি দুর্লভ বস্তু। মহাকবির সেই রস সাহিত্যের দ্বার কিঞ্চিন্মাত্রও উদ্ঘাটন করিয়া অমর বাবু কাব্যরসপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার এই সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী কাব্যের অন্তর্গূঢ় রসধারা অনুধাবনে এবং বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনে বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি।

আমরা অমরবাবুর নিকট মহাকবির বৃহত্তর মহাকাব্যগুলিরও পদ্যানুবাদ প্রত্যাশা করি। তিনি সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া একে একে মহাকবির সব কাব্যগুলিরই রূপান্তর সংসাধন করুন।

তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে, এবং কাব্যানুরাগী সুধী পাঠকবৃন্দের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করিবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। লেখককে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ॥

শ্রীভবতারণ স্মৃতিতীর্থ
অধ্যাপক
শম্ভুচন্দ্র চতুষ্পাটি—হাওড়া

॥ অনুবাদকের নিবেদন ॥

(মেঘদূত-প্রসঙ্গে)

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু কেবলমাত্র রসাত্মক বাক্য হইলেই কাব্য হইবে না; বাক্যগুলি আবার শ্রবণ-মধুর, ভাবাশ্রয়ী এবং ছন্দোবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং ভাবাশ্রয়ী, ছন্দোবদ্ধ, রস-মধুর রচনাই কাব্য পদবাচ্য।

Poetry is rythmical, imaginative language expressing the invention, taste, thought, passion and insight of the human soul...

E. C. Stedman

মহাকবি কালিদাসের অমৃত-নিস্যন্দী অমর লেখনী প্রসূত "মেঘদূত" এইরূপ একখানি রসঘন কাব্যগ্রন্থ।

"বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী।
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্ ॥"

অর্থাৎ কবিতা প্রথমে মহর্ষি বাল্মীকি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভগবান বেদব্যাস তাঁহাকে লালিত করিয়া প্রসাদগুণে ও লীলা সম্পদে বিভুষিতা করিয়া বিশ্বে তাঁহার গুণরাশি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কবিতা-কন্যা বিদর্ভ-রীতিরূপ অলংকারে ভূষিতা হইয়া স্বেচ্ছায় শ্রীকালিদাসকে বররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

আদি কবি জয়দেব এই একটি শ্লোকের দ্বারাই কবি কালিদাসের এক অপূর্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকিই যে ভারতের সর্বপ্রথম সংস্কৃত কাব্যরসোদ্গাতা এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিচ্ছেদ ব্যথায় বিষাদ-ক্লিষ্ট মহর্ষির উদাত্ত কণ্ঠে:

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমা
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

এই প্রথম সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্গীত হইয়াছিল—ইহা সর্বজনবিদিত।

মহাকবি কালিদাস তাঁদেরই উত্তরসূরি। তাঁদেরই প্রদর্শিত পথে সংস্কৃত সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক মহাকবি কালিদাসের উদয়। মহর্ষি

বাল্মীকি এবং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস—এঁদের সৃষ্ট বিবিধ উপাদান হইতে কি অপূর্ব কাব্যমাধুরীর সৃষ্টি হইতে পারে; তাঁদেরই মানস উদ্যানে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির দ্বারা কি মধুর কাব্যমালিকা গ্রথিত হইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্যই কালিদাস এ ভারতভূমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "রঘুবংশম্" "কুমার সম্ভবম্", "মেঘদূতম্", "ঋতু সংহারঃ" প্রভৃতি কাব্যাবলী এবং "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্"; "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" "বিক্রমোর্ব্বশী" প্রভৃতি নাটক শুধু ভারতবর্ষেই নহে, বস্তুতঃ তাবৎ-বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে আজিও সমাদৃত।

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি "গ্যেটে" কালিদাস বিরচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকখানি পাঠ করিয়া এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনঃচক্ষুর সম্মুখে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুময়, যাহা কিছু অপার্থিব—সবই যেন একত্রে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে কবিকে এই বলিয়া প্রশস্তি জানাইয়াছিলেন :—

"যদি কেহ বসন্তের ফুল ও শরতের ফল, চিত্তবিমোহনকারী বস্তু ও তৎসঞ্জাত প্রীতিপ্রেমসুধা একত্রে উপভোগ করিতে চায়, যদি কেহ এই মরজগতে বসিয়া অপার্থিব স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে চায়—তবে আমি তোমারি, শুধু তোমারি নাম করি—"শকুন্তলা" এবং তাহা হইলেই সব কিছু এককথায় বলা হইয়া যায়।"

ইহা প্রখ্যাত জার্মান কবির অতিশয়োক্তি নহে, ক্ষণিকের ভাবাবেগ নহে—বস্তুতঃ ইহা তাঁহার উপলব্ধিভূত সত্যের বহিঃস্ফুরণ মাত্র।

আজ থেকে বহুশতাব্দী পূর্বে কালিদাসের "মেঘদূত" এক সময় সিংহলী ও তিব্বতী ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া সিংহল ও তিব্বতের অধিবাসীদেরও হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল।

সত্যই তাঁর কাব্যগুলি যেন ভাবসৌন্দর্য্যের এক একখানি মূর্তিময়ী বিগ্রহ। তাঁর কাব্যে কি নাই? বিশ্বের তাবৎ সৌন্দর্য্যধারার ঘনীভূত মূর্তিই তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিবিধ ছন্দের স্বতঃ উৎসারিত নির্ঝরধারা, নন্দনকাননের মন্দার-পারিজাত সৌরভ, হিমাদ্রি বক্ষের অফুরন্ত কাননশোভা, কোকিলের কুহুতান, পাপিয়ার সুরঝঙ্কার, সুর-দীর্ঘকায় নিত্য বিকশিত শতদল-শোভা, নিসর্গের স্তরে স্তরে সজ্জিত লীলাসম্ভার, মনোরম উপমার অনন্ত প্রস্রবণ এবং সর্ব্বোপরি স্বর্গীয় প্রেম-মন্দাকিনীর অনাবিল স্রোতধারা—সবই তাঁর কাব্যে সমুদ্ভাসিত। তাই ত কবিকে উদ্দেশ করিয়া মহাকবি জয়দেব যথার্থই বলিয়াছেন :—"বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং কৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্॥"

মহাকবি কালিদাস মোট কয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তবে তিনি যে 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব' ও 'রঘুবংশ' নামক তিনখানি কাব্য এবং "মালবিকাগ্নিমিত্র" "বিক্রমোর্ব্বশী" ও "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নামে তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন ইহা সর্ববাদিসম্মত। "ঋতু-সংহার" নামের একখানি কাব্যও মহাকবির রচনা বলিয়া মনে হয়—যদিও উপরোক্ত কাব্যগুলির তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত কাঁচাহাতের রচনা বলিয়াই বোধ হয়।

ইহা ছাড়া "নলোদয়", "পুষ্পবাণ-বিলাস", "শৃঙ্গার-তিলক", "শৃঙ্গার-রসাষ্টক" "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থও কালিদাসের নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু এগুলি কালিদাসের রচনা বলিয়া আদৌ মনে হয় না এবং পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন না।

বহু গবেষণার পর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের মতে কালিদাস চারখানি কাব্য : (১) ঋতু-সংহারঃ (২) "মেঘদূতম্" (৩) কুমারসম্ভবম্ (৪) রঘুবংশম্ এবং তিনখানি নাটক (১) মালবিকাগ্নিমিত্রম্ (২) বিক্রমোর্ব্বশী (৩) অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—মোট সাতখানি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

আবার কাব্যগুলির মধ্যে "ঋতু-সংহার" কবির সর্বপ্রথম রচনা এবং "রঘুবংশ"ই তাঁর শেষ কাব্য। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য মেঘদূত এবং তৃতীয় কুমারসম্ভব। আর নাটকগুলির মধ্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' মহাকবির প্রথম নাটক এবং "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" তাঁর পরিণত বয়সের শেষ রচনা।

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার 'মল্লিনাথ' কালিদাসের সবকটি গ্রন্থেরই টীকা লিখিয়াছেন কিন্তু তিনি 'ঋতু-সংহার' কাব্যের কোন টীকা লেখেন নাই। তবুও রচনা লালিত্যে ও রসসম্পদে কাব্যটি এতই রসঘন যে, এটি যে তাঁর প্রথম কাব্য এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। বস্তুতঃ "ঋতু-সংহার" ও "মেঘদূত" দুখানি কাব্যই সুমধুর আদিরসাশ্রিত—তবে প্রথম কাব্যটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা কিছুটা নিম্নমানের। "কুমারসম্ভব" ও 'রঘুবংশে'র স্রষ্টা কালিদাস মহাকবি; আর মেঘদূত ও ঋতু-সংহারের রচয়িতা কালিদাস গীতিকবি।

বর্তমান গ্রন্থে আমি মহাকবির "মেঘদূতম্" এবং ঋতু-সংহার"—এই দুখানি কাব্যেরই অনুবাদ করিয়াছি। বারান্তরে 'কুমারসম্ভব' ও রঘুবংশের অনুবাদ করিবার বাসনা রহিল—।

যুগে যুগে, দেশে দেশে এমনি এক একজন লোকোত্তর পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি তাঁর অপূর্ব পাণ্ডিত্যে, অসীম বাক্-বিদগ্ধতায় তৎ তৎ দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলেন। মহাকবি কালিদাসও ভারতের সেইরূপ একজন লোকোত্তর পুরুষ। তাঁর আবির্ভাবে ভারতবর্ষ ধন্য, ভারতবাসী গৌরবান্বিত।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এহেন একজন মহাপ্রতিভাধর মহাকবির জন্মবৃত্তান্ত আমাদের প্রায় অজ্ঞাত বলিলেই চলে। তাঁর জন্মস্থান বা আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই অবগত নহি। কেবল লোক পরম্পরায় আগত কতকগুলি কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকে বিভিন্নভাবে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

কথিত আছে তিনি নাকি প্রথম বয়সে মূর্খ বলিয়া তাঁহার বিদুষী পত্নী কর্তৃক বিবাহরাত্রেই তিরস্কৃত হইয়া একাকী বিষণ্ণ মনে গৃহত্যাগ করেন। পরে একাকী বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে অলৌকিকভাবে বাক্‌দেবীর অমোঘ বরলাভ করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। শোনা যায় তাঁর পত্নী তাঁহার সহিত দেখা করিতে সম্মত না হইয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। কালিদাস তাঁর স্ত্রীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দ্বার খুলিবার জন্য অনুরোধ করায় স্ত্রী গৃহাভ্যন্তর হইতেই প্রশ্ন করেন : "কস্ত্বং ভো!" সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস উত্তর করেন : "কালিদাসোহহম্"। পত্নী জিজ্ঞাসা করেন : "কিমর্থমাগতোহসি?" কবি উত্তর দেন—"অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষ':" : সশব্দে গৃহদ্বার উন্মোচিত হয় এবং কবিপত্নী সাদরে কালিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহারই মুখ নিঃসৃত তিনটি বাণী দ্বারা তিনখানি কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করেন। কবিও পত্নীবাক্য রক্ষার্থে প্রথমে "অস্তি" এই শব্দ অবলম্বনে—"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি—দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ। পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥"—এই শ্লোকে কুমারসম্ভব কাব্যখানির সূচনা করেন। তৎপরে "কশ্চিৎ" এই শব্দটি প্রথমে রাখিয়া—কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ শাপেনাস্তং গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ। যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥" এই শ্লোক দিয়া মেঘদূত কাব্যটি আরম্ভ করেন। শেষে "বাক্" এই শব্দযোগে প্রথম শ্লোকে

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥"

—হরপার্ব্বতীর বন্দনা করিয়া রঘুবংশ মহাকাব্যটি রচনা করেন। ইহা অবশ্য

সম্পূর্ণ জনশ্রুতি। সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

তবে বহু গবেষণা ও দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি আলোচনার পর রমেশচন্দ্র দত্ত, যদুনাথ সরকার প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এবং 'ম্যাকডোনেল,' 'কীথ' প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে মহাকবি কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন এবং তিনি গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮০—৪১৪ খ্রীঃ অঃ) এবং তদীয় পুত্র কুমার গুপ্তের (৪১৫-৫৫ খ্রীঃ অঃ) সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁদের সভাকবির আসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে "কালিদাস" নামাঙ্কিত শিলালিপি এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

তিনি ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে, যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন—তাঁহার রচিত কাব্য নাটকগুলি পাঠ করিলে মনে হয় কবি এক অলৌকিক কবিত্ব শক্তি লইয়াই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাকবির কালজয়ী প্রতিভা যে অপার্থিব রসমাধুর্য্য ধারায় সমগ্র বিশ্বজগতকে অভিসিঞ্চিত করিয়া গিয়াছে, শত শত বর্ষ পরেও সেই সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য অপরিম্লান পারিজাত সৌরভে সমুদ্ভাসিত থাকিয়া বিশ্ববাসীব মনোরঞ্জন করিতেছে; যুগ যুগান্তরের তিমির রাত্রি অতিক্রম করিয়া আজও তাহা বাঁচিয়া আছে এবং বিশ্বসৃষ্টির প্রাক-বিলীয়মান কল্পেও বাঁচিয়া থাকিবে। সত্যদ্রষ্টা বিশ্বকবির ভাষায় বলি :—

"কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে —
সঘন সংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে॥

*　　*　　*　　*

ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেইদিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি॥" (মেঘদূত-রবীন্দ্রনাথ)

ঈদৃশ মহাপ্রতিভাধর মহাকবির কাব্য অনুবাদ করিবার কল্পনা করিবার সময় আমি যেন (মহাকবির নিজের ভাষায়) "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি

সাগরম্" অথবা "যাস্যামি উপহাস্যতাম্ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" অর্থাৎ আমার পক্ষে ইহা যেন ভেলায় চড়িয়া সাগর পারের ইচ্ছা অথবা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আকাঙ্ক্ষার মত।

কিন্তু আমার পূর্বেই অনেকে এই দুঃসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই বেশ কবিত্বগুণসম্পন্ন, সুসংস্কৃত বিদগ্ধ পণ্ডিত। সে স্থলে আমার ন্যায় একজন স্বল্পবিদ্য, সংস্কৃতে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি-শূন্য ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অনেকটা অনধিকার প্রবেশেরই মত। তৎসত্ত্বেও কেন এইরূপ কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম সে সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

ঘটনাক্রমে আমার হাতে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক মূলসহ বাংলায় অনূদিত একখানি 'কালিদাসের মেঘদূত' গ্রন্থ আসিয়া পড়ে। বইটি পাঠ করিতে করিতে, বিশেষ করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাটুকু পাঠ করিয়া—ভীষণ মুগ্ধ হইয়া পড়ি। ইতিপূর্বে নরেন্দ্র দেব কৃত মেঘদূতের অনুবাদও পড়িয়াছি। বুদ্ধদেববাবুর অন্ত মিল শূন্য প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পাঠ করিবার পর আমার একটি অন্তমিলযুক্ত সাবলীল অনুবাদ করিবার ইচ্ছা হয়, কারণ আক্ষরিক অনুবাদে শব্দার্থ জ্ঞানগোচর করা গেলেও কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করান যায় না।

কিন্তু অনুবাদ করিতে বসিয়াই প্রশ্ন জাগিল—কি ছন্দে অনুবাদ করিব। মহাকবি আদ্যোপান্ত "মন্দাক্রান্তা" ছন্দেই মেঘদূত কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার পূর্ববর্তী অনুবাদকগণ কেহই মন্দাক্রান্তার ন্যায় সুদীর্ঘ চরণবিশিষ্ট ছন্দে মেঘদূতের অনুবাদ করেন নাই, এবং এই ছন্দে রচিত কবিতা বাংলা ভাষায় খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—যাঁহাকে বাংলা ছন্দের গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাঁহার "যক্ষের নিবেদন" কবিতাটিতে 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন—নিম্নে তাঁর কবিতার কয়েক পংক্তি দেখান হইল :

"পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি, মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।"

মহা ছান্দসিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা তাঁর একখানা চিঠিতে লিখেছেন : "সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ

নয়! দুটি চারটি শ্লোক কোনমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থ সম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবোধ সেন বাঙালির কানের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন বাঙালির কান বলে কোন পদার্থ আছে বলে আমি মানিনে।

এই ছন্দকে (মন্দাক্রান্তা) বাংলায় আনতে গেলে এই রকম দাঁড়ায়:

"দূরে ফেলে গেছ জানি, স্মৃতির বীণাখানি বাজায় তব বাণী মধুরতম
অনুপমা, শোন অয়ি, বিরহ চিরজয়ী করেছে মধুময়ী বেদনা মম ॥"

এই রীতিতে অনুবাদ করতে গিয়া দেখিলাম ইহা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমার পূর্বসুরীদের মত অনেকটা ত্রিপদী ছন্দের ভঙ্গীতে (৬।৬।৮) অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। তবে ছন্দের কড়া শাসন অপেক্ষা শ্রবণসুভগতার দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছি! প্রসঙ্গতঃ এখানে মেঘদূতের একটি বিখ্যাত শ্লোকের অনুবাদ কে কিভাবে করিয়াছেন তাহা তুলনামূলকভাবে নিয়ে দেখান হইল: (শ্লোকটি উত্তরমেঘের ৮৫ তম শ্লোক)

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্
যা তত্র স্যাদ্ যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ৮৫ ॥

বুদ্ধদেববাবু এর অনুবাদ করিয়াছেন—

তন্বী শ্যামা আর সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি ক্ষীণমধ্যা
জঘন গুরু ব'লে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ক বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা
সেথায় আছে সেই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

হৃষীকেশ শাস্ত্রীকৃত অনুবাদে আছে—

কৃশাঙ্গে যৌবন শোভা দন্তপাঁতি মনোলোভা
পক্কবিম্ব ফল সম সুচারু অধর।
ক্ষীণ কটি সমায়ত চকিত হরিণী মত
নয়ন, গভীর অতি নাভি সরোবর ॥

নিতম্বের গুরুভারে দ্রুত না চলিতে পারে
স্তনভারে তনু যেন ঈষৎ আনত।
নিরখিলে রূপ যার আগু সৃষ্টি বিধাতার
যুবতী সমাজে,—হেন মনে লয় কত॥

কবি হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করিয়াছেন :

আছে সেথা সতী তন্বী যুবতি/বিম্ব অধরা নারী
সুচারু-দশনা হরিণী-নয়না/সুগভীর নাভিধারী,
শ্রোণিভারে তার ধীর গতি আর/আনমিত বুক জানি
যেন সে বিধির যুবতী নারীর/চরম সৃষ্টিখানি।

এই শ্লোকটির মৎকৃত অনুবাদ—

গলিত স্বর্ণ জিনিয়া কান্তি, সুচারু-দশনা অতি,
স্তনভারে তনু ঈষৎনমিত, শ্রোণিভারে ধীর গতি,
ক্ষীণ কটিতট তন্বী তরুণী নাভিদেশ সুগভীর
আয়তলোচনে চকিত চাহনি সচকিতা হরিণীর,
মোর প্রেয়সীর অধর শোণিমা পক্ক-বিম্ব সম
যুবতী সমাজে আদ্যা সৃষ্টি বিধাতার অনুপম॥

সাধারণতঃ প্রচলিত সাধু ভাষাই ব্যবহার করিয়াছি—তবে প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে কথ্য ভাষাও ব্যবহৃত হইয়াছে।

ছাত্রাবস্থা হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সংস্কৃতে ঈদৃশ অনুরাগ দর্শনে বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে একখানি কালিদাসের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন—আজও তাহা সযত্নে সংরক্ষিত আছে। অনেক সময় পণ্ডিত মহাশয় অবসর পাইলেই আমাদের বাটীতে আসিয়া 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', 'রঘুবংশম্' বা 'মেঘদূতম্' হইতে বিখ্যাত শ্লোকাদি লইয়া আলোচনা করিতেন। তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে সেই বাল্য বয়স হইতেই সংস্কৃত কাব্যরসপিপাসা অন্তরে জাগরিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাব্যানুরক্তি ক্রমশঃই বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল কারণেই সীমাবদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞান লইয়াই মহাকবির মেঘদূত অনুবাদে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি সে বিচারের ভার সুধী পাঠকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত রহিল।

মেঘদূত মূলতঃ একখানি বিরহের কাব্য। প্রিয়া বিরহই ইহার প্রধান উপজীব্য বিষয়। কাব্যখানির আদি হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র একটি বিরহ-কাতর ও মিলন-ব্যাকুল চিত্তের সুদীর্ঘ অনুরণন শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি শ্লোক পাঠ করিবার পরেই আমাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে বিরহী যক্ষের প্রিয়া-মিলনোন্মুখ চিত্তের একখানি সকরুণ ছবি। নির্জন রামগিরির এক নিভৃত পার্বত্য কুটিরে বসিয়া নির্বাসিত যক্ষ তাহার সুদূর অলকায় স্বগৃহে পরিত্যক্তা যুবতী পত্নীর ধ্যানে বিভোর ;—শুধু বিভোর নয় একেবারে একাত্ম! যেন তাঁর মানস নেত্রের সম্মুখে বিরহ-সন্তপ্তা প্রিয়ার ম্লান মূর্তিখানি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

সেই আসঙ্গলিপ্সু বিরহী যক্ষ যখন তদীয় পত্নীর সহিত মিলন কামনায় বিভোর হইয়া কোন মতে বর্ষকালভোগ্য নির্বাসন দণ্ডের আটটি মাস অতিবাহিত করিয়াছেন, তখন সহসা একদিন আষাঢ়ের প্রথমদিনে সেই রামগিরি পর্বতের সানুদেশে মেঘোদয় দেখিয়া চিত্ত-বৈকল্যহেতু অধীর হইয়া পড়িলেন। সুদূর অলকায় পরিত্যক্তা পত্নীর কথা আরো বেশী করিয়া মনে পড়িয়া গেল। তীব্র ব্যাকুলতা হেতু যক্ষ মেঘকেই বার্তাবহরূপে অলকায় তাঁহার প্রিয়ার নিকট পাঠাইতে চাহিলেন। মেঘকে অচেতন বলিয়া তাঁর মনে হইল না, কারণ কবির মতে—"কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু"।

এরপর কবি তাঁর মোহময়ী কল্পনার যাদুপক্ষ বিস্তার করিয়া যক্ষকে সুদূর অলকায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন। সেই রামগিরি শিখরে বসিয়াই যক্ষ তাঁর সেই তন্বী, শ্যামা, শিখরি-দশনা, পক্ক বিম্বাধরা প্রগাঢ়-যৌবনা প্রিয়ার বিরহ-শীর্ণা ম্লান মূর্তিখানি যেন দেখিতে পাইতেছেন। তিনি তাঁর কল্পনার নেত্রে শিশির-মথিতা পদ্মিনীর মত বিশুষ্কা, অবিরল অশ্রুপাতে বিস্ফারিত, রঞ্জিত-নয়না, অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশগুচ্ছ গণ্ডোপরি লম্বমানা প্রিয়ার শীর্ণ বদনকমলখানি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। মাঝে মাঝে বিরহ সঙ্গীত গাহিবার সময় বীণার তন্ত্রীগুলি নয়ন-সলিলে ভাসিয়া যাইতেছে, কখন বা স্বরচিত স্বরলিপি ভুলিয়া আকাশের পানে উদাস নয়নে চাহিয়া আছেন। আবার সেই বিরহের অবসানকল্পে যক্ষপত্নী প্রত্যহ একটি একটি করিয়া পূজার ফুল আলাদা করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছেন এবং মাঝে মাঝে সেগুলি গুনিয়া গুনিয়া দেখিতেছেন বৎসর শেষ হইতে আর কতদিন বাকি! প্রায় অর্ধোন্মাদের মত অবস্থা তাঁর প্রিয়ার!

হয় ত সুদূর অলকায় প্রিয়-বিরহিতা যক্ষ-পত্নীর অবস্থা অনুরূপ নাও হইতে পারে; কিন্তু সমপ্রাণতা হেতু যক্ষ তাঁহার নিজ অন্তরের বিষাদ-ক্লিষ্ট মূর্তি পত্নীর

উপর আরোপণ করিতেছেন। প্রেমের ধর্মই তাই; সুগভীর প্রণয়ের রীতিই এইরূপ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁহার সুদূর-প্রসারী কল্পনার পক্ষজাল বিস্তার করিয়া তাঁর পূর্বজন্মের প্রিয়াকে খুঁজিতে বাহির হইয়া হঠাৎ তার দেখা পাইয়া গিয়াছেন—

"দেখা দিল দ্বার প্রান্তে সোপানের পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মত, সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুসুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত-বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়॥" (স্বপ্ন)

সুতরাং কল্পনায় প্রিয়া-মিলন কাব্যের অঙ্গবিশেষ বলিলেও ভুল হইবে না।

তারপর এই যে "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" মেঘ সন্দর্শনে বিরহী যক্ষের চিত্ত এত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে—ইহাও চিরকালের কবিজন-স্বীকৃত। "বর্ষা" ও "বিরহ" এ দুটি যেন পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। জয়দেব, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কেহই এর প্রভাবমুক্ত নহেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমাল দ্রুমৈঃ"—জয়দেব

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"……বিদ্যাপতি

"তিমির দিক ভরি' ঘোর রজনী—অথির বিজুরীক পাতিয়া
বিদ্যাপতি কহে ক্যায়সে গোঁয়ায়বি-হরি বিনে দিনরাতিয়া"…ঐ

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়—
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়—
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়—॥"……রবীন্দ্রনাথ

"আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচেরে
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে"…ঐ

ঠিক এই সুরে সুর মিলাইয়া বর্ষার একটি ঘনীভূত রসোচ্ছল ধারা যেন সমগ্র মেঘদূত কাব্যটিকে রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ শব্দে আতুর করিয়া রাখিয়াছে। মেঘের আবির্ভাবে আম্রকূট পর্বতের শিখরস্থিত বনরাজির নিদাঘদাহের উপশম ঘটিতেছে, বনে বনে নব কদম্বরাজি শিহরিয়া উঠিতেছে, ময়ূরেরা কলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিতেছে; তাপ-বিশীর্ণা নির্বিন্ধ্যা আবার যেন নবযৌবনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; ক্ষীণকায়া গম্ভীরা সলিল-স্ফীতা হইয়া উদ্বেল হইতেছে। মেঘের দরশনে, পরশনে সবারই বিরহ-মুক্তি ঘটিতেছে—তাই অলকায় যক্ষ-প্রিয়াও মেঘকে দেখিলে কিছুটা হয়তো সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে এই আশায় যক্ষ মেঘকে দূতরূপে অলকায় প্রেরণ করিতেছেন।

মেঘদূত খণ্ডকাব্যটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমে "পূর্বমেঘ" পরে "উত্তরমেঘ"। প্রথম ভাগে শ্লোক সংখ্যা ৬৪ এবং দ্বিতীয় ভাগে শ্লোক সংখ্য ৫৪। পূর্বমেঘে মহাকবি রামগিরি পর্বতশীর্ষ হইতে সুদূর অলকা পর্য্যন্ত একটি অতি মনোজ্ঞ পথ-নির্দেশিকা অঙ্কিত করিয়াছেন। যদিও মেঘের পক্ষে সরাসরি রামগিরি হইতে অলকায় পৌঁছান অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কবি বিশেষ কারণে মেঘকে সোজা পথে না পাঠাইয়া বেশ একটু বক্র ঘুরপথের নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য কারণ আর কিছুই নহে-মূলতঃ কতগুলি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রমণীয় জনপদের উপর দিয়া মেঘকে লইয়া যাওয়া এবং তৎ তৎ স্থানের মনোরম বর্ণনা করিবার সুযোগ গ্রহণ। বিশেষ করিয়া মেঘকে কবির সুরম্য আবাসভূমি উজ্জয়িনীর উপর দিয়া লইয়া যাইবার জন্য বেশ কিছুটা পশ্চিমে যাইতে হইয়াছে:

"বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গ প্রণয়-বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।"
(উত্তরে যেতে যদিও তোমার পথ বেঁকে যায়, তবু
উজ্জয়িনীর প্রাসাদমালারে ভুলিয়া থেকোনা কভু;)

কবি যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার কল্পনার সপ্তবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অতি সাধারণ তুচ্ছ বিষয়ও তিনি কি মধুর চিত্তাকর্ষকভাবেই না বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল মেঘদূতেই নহে, অন্যান্য মহাকাব্যের মধ্যেও এই ভাবটি সুপরিস্ফুট। তাঁহার মোহময়ী লেখনী স্পর্শে হিমালয় পর্বত হ'য়েছে "পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" কৈলাস শিখর হ'য়েছে "ধৃতার্দ্ধসোমোহভুতভোগিভোগঃ", গম্ভীরা নদী তাঁর দৃষ্টিতে "বিবৃত-জঘনা নারী" সানুমান আম্রকূট—"স্তন ইব ভুবঃ"—এইরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁর কাব্য ও নাটকের মধ্যে ছড়াইয়া আছে।

কবি কালিদাস মেঘকে যে পথ দিয়া রামগিরি হইতে অলকায় লইয়া গিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবানুগ। কিন্তু সেইসব বাস্তব স্থানগুলির ভৌগলিক বিবরণ তাঁহার কাব্যের উপজীব্য বিষয় নহে। মেঘের যাত্রা পথে যে সব নদ, নদী, গিরি, বন, উপবন, পথ, নগর, রাজধানী দেখা দিয়াছে—প্রত্যেকটিরই একটি মনোরম রসগ্রাহী চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্লোকগুলি নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিলে পাঠক মানস-নেত্রে সেই সব স্থানের এক একটি জীবন্ত চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইবেন। ইহা যে কি অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

প্রথমেই কবি মেঘকে রামগিরি ছাড়িয়া সোজা উত্তরমুখে কিছুদুর লইয়া গিয়া সর্বপ্রথমে "আম্রকূট" পর্বতের শীর্ষদেশে উপনীত করিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম অমর-কণ্টক। এই পর্বত ছাড়িয়া আরো কিছুদুর অগ্রসর হইলেই সম্মুখে পড়িবে বিন্ধ্যপাদমূলে উপলবিকীর্ণা শীর্ণা রেবা নদী—যাহার বর্তমান নাম নর্মদা। নর্মদা পার হইবার পর আর একটি তীব্রস্রোতো নদী মেঘের দৃষ্টিগোচর হইবে—এটির নাম বেত্রবতী, বর্তমান বেতোয়া। সেই নদীরই কূলে দশার্ণ গ্রাম—প্রস্ফুটিত কেতকী কুসুম সুরভিত একটি মনোরম জনপদ। তারি সম্মুখে এই প্রদেশেরই রাজধানী বিদিশা নগরী—বর্তমানে "ভিলসা" নামে খ্যাত। বিদিশা নগরী অতিক্রম করিলে "নীচৈ" পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইবে। এই পর্বতমালা বিদিশা নগরীর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ভোজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নাত্যুচ্চ পর্বতগাত্রে অনেক রমণীয় শিলাগৃহ আছে—সেগুলি তত্রত্য বিলাসী নাগরিকদের বিহার ভূমি। মেঘ এই নীচৈ পর্বতশ্রেণী পার হইয়া সোজা পশ্চিমমুখে অনতিদূরে অবন্তীরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীর অপরূপ সৌধমালা দেখিতে পাইবে। অনেকের মতে ইহাই মহাকবি কালিদাসের আবাসভূমি। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শকদের প্রাধান্য ধ্বংস করিয়া এই উজ্জয়িনীতেই তাঁর রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই নবরত্ন সভার এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন মহাকবি কালিদাস। আজিও উজ্জয়িনীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবরত্নের নাম খচিত শিলাপটটি ভগ্নাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। এই নয়টি নামোৎকীর্ণ শিলাপটটি দেখিয়া আসিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল।

সেই শিলাপটে দেবনাগরী অক্ষরে খোদিত আছে :—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহঃ শঙ্কুঃ।
বেতালভট্টো ঘটকর্পরঃ কালিদাসঃ।

খ্যাতো—বরাহ-মিহিরো নৃপতেঃ—সভায়াম্।
অগ্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্ত ॥" * ১

(১) বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার নয়টি রত্নের নাম যথাক্রমে :

(১) ধন্বন্তরি (২) ক্ষপণক (৩) অমর সিংহ (৪) শঙ্কু (৫) বেতালভট্ট (৬) ঘটকর্পর (৭) কালিদাস (৮) বরাহমিহির (৯) বররুচি—

মহাকবি (৩১—৪০) এই দশটি শ্লোকে উজ্জয়িনী নগরীর এক অপরূপ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বচ্ছতোয়া বেগবতী শিপ্রা নদী এই নগরীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। একদিন এই শিপ্রার ঘাটে ঘাটেই বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতলোচনা অবন্তী সুন্দরীরা স্নানলীলায় রত থাকিতেন। এরি তটভূমিপরে ছিল মহাকবির উদ্যান-সংলগ্ন পুষ্পবাটিকা—আজও শত শত বর্ষপরে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

বাস্তবিকই স্থানটি অতি মনোরম ও বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। পার্শ্বেই স্বচ্ছসলিলা নাতিপ্রশস্তা শিপ্রার কৃষ্ণাভ স্রোতধারা। উজ্জয়িনীর এক প্রান্তভাগে মহাকাল-মন্দির। প্রাচীন উজ্জয়িনীর এক অনবদ্য রূপ কবির সুবর্ণলেখনীমুখে রেখায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মহাকবি উজ্জয়িনীকে দীপ্তিমান একখণ্ড স্বর্গের টুকরো বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :— (দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্)

উজ্জয়িনী ছাড়িয়া কিছু উত্তরে গম্ভীরা নদী। কবি এই গম্ভীরারও এক মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ষার প্রারম্ভে শীর্ণতোয়া গম্ভীরা যেন উন্মুক্ত-জঘনা রূপসীর মত নগ্নিকা অবস্থায় পড়িয়া আছে। এটি শিপ্রারই শাখানদী। এই গম্ভীরা নদী পার হইলেই মেঘের গতিপথে দেবগিরি পর্বত পতিত হইবে। ইহা চর্মন্বতী বা চম্বল নদীর উপকূলবর্তী পর্বত। এই দেবগিরি পর্বতে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় চির-অধিষ্ঠিত আছেন।

কথিত আছে রাজা রন্তিদেব গোমেধ যজ্ঞ করিয়া কামধেনু সুরভির তনয়া-দিগকে (গাভীকুল) বধ করিয়াছিলেন ; সেই নিহত গাভীকুলের চর্ম ভেদ করিয়া যে রক্তধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা হইতেই এই চর্মন্বতী নদীর উৎপত্তি।

এই চর্মন্বতী নদী পার হইয়া মেঘ সোজা উত্তরমুখে ছুটিলে সম্মুখে 'দশপুর' নগর দেখিতে পাইবে। এই দশপুর পার হইয়া বেশ কিছুটা অগ্রসর হইলেই মেঘ উত্তরমুখে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে গিয়া উপস্থিত হইবে।

"সরস্বতী দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥"

অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুটি দেবনদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে দেবগণ যে দেশ নির্মিত করিয়াছিলেন তারই নাম ব্রহ্মাবর্ত। ইহাই ভারতে আগত আর্য্যগণের প্রথম বাসস্থান। আরো কিছু উত্তরে কুরুপাণ্ডবের বিশাল রণভূমি কুরুক্ষেত্র—আজিও সেই মহাভারতের পুণ্য স্মৃতি বহন করিয়া পড়িয়া আছে। অদূরেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈদিক স্মৃতিবাহী সরস্বতী নদী। এইবার মেঘকে পূর্বমুখে কিছুপথ গিয়া হরিদ্বার ছাড়াইয়া কনখল নামে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য জনপদে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাই সেই পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞের লীলাভূমি। এইখানেই পতি-নিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের দুই মাইল পূর্ব্বে গঙ্গা ও নীলধারার সংযোগস্থলে এই ক্ষুদ্র জনপদটি অধিষ্ঠিত। সম্মুখে তুষারমৌলি হিমাদ্রির অটলোন্নত শির। গাত্র বাহিয়া গঙ্গার তীব্র স্রোত-ধারা পর্বতের শীর্ষ হইতে শীর্ষান্তরে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

এইবার কবি হিমালয়ের অপর পার্শ্বস্থিত কৈলাশ পর্বতশিখরে মেঘকে উঠিতে বলিতেছেন। তবে মেঘকে হিমালয় পর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে না। 'ক্রৌঞ্চরন্ধ্র' নামক একটি সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়া যাইলেই হইবে। এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বা "নীতিপাশ"ই হইল ভারত হইতে তিব্বত যাতায়াতের একমাত্র পথ।

পুরাণে কথিত আছে ভৃগু-নন্দন পরশুরামের অতুল কীর্তি বিশ্বভূমি প্লাবিত করিয়া স্বর্গে উঠিবার সময় হিমালয়গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কারণে এই রন্ধ্রপথ ভার্গবের কীর্তিমার্গ বলিয়া কথিত।

ক্রৌঞ্চরন্ধ্র পার হইলেই মেঘের নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে চিরতুষারাবৃত, শত সহস্র গগনচুম্বী শ্বেতশৃঙ্গ-শোভিত কৈলাস পর্বত। কথিত আছে কুবের ভ্রাতা দুরন্ত দশানন একবার ক্রোধবশে তাঁর বিশখানি হাত দিয়া এই কৈলাস পর্বতকে ভীষণভাবে আলোড়িত করিয়াছিলেন। তদবধি এই পর্বতের বিভিন্ন স্থানে বহু গহ্বর ও বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই অভিনব রূপশ্রীমণ্ডিত কৈলাসের শোভা সন্দর্শনে মেঘের নয়ন মন সার্থক হইবে। এই পর্বতেরই এক মনোরম প্রদেশে তুষার-দ্রুত স্ফটিক-স্বচ্ছ বারিরাশিপূর্ণ সুবর্ণ শতদল শোভিত এক রমণীয় হ্রদ মেঘের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহাই জগদ্বিখ্যাত মানস সরোবর। বাল্মিকী রামায়ণে বর্ণিত আছে:

"কৈলাস পর্বতে রামো মনসা নির্মিতং পরম্।
ব্রহ্মণা নর-শার্দ্দূল! তেনেদং মানসং সরঃ॥"

পরবর্তীকালে বহু ভ্রমণকারী, তথ্যান্বেষী পর্যটক এই রমণীয় মানস সরোবরের উৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন।

এই অনন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, তুষার ধবল কৈলাস-গিরিক্রোড়ে মেঘ এই হতভাগ্য যক্ষের শৈলধাম অলকা নগরী দেখিতে পাইবে। মেঘ সে নগরী দেখিলেই চিনিতে পারিবে কারণ অলকা ছাড়া এমন সুন্দর শৈলনগরী ধরাতলে আর দ্বিতীয় নাই। গিরিবক্ষে শোভমানা এই নগরীর পার্শ্বদেশ বিধৌত করিয়া জাহ্নবীর সুতীব্র স্রোতোধারা কল কল শব্দে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। শোভন সুন্দর সৌধমালা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত—দেখিলেই মেঘের ইহাকে দ্বিতীয় স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে।

মহাকবি এইখানেই তাঁর পূর্বমেঘ শেষ করিয়াছেন। একটি সুদীর্ঘ পথের চিত্তহারিণী বর্ণনা—বার বার পাঠ করিলেও যেন ক্লান্তি আসে না।

পরবর্তী অংশ উত্তরমেঘে মহাকবি কালিদাস প্রথমেই অলকানগরীর একটি কল্পনা-রঙ্গীন বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেখানে আকাশচুম্বী প্রাসাদমালার অভ্যন্তরে রত্নখচিত মণি-কুট্টিমের দিকে চাহিলে মনে হয় যেন জল থৈ থৈ করিতেছে, প্রতিটি গৃহের অভ্যন্তরভাগ হইতে শোনা যায় স্নিগ্ধ গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনির সাথে ললিত সুরঝঙ্কার। সেখানকার পুরললনাদের হাতে লীলাপদ্ম, অলকে কুন্দকুসুম, নব কুরুবকে শোভিত কবরী—লোধ্ররেণুতে প্রসাধিত বদনকমল। সেখানে সদাপুষ্পিত তরুলতাঘেরা কাননকুঞ্জ, নিত্যজ্যোৎস্নাহসিত সুনির্মল গগনাঙ্গন, কেকারব-মুখরিত ভবন-প্রাঙ্গণ। সর্বত্র শোকতাপহীন অবিরল আনন্দপ্রবাহ, চিরযৌবন নর আর চির-যৌবনা নারী। যক্ষ যক্ষীরা সেখানে মিলিত কলহাস্যে সদাই উৎফুল্ল। অলকার ধন সম্পদের কোন সীমা পরিসীমা নাই; যক্ষ তরুণীরা সেখানে মণিমাণিক্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে, সর্বদা মহার্ঘ বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

যক্ষ যক্ষীরা সেখানে সদাই বিলাসলীলায় মগ্ন; নগরের কাননে, কুঞ্জে, বনে, উপবনে যক্ষললনারা নিজ নিজ প্রেমিকের সাথে সদাই রভসলীলায় প্রমত্তা। কোন অভাব অনটন নাই, কোন দুঃখ শোক নাই, কোন চিন্তা ভাবনা নাই—চারিদিকে শুধু প্রাচুর্য্য, আর ভোগসুখের রসঘন প্রবাহ।

এমনি একটি বাস্তব পরশ-বিহীন কাল্পনিক নগরী মহাকবির সুদূর-পক্ষ-বিস্তারী কল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ধরণীবক্ষে এরূপ একটি আদর্শ নগরীর অবস্থানের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কবির মনে কোন প্রশ্ন জাগে নাই। তিনি তাঁহার পাঠককে

মন্ত্রমুগ্ধের মত, ভূতাবিষ্টের মত স্বপ্নাবেশে তাঁর কল্পনাসুন্দরীর পিছনে পিছনে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। পাঠকও যেন মোহাবিষ্ট হইয়া তার অনুবর্তন করিতে করিতে এক মোহময় স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যেখানে বাস্তব সম্ভাব্যতার প্রশ্ন অবান্তর বলিয়া মনে হইয়াছে, পাঠকের সৌন্দর্য্য-পিপাসু অন্তর যেন এক অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে উপনীত হইয়া এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

এরপর কবি মেঘকে অলকায় যক্ষপুরীর এক অপার্থিব বর্ণনা শুনাইয়াছেন। কুবেরের রাজপ্রাসাদের উত্তরে অতি নিকটেই যক্ষের সুরম্য ভবন। ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে রঞ্জিত তার প্রবেশদ্বার, দ্বারপার্শ্বে একটি বাল-মন্দার তরু। আর আছে—সুবর্ণ শতদলশোভিত স্বচ্ছ সরোবর, মরকতমণি নির্মিত তার সোপানশ্রেণী, কনক-কদলী-বেষ্টিত ক্রীড়াশৈল, কুরুবকে-ঘেরা মাধবী বিতান। গৃহ প্রাঙ্গনে একটি স্বর্ণদণ্ড প্রোথিত আছে—তার উপর স্বচ্ছ স্ফটিকের ফলক এবং মণি দিয়ে বাঁধান তার মূলদেশ। দিনাবসানে তাঁদের পালিত ময়ূর আসিয়া সেই দণ্ডের উপর বসে এবং যক্ষপ্রিয়া বলয়-শিঞ্জন সহকারে তাহাকে তালে তালে নাচায়।

তারপর কবিকুলতিলক কালিদাস তাঁর অনন্ত ভাবময়ী, উচ্ছ্বাসময়ী আবেগোচ্ছ্বলা কল্পনার সাহায্যে যক্ষপ্রিয়ার যে অনবদ্য মোহিনী মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্থাবর, জঙ্গম, বিশ্বচরাচর স্তব্ধ, বিস্মিত, হতবাক্। নিখিল কাব্যশাস্ত্রে এর বুঝি কোন তুলনা নাই। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—মেঘদূত পড়িয়া এতদূর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—কবি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিলেও, তিনি ভারতের অদ্বিতীয় মহাকবি বলিয়া সর্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ-উক্তি মোটেই অতিশয়োক্তি নহে—অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

"তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ :
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ৮২ ॥

কি অপূর্ব বর্ণনা। বিশ্বের আর কোন কবির কণ্ঠে বিরহ-সন্তপ্তা প্রেয়সীর এমন একখানি নিখুঁৎ ভাবোদ্দীপক আলেখ্য সংগীত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছেন কি! বাক্‌দেবীর অসীম কৃপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে এরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কদাচ সম্ভব নহে।

তারপর কবি বিরহিনী যক্ষপত্নীর একখানি বিষাদ-ক্লিষ্ট বেদনা-বিধুর চিত্র আঁকিয়াছেন : তাঁর ক্ষীণতনু যেন শয্যায় মিশিয়া গিয়াছে, প্রথম বিরহ দিনে বাঁধা রুক্ষ বেণী আজও তেমনি পড়িয়া আছে—তাঁর অঙ্গে নাই কোন অলঙ্কার, নয়নে নাই কজ্জলরেখা, সুরাপরিহার হেতু আঁখিতে নাই কোন ভ্রূবিলাস—ঠিক যেন যোগিনীর মত অর্ধোন্মাদ অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। যক্ষের অনুরোধে মেঘ অলকায় যক্ষপুরীতে গিয়া সেই অবসাদ-খিন্না নিদ্রিতা প্রিয়াকে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া কুশলবার্তা নিবেদন করিবে,—বলিবে, "তোমার সেই-প্রাণাধিক যক্ষের অন্তর বাহির সবই তোমাময়—তিনি চন্দ্রবিম্বে তোমার মুখচ্ছবি, নদীস্রোতে তোমার ভ্রূভঙ্গিমা, ময়ূরের কলাপভারে তোমায় কেশশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। কখন তিনি স্বপ্নে প্রিয়াকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিতে গিয়া শূন্যে বাহু প্রসারিত করিতেছেন, কখনও বা উত্তর হ'তে ভেসে আসা সমীরণ প্রবাহে প্রিয়ার দেহসৌরভ অনুভব করিতেছেন—কিন্তু এত করিয়াও কিছুতেই তাঁর হৃদয়-তাপ নিবারিত হইতেছে না।

তাই যক্ষ বহু ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনরকমে শেষের চারিটি মাস কাটাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং তাঁর প্রিয়াকেও তদ্রূপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ; শাপাবসানে এতদিনকার সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে সফল করিবেন সে কথাও প্রিয়াকে জানাইয়াছেন। সবশেষে যক্ষ তাঁর প্রিয়ার পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদনের আশায় তাঁদের নিভৃত দাম্পত্যজীবনের এক অতি গূঢ় প্রণয়-রহস্যও মেঘের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পরিশেষে যক্ষ আর একবার মেঘকে তাঁর প্রাণের আকুতি জানাইয়া অনুচিত জেনেও তাঁর প্রার্থনাটি পূর্ণ করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইয়াছেন এবং তাঁর এই কার্য্যটি সমাধা করিবার জন্য যক্ষ মেঘের অনন্ত সৌভাগ্য কামনা করিয়া বিদ্যুৎ-প্রিয়া সাথে তার চির-মিলন কামনা করিয়াছেন।

এইবার পাঠক তাঁর মানস নয়নে মেঘদূতের সামগ্রিক রূপখানির দিকে চাহিয়া দেখুন। দুটি স্বতন্ত্র সত্তা, দুটি বিভিন্ন রূপরেখা নিশ্চয়ই তিনি দেখিতে পাইবেন। প্রথম অংশে রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মেঘের সুদীর্ঘ পথরেখার পার্শ্বস্থিত দশার্ণ, উজ্জয়িনী, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি জনপদ, আম্রকূট, নীচৈ, দেবগিরি প্রভৃতি পর্বত, রেবা, শিপ্রা, সরস্বতী, জাহ্নবী প্রভৃতি স্রোতস্বিনীর মনোজ্ঞ বর্ণনা এবং দ্বিতীয়াংশে অলকানগরী ও বিরহিনী যক্ষপ্রিয়ার বর্ণাঢ্য চিত্র। মেঘদূত কাব্যে এই দুটি হোল বাহ্যিক অলংকরণ বা শিল্পশোভা।

আর এরি অভ্যন্তরে রয়েছে বিরহী যক্ষের বিরহ বেদনা এবং প্রিয়ার সাথে পুনর্মিলনের সুগভীর আকুতি। একটি অপরটির অনুপূরক। উভয়ের অভিনব সংমিশ্রণই মেঘদূতের অপূর্ব সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্বের মূলীভূত কারণ। কল্পনার সাথে বাস্তবের অপূর্ব সংমিশ্রণই মেঘদূতকে শত শত বৎসর ধরিয়া আমাদের কাছে চিরগৌরবের, চির আদরের ধন করিয়া রাখিয়াছে।

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে 'শতরূপা'র কর্ণধার এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীনির্মলকুমার খাঁ-কে জানাই আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা, কামনা করি তাঁর শ্রীবৃদ্ধি। আমার অভিন্ন-হৃদয় বাল্যবন্ধু শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় আমার এই পুস্তিকা প্রকাশে যে অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রতিপদে আশার বাণী শুনাইয়া এবং সহযোগিতার শুভহস্ত সম্প্রসারণ করিয়া আমার এই প্রথম সাহিত্য প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিয়াছেন—তাহা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। শুষ্ক ধন্যবাদ বা মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বন্ধুত্বের অবমাননা করিব না। আমার অগ্রজ-প্রতিম, জীবনরসের গূঢ়তম রসিক, শিশু চরিত্রচিত্রণের সুদক্ষ ভাস্কর, স্বনামধন্য কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমার এই অনুবাদের একটি রসোত্তীর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার মধ্যে সাহিত্য-সৃষ্টির যে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছেন সেজন্য সত্যই নিজেকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতেছি। তাঁকে আমার অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ত্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজের ইংরাজী বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক শ্রীযুক্তযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) পি, আর, এস (ডব্লিউ, বি, ই, এস) মহোদয় মৎপ্রণীত 'মেঘদূত' এর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া একটি স্বতোৎসারিত অভিনন্দন-বাণী পাঠাইয়া আমায় চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ইহাই আমার এই প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টার অভিনব ফলশ্রুতি। মহাকবির ভাষায়—"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং না সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।" অর্থাৎ বিদ্বজ্জনের পরিতোষ ব্যতীত কোন প্রয়োগবিজ্ঞানই উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয় না। সেই কারণেই এই অনুবাদসাহিত্য সুধীজনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাদের পরিতোষের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি

"কিরণ-ভিলা"
কদমতলা, হাওড়া।

শ্রীঅমরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়
(কাব্যতীর্থ)

"ঋতু-সংহার" প্রসঙ্গে

ঋতু-সংহার কাব্যটি মহাকবি কালিদাসের একখানি রসসমৃদ্ধ ভাবাবেগাশ্রয়ী গীতিকাব্য। সংস্কৃত রসসাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি। ঋতু-সংহার কাব্যে কবি কালিদাস ষড়ঋতুর সহিত মানব অন্তরের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। ঋতু-চক্রের ক্রমবিবর্তনে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটিতেছে। প্রতিটি ঋতুরই একটা নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য আছে। সেই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানব মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তারই একটি রসঘন মনোজ্ঞ চিত্র মহাকবি তাঁর ঋতু-সংহার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গ শোভার ক্রমবিবর্তনও কবির লেখনী মুখে মধুরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃতে 'সংহার' শব্দের অর্থ 'সমাবেশ' বা একত্রীকরণ। কিন্তু বাংলায় এই অর্থে সংহার শব্দের কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। সুতরাং "ঋতুসংহার" অর্থে ঋতুগণের একত্র সমাবেশ এই অর্থই বুঝিতে হইবে। বাংলায় "ঋতুসংহার" অনেকটা ঋতু-সম্ভারের অর্থই সূচিত করে—যেমন 'রত্ন-সম্ভার' 'বিলাস-সম্ভার' প্রভৃতি শব্দ। কবি হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁর অনুবাদ পুস্তিকাটির নাম 'ঋতু-সংহার' না রাখিয়া "ঋতু-সম্ভার"—নামকরণ করিয়াছেন। আমি অবশ্য মহাকবির প্রদত্ত নাম পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহি।

ঋতু-সংহার কাব্যটি আদ্যোপান্ত আদিরসাশ্রিত। ইহা তাঁর প্রথম যৌবনের রচিত কাব্য এবং অনেকের মতে এটিই তাঁর সর্বপ্রথম কাব্য। যৌবনোচিত রসোচ্ছ্বাস সে কারণে সমগ্র কাব্যটিকে অফুরন্ত মাধুর্য্য-প্রবাহে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু রস ছাড়া কাব্যের অস্তিত্ব কোথায়—রসই ত সর্ববিধ আনন্দানুভূতি'র মূলীভূত কারণ। উপনিষদ বলছেন "রসো বৈ সঃ" তিনি রস-স্বরূপ, এবং রসানুভূতিই ত সমস্ত আনন্দের জনয়িত্রী। আর "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—আনন্দ হইতেই এই নিখিল বিশ্বজগতের ভূতবর্গের সৃষ্টি। আবার এই রসের মধ্যে আদি রস কামই সর্বশ্রেষ্ঠ রস। সংস্কৃত সাহিত্যে নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে—যথা শৃঙ্গার বা আদি, বীর,

করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বিভৎস ও শান্ত। বৈষ্ণব সাহিত্যে 'শান্ত' দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আদি রস বা শৃঙ্গার রস এবং বৈষ্ণবদের মধুর রসই যে সর্বশ্রেষ্ঠ রস এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। বিশ্বসৃষ্টির আদিতেই ত 'কাম'—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন "ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!"

"যে কাম-প্রেরণাবশে বিশ্বসৃষ্টি হয়
সে কামেরও জন্মদাতা আমি ধনঞ্জয়॥"

সুতরাং মহাকবি যে প্রকৃতির সর্বস্তরে প্রতিটি অনুপরমাণুর মধ্যে আদি রসের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন তাহা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে।

অনেকের আবার ধারণা কাব্যটি কালিদাসের লেখনী-প্রসূত নহে। কিন্তু এমত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহার একটি প্রধান বিশিষ্ট কারণ এই যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি বর্ণনায় বা মনোজ্ঞ উপমাদি সন্নিবেশে তাঁর পরবর্তী, রচনাবলির (কুমারসম্ভব, মেঘদূত ইত্যাদি) সহিত ঋতু-সংহারের একটা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—:

(১) অন্যা প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাত্রং
প্রিয়-পরিভুক্তং বীক্ষমাণা স্বদেহং
··· (ঋতু-সংহার)
নীলকণ্ঠপরিভুক্তযৌবনাং তাং বিলোক্য··· (কুমারসম্ভব)

(২) রতিপ্রজাগর-বিপাটলপদ্মনেত্রা···(ঋতু)
দন্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং···(ঐ)
স প্রজাগর কষায় লোচনং গাঢ়দন্তপরিতাড়িতাধরম্···(কুমার)

(৩) অন্যাশ্চিরং সুরতকেলি পরিশ্রমেণ···(ঋতু)
স্বেদং গতা প্রশিথিলী কৃতগাত্রযষ্ট্যঃ···(ঐ)
যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজালিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানামঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং···
(মেঘদূত)

(৪) চঞ্চন্মনোজ্ঞ শফরী রশনা কলাপাঃ···(ঋতু)
চটুল শফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি···(মেঘদূত)

এইরূপ বহু উপমাগত এমন কি ভাবাগত সাদৃশ্যও অজস্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাই ঋতু সংহার যে মহাকবির স্বহস্তরচিত এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

অনুবাদকালে আদিরসের অত্যধিক প্রাধান্যহেতু অনেক সময় হয় ত শালীনতার সীমা বা মাত্রা কিঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে হইয়াছে কিন্তু বিশ্বস্ততার খাতিরে কবির ভাবধারাকেই অক্ষুন্নরাখা সমীচীন মনে করিয়াছি; তবে সেই সব স্থলে আমি ভাষার গাম্ভীর্য্যে ভাবের প্রগল্‌ভতাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সার্থক হইয়াছি কিনা সুধীগণের বিবেচ্য। তবে অনুরাগী পাঠক মহাকবির মাধুর্য্যে বিগলিত ও অপূর্ব সুরছন্দে ঝঙ্কৃত ভাষা ও মনোহর রচনাশৈলীর পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্গার রসের প্রতি যৌবনের স্বাভাবিক প্রবণতা অনায়াসেই সহ্য করিতে পারিবেন বরং কিঞ্চিৎ উপভোগই করিবেন।

গ্রীষ্ম, বর্ষাদি, প্রতিটি ঋতুর বর্ণনাতেই কবির কালজয়ী প্রতিভার এবং স্বভাবকাব্যনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তবুও তাঁর হেমন্ত ও বসন্ত বর্ণনাই যেন সর্বাপেক্ষা মনোমোহকর বলিয়া মনে হয়। নিম্নে মহাকবি বর্ণিত প্রত্যেক ঋতুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি করিয়া সংক্ষিপ্ত আলেখ্য দিবার চেষ্টা করিলাম।

গ্রীষ্ম—এই দৃশ্যে কবি নিদাঘ-সন্তপ্তা ধরণীর একখানি রুক্ষ ঊষর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তীব্র পিপাসায় আকুল বন্যজন্তুরা পরস্পর হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া জলের অন্বেষণে ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিষধর সর্পের ফণার তলায় তৃষ্ণার্ত্ত ভেক আশ্রয় লইতেছে, কলাপীর পুচ্ছ-ছায়ায় অহীকুল অশ্রয় খুঁজিতেছে, বিরলপত্র তরুশাখে তৃষ্ণার্ত্ত বিহগকুল ঝিমাইতেছে, আর বনে বনে লেলিহান দাবানলশিখা ধ্বংসলীলায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

কবি কিন্তু সেই শুষ্ক ঊষরতার মাঝেই রসের ফল্গুধারার সন্ধান পাইয়াছেন। নিদাঘ জ্যোৎস্নারাতে চন্দনবারিসিক্ত ব্যজনীহস্তে, সূক্ষ্মবসনাঞ্চলে পীবর বক্ষো শোভা প্রকটিত করিয়া, কখন বা সদ্য-স্নান-সিক্ত সুরভিত কেশপাশ এলাইয়া দিয়া, ত্রিতন্ত্রীর সুললিত সুরঝঙ্কারে নৈশবাসর আমোদিত করিয়া নবযৌবনা প্রেমিকারা প্রেমিকের অন্তরে নিদ্রিত রতি-বিলাস জাগাইয়া তুলিতেছে।

বর্ষা—এ দৃশ্যে কবি বর্ষাকে এক অপূর্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সজল সঘন বরষা যেন এক বিজয়োদ্দীপ্ত নৃপতির বেশে, প্রমত্ত মেঘ-মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া, তড়িৎ-পতাকা হস্তে বজ্র-নির্ঘোষে রণদামামা বাজাইতে বাজাইতে বিশ্বভুবন প্রকম্পিত করিয়া আবির্ভূত হইতেছেন। গগন-গাত্রে নবঘনশ্যাম মেঘের কি অপরূপ শোভা—কি অপূর্ব দলিতাঞ্জন কান্তি! কেকারব মুখরিত, কলাপী-নৃত্যোচ্ছ্বাসিত কাননতল, তড়িৎ-গুণ-যুক্ত ইন্দ্রধনুশোভিত গগন প্রাঙ্গন, প্রগল্‌ভা ভ্রষ্টা নারীর মত উচ্ছল-গতি তটিনী, আর বর্ষণ-সিক্ত বনপ্রান্তরে দিগন্ত-বিস্তারি

সবুজের কি মনোমোহন সমারোহ! ইহারই ভিতর কবি তমোময়ী দুর্যোগের রাত্রে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে নগর-নটীদের অভিসার পথে নামাইয়া দিয়াছেন, নবপ্রফুল্ল বকুলমালিকায় নববধূদের কবরী সাজাইয়া দিয়াছেন, তাদের শ্রুতিমূলে নবকদম্বের দুল পরাইয়া দিয়াছেন, বিবিধ কুসুমভূষণে তাদের তনুলতা বিভূষিত করিয়া প্রিয়-মিলনে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে বিরহিনী তরুণীদের প্রিয়-বিচ্ছেদ ব্যথায় কবিচিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিও প্রোষিতভর্তৃকা দয়িতাদের সাথে সজল বরষা রাতে অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন।

শরৎ—এ দৃশ্যে মহাকবি শরৎকে যেন সরম-জড়িতা সলজ্জা নব-বধূরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁর কমনীয় চারু অঙ্গে কাশের শুভ্র বসন, বিম্বাধরে বিকসিত কমলের হাসি, চরণে কলহংসের নূপুর—আর সারা অঙ্গে আপক্ক শালিধান্যের পীতাভ গৌর বরণ। শরৎচন্দ্রের সুবিমল কিরণজালে নিশীথ গগন উদ্ভাসিত শুভ্র কুসুম কহ্লারে সরসীবক্ষ সুশোভিত, অজস্র ফুলসম্ভারে সপ্তপর্ণ তরুশাখা অবনমিত। জলহীন পবন-চালিত শুভ্র মেঘরাশি রাজরূপধারী ব্যোমমণ্ডলকে যেন চামর-ব্যজন করিতেছে, সন্তরণরত শুভ্র রাজহংসের দল সরোবরের শোভা বর্ধন করিতেছে, গোষ্ঠে গোষ্ঠে শ্যামলী, ধবলী সুচিক্কণদেহা গাভীর দল বিরাজ করিতেছে, আর সীমান্তভূমি হংস সারসের কলরবে মুখরিত হইতেছে। আকাশে এখন ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ শোভা নাই, ক্ষণপ্রভার চকিত চমক নাই—নাই মেঘদরশনে কলাপীর নৃত্যোচ্ছাস।

কবি কিন্তু তাঁর প্রিয়ার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মরালীদের গমনভঙ্গীতে দেখছেন অঙ্গনাদের ললিত গতির ছন্দ, প্রস্ফুটিত শতদলে অনুভব করছেন প্রেয়সীর চন্দ্রবদনশোভা, তটিনীর উচ্ছল তরঙ্গে দেখছেন তাদের বাঁকা নয়নের ভ্রূ-বিলাসলীলা। তিনি আরও দেখিতে পাইয়াছেন নীলোৎপলে নায়িকাদের নীল নয়নের শোভা, মত্তমরালীস্বরে শুনিতে পাইয়াছেন তাদের ভূষণ-সিঞ্জন, বাঁধুলীফুলে তাদের অধরের রক্তরাগরেখা। প্রতি ঘরে ঘরেই যেন এক একখানি শারদলক্ষ্মী প্রতিমা।

হেমন্ত—প্রাক্‌-শিশিরপর্বে হেমন্তের শুভাগমন ঘটিয়াছে। নব নব পল্লবে, বিকসিত লোধ্রকুসুমে, পক্কধান্যের সোনালী ছটায় দিক দিগন্ত ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন আর নবযুবতীরা স্তনমণ্ডলে কুঙ্কুমরাগ বিলেপন করেন না, মুক্তার মালাও ধারণ করেন না, কেয়ূর, কঙ্কন, রত্নখচিত চন্দ্রহার সবই এখন পরিত্যক্ত। নায়িকাদের অলক্তরাগরঞ্জিত চরণ-কমলে আর নূপুরসিঞ্জন শোনা যায় না। এখন

প্রমদারা আসন্ন সুরত-উৎসবে প্রমত্তা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এখন কেশপাশ ধূপসুরভিত করিয়া, বদন-কমল চন্দনের পত্রলেখায় অনুরঞ্জিত করিয়া, দারু-হরিদ্রারসে নবনীত-সুকোমল তনুলতা মার্জ্জিত করিয়া দয়িতের সাথে মিলন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

এই হৈমন্তিকী শোভা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন মহোৎসবে ভীষণ মাতিয়া উঠিয়াছেন—দৃশ্যে দৃশ্যে শুধু অফুরন্ত শৃঙ্গার রসের মাধুরী লীলা। সারা নিশি প্রিয়তমের সহিত রতি-রণে মত্ত থাকিয়া যুবতীরা ক্ষণে ক্ষণে চরম পুলকে শিহরিতা হইয়াছেন; দয়িতের প্রগাঢ় চুম্বনে, সুনিবীড় আলিঙ্গনে, নির্দ্দয় পেষণ-মর্দ্দনে পাণ্ডুর-বদনা, অবসাদ-শিথিলা হইয়া পড়িয়াছেন। প্রিয়তমের নখরাঘাতে কোমল কুচযুগ ক্ষতবিক্ষত, দশনাঘাতে ওষ্ঠাধর অতীব ক্লিষ্ট, উচ্চশব্দে হাসিবারও উপায় নাই। তবু তাদের অন্তর সুখের আবেশে বিভোর—জীবন যৌবন ধন্য—নারীজন্ম সার্থক। তারপর মিলন-রজনী অবসানে প্রমদারা বাসর-শয্যা ত্যাগ করিয়া লাজনম্রনয়নে, সরম-জড়িত চরণে বাহিরে আসিতেছেন—তাঁদের ঢলঢল যৌবনভারে টলটল তনুগাত্রে সর্বত্র রতিসম্ভোগ-চিহ্ন দেখিয়া হর্ষানুরাগে তাঁরা আরক্তবদনা হইয়া উঠিতেছেন। কেহবা সেই বাসর-শয্যা প্রান্তেই আলুলিতকুন্তলা, বিস্রস্তবসনা হইয়া তন্দ্রাবেশে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

হেমন্ত দৃশ্য বর্ণনায় কবি প্রকৃতি অপেক্ষা প্রমদাদের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। হয়ত এ সময় নিসর্গশোভায় আকর্ষণীয় তেমন কিছু খুঁজিয়া পান নাই।

শীত—এ দৃশ্যে বসুন্ধরা বিবিধ শস্যসম্পদে পরিপূর্ণা। বনপ্রান্তর ক্রৌঞ্চ-মিথুনের কলকাকলিতে পরিপূর্ণ। এখন রুদ্ধ-বাতায়ন প্রাসাদকক্ষের কবোষ্ণ পরিবেশ, উজ্জ্বল রবিকিরণ, দীপ্ত-বহ্নিতাপ, প্রগাঢযৌবনা রমণী-সম্ভোগ, উষ্ণ-বেশবাস ধারণ খুবই ভাল লাগে। নির্মল চন্দ্রকিরণ, সুশীতল সমীরণ, চন্দ্রতারকা-শোভিত নিশীথ গগনশোভা এসব আর তেমন আনন্দ দেয় না। এই ঋতুতে যুবক যুবতীরা স্বতঃই ভোগলোভী হইয়া উঠে। সুদীর্ঘকাল শৃঙ্গার-সংগ্রামেও ক্লান্তি আসে না। কামনা-মদির যুবকেরা সারা নিশি উন্মদ রতিরণে মত্ত থাকিয়া যুবতীদের দলিত মথিত করে। চরম পুলকে শিহরিতদেহা, স্বেদনিষিক্ততনু কামিনীরা প্রভাতের মৃদু শীতল সমীরে তৃপ্তি লাভ করে। এখন শীতকে পরাভূত করিবার একমাত্র উপায় কামোদ্দীপক মদিরাসেবন এবং উত্তপ্ত রমণীবক্ষের একান্ত সংস্পর্শলাভ। এসময় দিকে দিকে শুধু উচ্ছল রতি-ক্রীড়া। প্রভাতে উঠিলেই

দেখা যাইবে কোন যুবতী প্রিয়তম কর্তৃক নিজদেহ নিঃশেষে পরিভুক্ত দেখিয়া, নির্দয় আলিংগনে স্তনবৃন্ত কুঞ্চিত, আনমিত দেখিয়া—আসব মত্ততা অপগত হওয়ায় বাসক-শয়ন ত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিতেছে। নিতম্বের পুষ্পকাঞ্চী ছিন্ন-ভিন্ন, কণ্ঠের পুষ্পমালিকা দলিত মথিত, এলায়িতকেশা, বিস্রস্ত-বসনা—নগ্নগভীর নাভিদেশ লইয়া প্রস্থান করিতেছে, এবং ক্লিষ্ট, পিষ্ট, দেহ পুনরায় প্রসাধিত করিতেছে।

বসন্ত—কবি বসন্তকে বীর যোদ্ধবেশে কল্পনা করিয়াছেন। বসন্তবীর ভ্রমরপংক্তি-গুণ-সমন্বিত পুষ্পধনু, আম্রমুকুলের শর লইয়া মদন-মহোৎসবে সমাগত হইয়াছেন। ধরণীবক্ষে এখন অফুরান কুসুমের সমারোহ, অতি রমণীয় সারাটি দিনমান, রম্য গোধূলী, রজনী সুখকর।

সহকার শাখাগুলি মুকুলের ভারে আনমিত, অশোকের সারাটি অঙ্গ রক্তরাগে সমাকুল, পল্লবিনী মাধবীলতা ফুলভারে টলমল, কিংশুক-কুরুবকের বনে মত্ত মলয়ার ঢেউ, পলাশের বনে বনে লেলিহান বহ্নি-শিখা। ঋতুরাজ বসন্তের পরশে নায়িকারা মদনতাপে জরজরতনু, পুষ্পমদিরা সেবনে ঢুলুঢুলু আঁখি, অস্ফুটবাক্। তাদের দেহ আবেশে এলায়িত, নিবী-বন্ধন শিথিল, অঙ্গ-আবরণ স্খলিত—তারা প্রায় নগ্নিকা অবস্থায় প্রিয়তমের বক্ষে ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহাদের পত্র-লেখা শোভিত বিম্বাধরে, শুভ্র সমুন্নত দুটি স্তনাভ্যন্তরে বিন্দু বিন্দু ঘর্মরাজি অঙ্গজাত মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার উপর কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলের কুহুতান, ভ্রমর-বৃন্দের মধুগুঞ্জন, মৃদু মৃদু মলয় পবন—সব একত্রে মিলিয়া সংযতচিত্ত মুনিঋষিদেরও মন হরণ করিয়া লইতেছে—কামনাকুলিত চিত্ত যুবকদের কথা কি বলিব।

ঋতুরাজ বসন্ত-সহচর কাম হস্তে কিংশুক পুষ্পের ধনু লইয়া, তাহাতে আবার অলিপংক্তির গুণ এবং আম্রমুকুলের শর আরোপিত করিয়া, মলয়রূপ মত্তকরীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সুধাংশুরূপ ছত্র মস্তকে ধারণ করিয়া এবং পিকবরের স্তুতিগীতে বন্দিত হইয়া বিশ্ব বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। ঋতুরাজ সবার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

এইখানে মহাকবি কালিদাস তাঁর ঋতুসংহার গীতিকাব্যের যবনিকা টানিয়াছেন।

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে অবনত মস্তকে স্বীকার করি যে কালিদাসের মত একজন বিশ্ব-বন্দিত মহাকবির কাব্যের সুষ্ঠু অনুবাদ সাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কদাচ সম্ভব নহে। তবু সাধ্যমত তাঁর মূল রচনাকে অক্ষত রাখিয়া অত্যন্ত বিনতভাবে

তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি এবং মূলের ভাবগত এবং যতদূর সম্ভব ভাষাগত রসধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তবু অনুবাদ অনুবাদই, তাহা কখনই মূলের সমকক্ষ হইবার স্পর্ধা করিতে পারে না। কাব্যানুরাগী পাঠক সংস্কৃত অনুবাদপাঠে যদি কালিদাসের ভাবধারার কিঞ্চিৎমাত্র রসাস্বাদও করিতে পারেন তবেই নিজের শ্রম ও অধ্যবসায় সার্থক বলিয়া মনে করিব।

পরিশেষে মহাকবির দুইখানি সুললিত গীতিকাব্য একত্রে গ্রথিত করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য আমি আমার আবাল্য সুহৃদ শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় এবং শতরূপার কর্ণধার সোদরোপম শ্রীনির্মলকুমার খাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁরা এর সবটুকু কৃতিত্বেরই দাবী করিতে পারেন। তাঁদেরই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় আমার এই সাহিত্য প্রচেষ্টা ফলবতী হইল। এ ঋণ অপরিশোধ্য।

অলমতি বিস্তরেণ—

"কিরণ-ভিলা"
কদমতলা, হাওড়া

শ্রীঅমরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়
(কাব্যতীর্থ)

মেঘদূত

(পূর্ব্বমেঘ)

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥ ১ ॥

১

অলকাধিপতি কুবের-কাননে মালী ছিল এক যক্ষ,
প্রণয়-কূজনে নিরত সদাই, কাজে নাহি ছিল লক্ষ্য।
সে কারণে নাশি' মহিমা তাহার শাপ দিলা প্রভু তারে,
ভুঞ্জিতে হবে একটি বরষ বিরহের গুরুভারে।
বাঁধিল সে বাসা রামগিরিশিরে বিরহ-ব্যথিত প্রাণে,
তরু-ছায়া-ঘেরা পুণ্যসলিলা জনকতনয়া স্নানে ॥

*

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥

২

সেই গিরিশিরে একে একে যবে কেটে গেল আট মাস,
কান্তা-বিরহে জ্বরজ্বর তনু ফেলে সে দীর্ঘশ্বাস।
ক্ষীণ কর হ'তে সোনার বলয় হেলায় পড়িল খসি',
সুদূর গগনে খোঁজে সে প্রিয়ারে রামগিরিশিরে বসি';
হেরি' আষাঢ়ের প্রথম দিবসে ঘন মেঘ সমাগত
ভাবিল যক্ষ গজরাজ বুঝি উৎখাতকেলিরত ॥

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো—
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজ-রাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথা-বৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩ ॥

৩

সহসা সমুখে হেরিয়া সে মেঘে প্রিয়ারে পড়িল মনে ;
কার চিত্ত নাহি হয় উতলিত মেঘরাজি দরশনে।
কোনমতে হায় রুধি' আঁখিজল ভাবে রাজ-অনুচর
প্রিয়জন সাথে মিলিয়া যাহারা সুখস্রোতে সঞ্চর,
তাদেরও হৃদয় মেঘ দরশনে কত উঠে ব্যাকুলিয়া,
বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত যে জন, কেমনে ধরে সে হিয়া ॥

*

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতি-প্রমুখ-বচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪

৪

আসিছে শ্রাবণ ঘন ঘোর মেঘে ধরণীরে আঁধারিয়া,
প্রিয়তমা মোর দয়িত বিহনে কেমনে ধরিবে হিয়া!
বিরহ-অনলে ত্যজিবে পরাণ প্রাণাধিকা সহচরী
না যদি পাঠাই কুশল বার্ত্তা জলদে বাহন করি'।
কুটজ-কুসুমে সাজায়ে অর্ঘ্য প্রাণের আকুতি ভরে
প্রেমপ্রীতিমাখা মধুর বচনে তুষিল সে জলধরে ॥

ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ ৫ ॥

৫

ধূম, বারি, আলো বাতাসেতে গড়া কোথা মেঘ অচেতন,
কোথা সচেতন ইন্দ্রিয়ে পটু প্রাণীদের বিবরণ ;
বারেকের তরে একথা যক্ষ ভাবিল না মনে মনে
ব্যগ্রতা হেতু ভুলি' গেল ভেদ চেতনে ও অচেতনে।
নিষ্প্রাণ মেঘে জানাল যক্ষ সকাতর আবেদন
জীবে নির্জীবে কোন ভেদাভেদ বোঝে কি কামুকজন ॥

*

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোহহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধ-কামা ॥ ৬ ॥

৬

ভুবন-বিদিত পুষ্করকুলে জন্ম তোমার জানি,
ইন্দ্র-সেবক বহুরূপী তুমি একথাও মনে মানি।
বিধাতা বিমুখ বহু দূরদেশে পড়ে আছে সহচরী,—
তাই তো তোমার কাছে ওগো! মেঘ প্রার্থনা আমি করি,—
মহতের কাছে প্রার্থনা ভাল না হলেও ফলোদয়—
অধমের কাছে ঈপ্সিত-লাভ—সে তো কভু ভাল নয় ॥

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ ! প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতি-ক্রোধ-বিশ্লেষিতস্য ।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিত-হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা ॥ ৭ ॥

৭

কুপিত কুবের প্রিয়াপাশ হ'তে দিয়েছে নির্বাসন
তব পাশে তাই লইনু শরণ, হে জলদ ! সে কারণ ;
তাপিত জনের আশ্রয় তুমি ! এ মিনতি জলধর
মোর সমাচার লয়ে অলকায় যাও তুমি সত্বর ;
যক্ষপুরীর বহিরুদ্যানে আছে শিব মহাবলী,
তাঁহারি ললাট চন্দ্রকিরণে ধৌত হর্ম্ম্যাবলী ॥

*

ত্বামারূঢ়ং পবন-পদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

৮

বায়ুপথে যবে উড়ে যাবে তুমি ধীর মন্থর গতি
পথিক বধূরা তুলিয়া অলক চাহিবে তোমার প্রতি ;
হেরিয়া তোমারে পাবে আশ্বাস—পতিরে পাইবে পাশে ।
তাই তুমি যবে নবঘনবেশে দেখা দাও নীলাকাশে—
বিরহ-বিধুরা প্রেয়সীর দুখে কেবা রহে উদাসীন ;
আমার মতন—ওগো কালো মেঘ !—নহেক যে পরাধীন

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ। *
গর্ভাধান-ক্ষণ-পরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়ন-সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥

৯

ধীরে ধ'রে তুমি ভেসে চলে যাবে অনুকূল বায়ুভরে ;
তৃষিত চাতক তুষিবে তোমায় মিলিত মধুর স্বরে ;
আসিলে তাদের গর্ভের কাল মালা বেঁধে উড়ে চলে,
বলাকার শ্রেণী মনোহর বেশে দূর গগনের তলে ;
তোমারি সেবায় নিয়োজিত তারা ওগো ! প্রিয় দরশন,-
অভ্যাসবশে সেবকের মত করিবে আপ্যায়ন ॥

*

তাঞ্চাবশ্যং দিবস-গণনাতৎপরামেকপত্নী—
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥ ১০ ॥

১০

সত্বরগতি চলে যাও মেঘ ! ভ্রাতৃজায়ার কাছে,
দিন গুণে গুণে পতিব্রতা সে কোনমতে বেঁচে আছে।
দূর অলকায় যক্ষ-কুটীরে যাপিছে সে নিশিদিন ;
দেখিতে পাইবে তাহারে বন্ধু ! বিরহেতে তনুক্ষীণ।
ফুলের মতন রমণী হৃদয় আশা লয়ে বেঁচে থাকে
'লে সে আশা দুঃসহ ব্যথা গ্রাস ক'রে নেয় তাকে ॥

* চাতকস্তোয়গৃধ্নুঃ—অন্যত্র এইরূপ পাঠ দেখা যায়

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আ কৈলাসাদ্ বিস-কিশলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

১১

পরশে তোমার হইবে শ্যামল উষর ধরণীতল,
সিক্ত মাটির বক্ষে জাগিবে ভেকের ছত্রদল;
শ্রুতিসুখকর শুনি' তব নাদ মরালীরা চঞ্চল
উড়িয়া চলিবে মানসের পথে ওষ্ঠে কমল-দল;
কৈলাসাবধি সাথী হবে তারা, কহিবেক কত কথা
ঘুচাতে তোমার সুদূর পথের দুঃসহ নীরবতা ॥

*

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥ ১২ ॥

১২

জগৎ-পূজ্য রঘুপতিপদ আঁকা যার মেখলায়—
তুঙ্গম সেই রামগিরি পাশে জলদ! লয়ো বিদায়;
প্রিয়সখা তব, ভুলিও না তারে করিতে আলিঙ্গন
প্রতি বরষায় তোমা সাথে তার সুনিবিড় আলাপন।
নব বারিধারা ঢেলে দাও যবে পর্বত-সানুদেশে
হৃদয়-নিহিত স্নেহরস তার উছসে বাষ্পবেশে ॥

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বংপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্র-পেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥ ১৩ ॥

১৩

কোন পথ ধরে যাবে অলকায় কহি, কর অবধান,
তারপরে শোন সুমধুর মম সমাচার মতিমান্!
চলিতে চলিতে পথশ্রমে তব যখনি আসিবে শ্রান্তি
পর্বতচূড়ে পদ রাখি সখা! জুড়ায়ো পথের ক্লান্তি,
সুদীর্ঘ পথ সঞ্চরি' যদি হ'য়ে পড় পিপাসিত—
স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ সলিলে শান্ত করিও চিত ॥

*

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি—
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥ ১৪

১৪

প্রবল তোমার উৎসাহ হেরি' অপ্সরী, কিন্নরী
তুলিয়া বদন হেরিবে তোমায় মুগ্ধ নয়ন ভরি';
ভাবিবে পবন উড়াইবে বুঝি পর্বতচূড়া শেষে!—
তাহাদের ছেড়ে চলে যেয়ো সেই আর্দ্র বেতের দেশে;
সেথা হ'তে যেয়ো সোজা উত্তরে এড়ায়ে পথের ধাঁধা
দিকে দিকে আছে দিঙ্নাগ কত শুঁড় তুলে দেবে বাধা

রত্নচ্ছায়া-ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫॥

১৫

বল্মিক-স্তূপ ভেদি রামধনু শোভিবে গগন গায়ে,
শত বরণের মণিময় আভা ঝলকিবে তব কায়ে ;
শ্যামতনু তব উছলি উঠিবে মোহন কান্তি পেয়ে
মুগ্ধ নয়নে বিশ্ব জগৎ রবে তোমা পানে চেয়ে।
নবঘনশ্যাম মুরতি তোমার শোভায় উঠিবে ভরি'
গোপবেশে যেন দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শিরে শিখিপাখা ধরি' ॥

*

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতি-স্নিগ্ধৈর্জনপদবধূ-লোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬

১৬

কর্ষিত ভূমি হবে সুশ্যামল তোমার পরশ পেয়ে,
জনপদবধূ তৃষিত নয়নে রবে তোমা পানে চেয়ে
সরল গ্রাম্য কৃষক-বধূরা—ভ্রূবিলাসে নাই শান্
প্রীতি-সুধামাখা আঁখির দিঠিতে তোমারে করিবে পান।
হল-কর্ষিত মাটির গন্ধে সুরভিত মাল ভূমি
পশ্চাতে রাখি' ধীর লঘুপদে উত্তরে যেয়ো তুমি ॥

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধা
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোহপি প্রথম-সুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥ ১৭ ॥

১৭

অঝোরে ঝরিবে তব ধারাজল আম্রকূটের শিরে,
নিদাঘ-দগ্ধ বনরাজি পুনঃ শ্যামলিমা পাবে ফিরে;
সেই কথা স্মরি পুলকিত গিরি ধরিয়া শ্যামল বেশ
মাথার উপর বসায়ে তোমারে নাশিবে পথের ক্লেশ।
বন্ধু মাগিলে বন্ধু-শরণ কেবা থাকে উদাসীন,
মহতের কথা ছেড়ে দাও সখা! হোক না সে দীনহীন ॥

*

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ—
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণী-সবর্ণে
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ॥

১৮

শোভিছে আম্রকানন কুঞ্জ পর্বত সানুদেশে
পক্ক ফলের সোনালী ঝলকে শোভনা মোহিনী বেশে।
তুমি যবে সেই পর্বতচূড়ে দেখা দিবে চুপে চুপে
বেণীর মতন চিক্কণকৃষ্ণ নবজলধর রূপে
মনে হবে যেন দেব-দম্পতী দরশন-মনোহর
শ্যামল-বৃন্ত, পাণ্ডুরভূমি পৃথিবীর পয়োধর ॥

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূ-ভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গ-দ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥

১৯

যাপি' ক্ষণকাল সে মধুকুঞ্জে পর্বত সানুদেশে,—
বনের বধূরা ভ্রমিছে যেথায় মনোরম পরিবেশে—
ত্যজি' জলভার দ্রুতগতি যাও নূতন পথেতে যদি
হেরিবে সমুখে বিন্ধ্যগিরির পাদমূলে এক নদী
শিলাপথ বাহি' চলিয়াছে রেবা ক্ষীণ স্রোতখানি বাঁকা
গজরাজ গায়ে বিবিধ বর্ণে আলপনা যেন আঁকা ॥

*

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি—
র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ ।
অন্তঃসারং ঘন ! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥

২০

জম্বুকুঞ্জে ঢেউ দিয়ে যায় সে নদী কলস্বরা
সলিল তাহার বনগজমদে তীব্র সুরভি-ভরা ।
বরষণ শেষে সেই রেবা-বারি প্রাণভরে কোরো পান
বাড়িবে শক্তি, লভিবে সাহস, হবে তুমি সারবান ;
নারিবে পবন হারাতে তোমায়—মানিবে সে পরাভব ;
রিক্ততা শুধু লঘুতাই আনে, পূর্ণতা গৌরব ॥

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ—
রাবির্ভূত-প্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১ ॥

২১

হরিতে হিরণে আধ-বিকশিত নব কদম্বরাজি
হেরিয়া মুগ্ধ যে সব মৃগেরা বিবিধ বর্ণে সাজি'
বন-হ্রদ-তীরে তাজা মুকুলিত ভূমিচম্পক-মূল
চর্বণ করে মনের হরষে আরণ্য মৃগকুল
বন্যমাটির মৃদু সুগন্ধে পুলকিত হয় যারা—
তাহারা তোমায় দেখাইবে পথ, যদি হও পথহারা ।।

*

অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥ ২২ ॥

২২

বৃষ্টি বিন্দু গ্রহণে চতুর হেরিয়া চাতক দলে
কিন্নর সহ কত কিন্নরী ভ্রমে সেই বনতলে—
গুণিয়া গুণিয়া দেখায় তাদের শুভ্র বলাকাসারি
সহসা কর্ণে পশে যবে আসি' তব গর্জন ভারি
ভীতা সখীগণ বাঁধে সখাদের নিবিড় আলিঙ্গনে
তাইত ত তাহারা তুষিবে তোমায় মধুর সম্ভাষণে ॥

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভ-সুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্‌ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ ২৩ ॥

২৩

জানি সখে! তুমি মোর প্রিয় কাজে দ্রুত চলিয়াছ আজি,
তবু মনে হয় পথে পথে আছে কত পর্বতরাজি,—
কত সুরভিত কুসুম শোভিছে তাহাদের শিরোভাগে
কিছুকাল তুমি না কাটায়ে সেথা, যেতে কি পারিবে আগে?
কেকারব তুলি' শিখীরা জানাবে স্বাগত সম্ভাষণ
সজল নয়নে চা'বে তোমা পানে—দ্রুত কারো পলায়ন ॥

*

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ—
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুল-গ্রাম-চৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফল-শ্যাম-জম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়ি হংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৪ ॥

২৪

তব আগমনে দশার্ণগ্রাম পুলকে উঠিবে মাতি'
মানসাভিমুখী হংসেরা সেথা কাটাবে কয়েক রাতি।
ফোটা কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা উপবন হবে শান্ত,
পক্ক জম্বু বর্ণেতে হবে রঞ্জিত বনপ্রান্ত,
পথতরুশাখে কাক-শালিকের নীড়বাঁধা কলরবে
মুখরিত হবে গ্রামপথগুলি—তুমি দেখা দিবে যবে

তেষাং দিক্ষু প্রথিত-বিদিশা-লক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিত-সুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ॥ ২৫ ॥

২৫

ভুবন-বিদিত বিদিশা নগরী রাজধানী সেথাকার
সেখানে পাইবে কামোপভোগের শত শত উপচার ;—
ঘাটে ঘাটে কত রূপসী তরুণী কলরবে মুখরিত,
তটের প্রান্তে বাঁকা ভুরুগুলি স্রোতজলে বিম্বিত ;
চঞ্চল-স্রোতা বেত্রবতীর স্বচ্ছ মধুর বারি
পান ক'রে তুমি লভিবে তৃপ্তি একথা বলিতে পারি ॥

*

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো—
স্তৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্য-স্ত্রী-রতিপরিমলোদ্‌গারিভির্নাগরাণা—
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৬

২৬

নীচৈ পাহাড় সমুখে তাহার—নামিয়া শিখরে তার
ক্ষণ-বিশ্রামে দূর কোরো সখা। পথের ক্লান্তিভার।
তোমার পরশে শিহরি উঠিবে কদম্ব ফুলরাজি,
দেখিবে সেথায় বারবনিতারা কুসুমভূষণে সাজি'
দেহ-পরিমলে শিলাগৃহতল করিয়াছে আমোদিত,
যৌবন-মদে মত্ত নাগর রতি-রণে নিয়োজিত ॥

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বন-নদী-তীরজাতানি সিঞ্চ—
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৭

২৭

ভুঞ্জি' সে শোভা কামনা-মদির, শ্রান্তি করিয়া দূর
যেয়ো নদী-তীরে ফুটিয়াছে যেথা যূথিকা সুপ্রচুর ;
নব জলকণা ছিটাইয়া দিও যূথিকাকলির মুখে
পুষ্পচয়নে রত তরুণীরা চাহিয়া দেখিবে সুখে ;
গণ্ডে তাদের ঝরে স্বেদবারি, মলিন কর্ণ-কলি,
আননে তাদের ছায়া ফেলে সখা ! যেয়ো উত্তরে চলি' ॥

*

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোহসি ॥ ২৮

২৮

উত্তরে যেতে যদিও তোমার পথ বেঁকে যায়,—তবু
উজ্জয়িনীর প্রাসাদমালারে ভুলিয়া থেকো না কভু,
সৌধশিখরে কত পুরনারী আয়ত নয়ন বাণে
চল চপলার চকিত চাহনি হানিবে তোমার পানে
সে নয়নবাণে যদি চিত্ত তব নাহি হয় পুলকিত
দুর্ভাগা তুমি ! জীবন তোমার নিদারুণ বঞ্চিত ॥

বীচিক্ষোভ-স্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুনায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥ ২৯ ॥

২৯

সমুখে ছুটেছে প্রমত্তা নদী নির্বিন্ধ্যা সে নাম,
ঢেউএর আঘাতে বিহগ-কূজনে বাজিছে কাঞ্চীদাম।
স্খলিত-বসনা যুবতীর মত দেখায় ঘূর্ণি-নাভি
হেরি' সে দৃশ্য রসের সাগর হৃদয়ে উঠিবে প্লাবি'।
নবীনা প্রেমিকা জানাতে আপন নব অনুরাগ যথা
ছলা, কলা আর আভাষে জাগায় প্রেমিকের বিহ্বলতা॥

*

বেণীভূতপ্রতনুসলিলা২সাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥ ৩০ ॥

৩০

তোমারি বিরহে সে তটিনী আজ শুষ্ক, মলিন, দীন,
বিশীর্ণ-তনু, বেণীর মতন জলধারা অতি ক্ষীণ;
তটজ তরুর স্খলিত পত্রে পাণ্ডুর কলেবর,
তোমারি বিরহে সে দশা তাহার—জানিও ভাগ্যধর!
কতকাল পরে নবীন আষাঢ়ে হোলে তব আগমন
কেটে যায় যাতে কৃশতা তাহার কোরো তার আয়োজন

প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্ ।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥ ৩১ ॥

৩১

সম্মুখে পাবে সুবিশাল পুরী অবন্তী-রাজধাম
ধন, জন, মানে, সুখে সম্পদে উজ্জয়িনী সে নাম
স্বর্গবাসীরা সুকৃতির শেষে নেমে এসে ধরাতলে
সৃজিয়াছে এই পবিত্র ভূমি শেষ পুণ্যের বলে।
গ্রামবৃদ্ধেরা কথায় নিপুণ, জ্ঞানবান, গুণবান,
ধরামাঝে এক স্বর্গখণ্ড শোভিতেছে দ্যুতিমান ॥

*

দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ ॥ ৩২ ॥

৩২

প্রত্যূষে সেথা শিপ্রা-সমীর কমলগন্ধ মাখি'
আমোদিত করি' তোলে দশদিশি মধুসৌরভে ঢাকি'।
সারস-কূজন দূর দূরান্তে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে
মিলন-ব্যাকুল দয়িতের মত তোষণ-মধুর স্বরে।
শৃঙ্গার-রণে ক্লান্ত প্রিয়ার মুছে নেয় সব ক্লান্তি—
শীতল পরশে জুড়াইয়া দেয় রমণ-জনিত শ্রান্তি ॥

জালোদ্‌গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কার-ধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্মেষস্যাঃ কুসুম-সুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতা-পাদ-রাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩৩ ॥

৩৩

কেশ-প্রসাধনে রতা নাগরীর কেশের গন্ধ সনে
ধূপ-সৌরভ তুষিবে তোমায় বাহিরিয়া বাতায়নে।
ভবন-শিখীরা তোমারে হেরিয়া নাচিবে পুচ্ছ তুলি'
কুসুম-ভূষণা পুর-ললনারা চেয়ে রবে সব ভুলি'।
মনি-কুট্টিমে ভাতিবে তাদের রক্তিম পদশোভা
দূর কোরো পথশ্রান্তি নেহারি দৃশ্য সে মনোলোভা

*

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতি-স্নান-তিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৪

উজ্জয়িনীর নগরপ্রান্তে গন্ধবতীর তীরে
যেও একদিন ত্রিজগৎগুরু শঙ্কর মন্দিরে।
নব ঘন নীল কান্তি তোমার প্রভুর কণ্ঠ সমা
মুগ্ধ নয়নে প্রমথেরা তাই সাদরে হেরিবে তোমা।
পাশে উদ্যান পদ্মপরাগ-সৌরভে মনোহরা
জলকেলিরতা যুবতীগণের দেহ

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর ! মহাকালমাসাদ্যকালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া—
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্ ॥ ৩৫ ॥

৩৫

আর একদিন যদি যাও তুমি মহাকাল-মন্দিরে
অপেক্ষা কোরো সেথায় বন্ধু ! সন্ধ্যা অবধি ধীরে ;
সন্ধ্যারতির মধুর লগ্নে—বিবিধ বাদ্য সনে
মিশ্রিত কোরো কণ্ঠ তোমার ঘন ঘোর গর্জ্জনে ;
শুনি সেই ধ্বনি হবেন তৃপ্ত মহাকাল শূলপাণি,
তুমিও লভিবে অমোঘ পুণ্য নিশ্চয় আমি জানি ॥

*

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখ-পদ-সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৬ ॥

৩৬

নাচে তালে তালে দেবদাসীগণ মন্দির চত্বরে,
বাজে রিনি ঝিনি মেখলা তাদের গুরু নিতম্ব'পরে ;
রত্ন-খচিত চামর ব্যজনে ক্লান্ত শিথিল হাতে
তব জলকণা পড়িবে ঝরিয়া নিঠুর নখরাঘাতে
বাঁকা নয়নের কটাক্ষ তারা হানিবেক বারে বারে
মনে হবে যেন মধুকরশ্রেণী উড়িছে দীর্ঘসারে ॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ৩৭ ॥

৩৭

আরতির পরে প্রলয়-নৃত্যে মাতিবেন নটরাজ
ঊর্ধে তুলিয়া সুবিশাল বাহু তরুসম বনমাঝ ;
নব-বিকশিত রক্ত জবার দীপ্ত বরণ সম
লয়ে দেহখানি সান্ধ্য রবির পরশেতে অনুপম
শোনিত-আর্দ্র নাগ চর্ম্মের বাসনা মিটায়ো তাঁর
হেরি' তব শিব-ভক্তি শান্ত হবে চিত্ত গিরিজার ॥

*

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষ-স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ৩৮

৩৮

নগর-নটীরা চলে অভিসারে ঘন তমোময়ী রাতে
আলোক-বিহীন রাজপথ ধরি' সচকিত আঁখিপাতে ;
দেখাইও পথ ঝলকি' তড়িৎ নিকষ কনক সম,
গুরু গর্জ্জনে কাঁপায়ো না ধরা—এই অনুরোধ মম।
অবলা কোমলা রমণী তাহারা সদা সশঙ্কপ্রাণ
বর্ষণ হ'তে বিরত থাকিয়া রেখো তাহাদের মান ॥

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৯

ক্লান্ত তোমার বিদ্যুৎ-প্রিয়া ঘন ঘন শিহরণে,
কোন ভবনের শিখরে যামিনী যাপিও তাহারি সনে;
কপোতের দল নিদ্রিত সেথা—ঘুমায়ো তাদেরই সাথে
শেষ পথে পুনঃ করিও যাত্রা তপন উদিলে প্রাতে।
বন্ধুর কাজে নিয়োজিত যারা বন্ধুর অনুরোধে
তাহারা কি কভু নিবৃত্ত হয় সাময়িক প্রতিরোধে ॥

*

তস্মিন্ কালে নয়ন-সলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥ ৪০ ॥

৪০

অভিসার শেষে প্রণয়ীরা যবে নিজ গৃহে ফিরে আসি'
খণ্ডিতা সব প্রেয়সীগণের মুছাবে অশ্রুরাশি;
ছেড়ে দিও তুমি অরুণের পথ,—তিনিও ফিরিয়া এসে
কমল-আঁখির শিশির-অশ্রু মুছাবেন ভালবেসে;
তপনের পথ রোধ করি সখা! নিজ দেহ আবরণে
বিদ্বেষভাগী হবে তুমি তাঁর, বল, কেন অকারণে ॥

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্ ।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-
ন্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪১ ॥

৪১

সদা-প্রসন্ন চিত্তের মত স্বচ্ছ সলিলে ভরা
গম্ভীরা বুকে বিম্বিত হ'য়ে ছায়ারূপে দিও ধরা ।
বহুদিন পরে হেরিয়া তোমারে ভুবনমোহন বেশে
উছলি উঠিবে তটিনী-বক্ষ,—চাহিবে সে মৃদু হেসে ।
কুমুদ-শুভ্র শফরী আঁখিতে চেয়ে রবে তোমা পানে
নিরাশ কোরো না তাহারে বন্ধু ! তব প্রেমবারি দানে

*

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবাণীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্ ।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে। লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪২ ॥

৪২

দেখিবে সে নদী তোমারি বিরহে পড়ে আছে ক্ষীণ স্রোতে
সলিল-বসন পড়েছে খসিয়া তট-নিতম্ব হ'তে ;
নগ্ন জঙ্ঘা ঢাকিবার তরে বেতস লতিকাগুলি
যেন সে স্খলিত সুনীল বসন টানিয়া নিতেছে তুলি' ।
ছাড়িয়া তাহারে তাড়াতাড়ি সখা ! যেতে কি পারিবে হায় !
বিবৃত-জঘনা নারীরে ত্যজিয়া সহজে কি যাওয়া যায় ॥

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিত-সুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥ ৪৩ ॥

৪৩

গম্ভীরা ছাড়ি যেয়ো দেবগিরি চম্বল নদীতীরে
বর্ষণ-স্নাত পুলকিত ধরা তিতিছে বৃষ্টি-নীরে ;
মাটির গন্ধে সুরভিত বায়ু গজেরা করিছে পান
নাসিকা রন্ধ্রে বাজে বৃংহিত, আবেশতৃপ্ত প্রাণ ;
সজল বাতাসে কাননে কাননে ডুমুর উঠেছে পাকি'
বহিছে শীতল সুখ সমীরণ তাহারি গন্ধ মাখি' ॥

*

তত্র স্কন্দং নিয়ত-বসতিং পুষ্পমেঘী কৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গা-জলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা—
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৪ ॥

৪৪

রক্ষা করিতে বাসবীয় সেনা শঙ্কর ত্রিলোচন
হুতাশন মাঝে যে তীব্র তেজ করিলা নিক্ষেপণ,
যে তেজের কাছে আদিত্য-তেজ পরাভবে পরিম্লান,
সেই তেজোভূত ষড়ানন সেথা নিত্য বিরাজমান।
পুষ্প আকার ধরিয়া তাঁহারে তৃপ্ত করিও স্নানে
ব্যোমগঙ্গার সলিল-সিক্ত কুসুম-অর্ঘ্য দানে ॥

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্র-প্রেম্ণা কুবলয়-দল-প্রাপি কর্ণে করোতি
ধৌতাপাঙ্গং হর-শশি-রুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণ-গুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথা ॥ ৪৫ ॥

৪৫

ময়ুর-বাহন দেব ষড়ানন গর্ব্বিত শিখী তাঁর
চন্দ্রশেখর ললাট-কিরণে শুভ্র নয়ন যার
স্বয়ং গৌরী কুমারের স্নেহে কমলে তুচ্ছ করি'
চন্দ্রক-আঁকা পুচ্ছ যাহার কর্ণে রাখেন ধরি'
নাচায়ো তাহারে শোভন নৃত্য-ভঙ্গিতে নব নব
মন্দ্রিত করি' শৈলমেখলা গুরু গর্জ্জনে তব ॥

*

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্ বীণিভির্মুক্তমার্গঃ ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্ ॥ ৪৬ ॥

৪৬

শরবন-জাত দেব ষড়াননে পুজিয়া ভক্তিনীরে
দেবগিরি ছেড়ে চলে যেও মেঘ ! চম্বল নদীতীরে ;
দেখিবে সেথায় বীণাহাতে যত কিন্নর কিন্নরী
বরষণ ভয়ে সরিয়া দাঁড়াবে তব পথ পরিহরি' ।
রন্তিদেবের কীর্ত্তি-প্রবাহ গোমেধ-জাত সে নদী,
পরশ করিও পূত বারি তার ভক্তিতে নিরবধি ॥

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্ ।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী—
রেকং মুক্তাগণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৭ ॥

৪৭

দূর হ'তে হেরি' গগনবিহারী সিদ্ধ যক্ষগণ
বিপুলা নদীরে ক্ষীণকায়া বলি' করিবে নিরীক্ষণ ;
গুচ্ছে গুচ্ছে শ্বেতফেনরাজি সুশোভিত চারিধারে
মনে হবে যেন বসুধা-কণ্ঠে গ্রথিত মুক্তাহারে ;
মাঝে বিম্বিত কৃষ্ণের মত ঘনশ্যাম রূপ তব
দীপ্ত ইন্দ্রনীলমণি সম শোভা পাবে অভিনব ॥

*

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাম্ ।
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্ ।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূ-নেত্র-কৌতূহলানাম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৮

সে নদীর পারে দশপুরধাম, সেথা কুলবধূ সবে
ঊর্ধে তুলিয়া হরিণী নয়ন তোমা পানে চেয়ে রবে
সারি সারি কালো আঁখিতারাগুলি শুভ্র নয়নকোণে
মধুপেরা যেন ছুটিয়া চলেছে কুন্দকুসুম বনে ;
তাহাদের সেই তৃষিত আঁখির সম্মুখভাগে এসে
বারেকের তরে দাঁড়ায়ো বন্ধু ! ভুবন-ভোলানো বেশে ॥

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৪৯ ॥

৪৯

পশ্চাতে রাখি' দশপুরধাম কিঞ্চিৎ হেলি' বামে
সম্মুখে পাবে কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তধামে ;
সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যে সে দেবভূমি
যেথা একদিন গাণ্ডীব হাতে মহাবীর ফাল্গুনী
রাজন্যগণে করিলা ধ্বংস হানি শত শিত শর
তুমি কর যথা ধারা বরিষণ কমলদলের' পর ॥

*

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতী-লোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-
মন্তঃ শুদ্ধস্ত্বমসি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫০ ॥

৫০

রেবতী-লোচন-বিম্বিত অতি মনোমত সুরা ছাড়ি'
বন্ধুতা বশে সমরে বিমুখ বলরাম হলধারী
করিতেন পান সরস্বতীর পূত পবিত্র নীর
হে সৌম্য। তুমি ভুলিয়ো না তারে, স্মরণে রাখিও স্থির।
নির্ম্মল কোরো অন্তর তব পিয়া সেই নদী-বারি
বাহিরেতে তুমি রইবে কেবল কৃষ্ণবর্ণধারী ॥

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্র-ভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা ॥ ৫১ ॥

৫১

হেরিবে সমুখে শোভে কন্‌খল অতি মনোরম বেশে
তুমুলোচ্ছ্বাসে নামিছে গঙ্গা হিমালয় সানুদেশে
সগর বংশ তারিতে স্বর্গ-সোপানসরূপ ধরি'
জহ্নু-কন্যা গৌরী-ভ্রুকুটি হেলায় তুচ্ছ করি'
সফেনভঙ্গে ছড়ায়ে পড়িছে অট্টহাস্য করি'
ঊর্ম্মিহস্তে চন্দ্রহসিত ধূর্জ্জটী-কেশ ধরি' ॥

*

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিক-বিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২ ॥

৫২

স্ফটিক-স্বচ্ছ নির্মল বারি করিতে চাহিলে পান
লম্বিত হ'য়ে আকাশের বুকে হয়ো সখা! আগুয়ান;
সুর-গজ সম দেহখানি তব প্রসারিয়া স্রোতোপরি
স্নিগ্ধ ছায়ায় তটিনী বক্ষ তুলিও শ্যামল করি'।
মনে হবে যেন শুভ্রা গঙ্গা নীল যমুনার সাথে
অস্থানে আসি' মিলিয়াছে দোঁহে অভিরাম সুষমাতে ॥

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়ন-বৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্ ॥ ৫৩

৫৩

কস্তুরীমৃগ নাভি-সৌরভে আমোদিত শিলাতল
শুভ্র তুষারে চিরসমাহিত তুঙ্গ সে হিমাচল ;
শির হ'তে যার জাহ্নবীধারা নামিতেছে অবিরাম
শ্রান্ত পথিক! সেই গিরিশিরে নিয়ো ক্ষণ-বিশ্রাম ;
শোভা পাবে তব শ্যাম রূপখানি শৈলশীর্ষ' পর
পঙ্কলিপ্ত শৃংগেতে যেন শ্বেত হর-বৃষবর ॥

*

তঞ্চেদ্ বায়ৌ সরতি সরল-স্কন্ধসংঘট্ট জন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিত-চমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ
রাপন্নার্ত্তি প্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥ ৫৪

৫৪

লক্ষ লক্ষ সরল বৃক্ষ সংঘাতে লভি' কায়
ঘোর দাবানল দিকে দিকে যবে ধ্বংসের কাজে ধায়
স্ফুলিঙ্গ উড়ি' করে বিদগ্ধ চমরীর কেশভার
হিমাদ্রি বুকে জেগে ওঠে যবে আর্ত্তের হাহাকার
শমিত করিও সেই দাবাগ্নি অজস্র বারিদানে
মহতের ধন নিয়োজিত সদা আর্ত্ত-বিপদ ত্রাণে ॥

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্ ।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥ ৫৫ ॥

৫৫

বাধাহীন পথে হিমালয়বাসী ভীমদেহী মহাবল
উল্লম্ফনে ধেয়ে আসে যদি আদিম শরভ-দল,
চূর্ণ করিও অঙ্গ তাদের বরষিয়া শিলাবারি
কম্পিত করি' সারাটি গগন গর্জন সাথে তারি ।
অহেতুক যারা বৃথা কাজে করে যত্নের অপচয়
কেবা নাহি জানে ঘটে তাহাদের পদে পদে পরাজয়

*

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সংকল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৫৬

৫৬

শঙ্কর পদচিহ্ন শোভিত প্রস্তর অগণন
নিতি পূজে সেথা যক্ষ রক্ষ সিদ্ধাদি দেবগণ ;
ভক্তিনম্রচিত্তে সেগুলি করিও প্রদক্ষিণ
দরশনে যার সব পাপ তাপ নিমেষেতে হয় লীন ।
শ্রদ্ধা-ভক্তি বিগলিত চিতে শিবপদে যারা নত
অন্তিমে ঘটে শিবলোকে বাস প্রমথগণের মত ॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৭ ॥

৫৭

বংশ-রন্ধ্রে প্রবেশি' অনিল তুলিছে বেণুর তান,
কিন্নরীগণ গাহিছে মধুর ত্রিপুর-বিজয় গান ;
তারি সনে যদি মুরজমন্দ্রে তোমার বজ্রস্বর
গুরু গরজনে মন্দ্রিত করে পর্বত-কন্দর
মিলিত বাদ্য সংগীতে প্রীত হইবেন পশুপতি,
হৃদয়ে তাঁহার জাগিবে হরষ পুলক গভীর অতি



প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৮ ॥

৫৮

রহস্যেভরা হিমালয়তট করিয়া অতিক্রম
হংসদ্বারে পঁহুছিবে তুমি মিটাতে পথের শ্রম ;
ভৃগুপতি যেথা স্থাপিলা কীর্ত্তি দূর হিমাচল ধামে
পর্বত ভেদি' সৃজিয়া সে পথ "ক্রৌঞ্চরন্ধ্র" নামে ;
তির্য্যগ্‌গতি যেও উত্তরে সেই পথ অনুসরি'
বলিরে ছলিতে শ্যাম পদ যেন তুলেছে বামন হরি

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত-প্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতা-দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৯

ঊর্দ্ধে শোভিছে কৈলাস গিরি,—অতিথি হইও তথা,
রাবণ-প্রতাপে সানুদেশ যার লভিয়াছে শিথিলতা ;
স্ফটিকে গঠিত সেই গিরি যেন সুবিশাল দর্পণ—
বিম্বিত যাহে প্রসাধনরতা স্বর্গকামিনীগণ।
ধবল শৃঙ্গ ছড়ায় আকাশে কুমুদ-কান্তি-রাশি,
দিনে দিনে যেন জমিয়া উঠেছে শিবের অট্টহাসি ॥

*

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদ-গৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী—
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৬০ ॥

৬০

নবকর্ত্তিত গজদন্তের সুগৌর আভা-দীপ্ত
সে গিরির বুকে শ্যাম তনু তব দলিতাঞ্জন-লিপ্ত
শোভিবে যখন স্নিগ্ধ সজল রূপে অতি মনোরম
অনিমেষে সবে দেখিবে চাহিয়া দৃশ্য সে অনুপম ;
মনে হবে বুঝি গৌরবরণ হলধারী বলরাম
সুনীল-বসন-শোভিত-স্কন্ধে দাঁড়ায়েছে অভিরাম ॥

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগ-বলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬১ ॥

৬১

হর-গৌরীর ক্রীড়াভূমি সেই রমণীয় কৈলাসে
যদি কোনদিন বিহারে গৌরী ভ্রমণের উল্লাসে,
হাতখানি তাঁর ধরেন শম্ভু ভুজগ-বলয় খুলে
লুটাইয়া দিও তব তনু তাঁর চরণকমল মূলে ;
রুদ্ধ রাখিয়া অন্তরমাঝে উদ্গত বারিধারা
স্তরে স্তরে তুমি সাজায়ো নিজেরে সোপানশ্রেণীর পারা

*

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে! ঘর্ম্ম-লব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জ্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥ ৬২ ॥

৬২

সুর যুবতীরা হীরক বলয়ে আঘাতিবে তব কায়,
ঝরিয়া পড়িবে ঝর ঝর ধারা ধারাযন্ত্রের প্রায় ;
সেই ধারাজলে স্নান করি' তারা জুড়াবে নিদাঘ জ্বালা
সহজে মুক্তি নাহি দেয় যদি সেই সব সুরবালা
তবে সেই সব চটুলা রসিকা কৌতুকে মাতোয়ারা
তরুণীগণেরে গুরু গর্জনে ভয়ে ক'রো দিশাহারা ॥

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুম কিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ—
র্নানা'চেষ্টৈর্জলদ! ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥ ৬৩ ॥

৬৩

সোনার কমল ফুটিয়া রয়েছে মানস-সরসী নীরে
পান ক'রে তুমি! লভিও তৃপ্তি সেই বারি ধীরে ধীরে;
ঐরাবতের মুখে টানি' দিয়া গুণ্ঠন ক্ষণতরে
কোরো তারে প্রীত মাতাইয়া নব হরষ পুলকভরে;
কল্পতরুর শাখাপল্লবে বায়ুবেগে দিও নাড়া
বিবিধ ক্রীড়ায় মাতিয়া সেথায় সুখে হ'য়ো মাতোয়ারা

*

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৪ ॥

৬৪

প্রণয়িনী সম কৈলাস-ক্রোড়ে শোভিছে অলকাধাম
স্খলিত আঁচলে নামে গঙ্গার বারিরাশি উদ্দাম;
প্রিয়তম ক্রোড়ে শুয়ে আছে যেন আদরিণী প্রিয়তমা
মুকুতার জালে গ্রথিত-অলক চঞ্চলা নারী সমা;
শিখরে শোভিছে শোভনা অলকা সৌধেতে সমাকুল
চির-পরিচিত সে পুরী চিনিতে হবে না তোমার ভুল ॥

ইতি পূর্ব্ব মেঘ সমাপ্ত

মেঘদূত

(উত্তর মেঘ)

বিদ্যুৎবন্তং ললিত-বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মনিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ৬৫ ॥

৬৫

তড়িতের মত চল-চঞ্চলা অলকার পুরনারী,
ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে শোভিত সৌধসারি ;
সঙ্গীত-তালে বাজে মৃদঙ্গ মৃদু গম্ভীর তানে,
গগন-চুম্বী প্রাসাদের শ্রেণী উঠেছে আকাশ পানে ;
রত্নখচিত মণি-কুট্টিম স্বচ্ছ সলিল পারা,
লক্ষণ হেরি' মনে হয় যেন তোমারি সদৃশ তারা ॥

*

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥৬৬॥

৬৬

কুন্দ-কলিতে খচিত অলক, হস্তে লীলা-কমল,
লোধ্ররেণুতে শোভিত আনন,—পাণ্ডুর সুকোমল,
নব কুরুবকে শোভিত কবরী, শিরীষ দুলিছে কাণে
অলকার বধূ ফুলসাজে সাজি' তৃপ্তি দানিবে প্রাণে ;
বনে বনে কত নব কদম্ব তোমারি পরশে জাগে
নববধূদের সীমন্তশোভা বাড়াইয়া অনুরাগে ॥

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ
হংস-শ্রেণী-রচিত-রশনাঃ নিত্যপদ্মাঃ নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্য-ভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥৬৭॥

৬৭

মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরে সদা-পুষ্পিত তরু-শিরে,
মরালের শ্রেণী রচেছে মেখলা তারি কটিদেশ ঘিরে,
কেকা কলরবে ভবন-শিখীরা সেথা সদা চঞ্চল,
নিত্য জ্যোৎস্না-হসিত গগন সুন্দর সুবিমল,
সরসীর বুকে শোভিছে সতত বিকশিত শতদল,
আঁধার-বিহীন অতি রমণীয় গোধূলী-গগনতল ॥

*

আনন্দোত্থং নয়ন-সলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগ-সাধ্যাৎ
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি—
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥৬৮॥

৬৮

আনন্দে সেথা ঝরে আঁখিজল নাহিক অন্যহেতু,
তাপ জাগে মনে শুধু ফুলবাণ হানে যবে মীনকেতু,
নাহি সেথা কোন বিবাদ, বিভেদ প্রণয়-কলহ ছাড়া,
প্রণয়িনী সাথে প্রণয়ীরা সদা মিলনে আত্মহারা,
চিরযৌবনা যক্ষ-নারীরা, চিরযৌবন নর
দ্বিতীয় স্বর্গ বলিয়া সে পুরী বিদিত ভুবন 'পর ॥

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রী-সহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষাহতেষু ॥৬৯॥

৬৯

শ্বেত মণিময় প্রাঙ্গণতলে জ্যোৎস্না-মদির রাতে
যক্ষেরা সেথা রভসে মত্ত রূপসী বনিতা সাথে ;
তারাফুলগুলি ছায়া ফেলে সেই শ্বে[illegible]ট্টিম 'পরে
পান করে তারা কল্পতরুর মদিরা আবেশভরে ;
তারি সাথে বাজে মৃদু গম্ভীরে তালে তালে পাখোয়াজ,
ঘন-মন্দ্রিত তোমারি ধ্বনির সমতুল সে আওয়াজ ॥

*

মন্দাকিন্যাঃ সলিল-শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টি-নিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমর-প্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥৭০।

৭০

দেবতাগণেরও বাঞ্ছিতা যত যক্ষ তরুণীগণ
মুঠা মুঠা লয়ে মণিমাণিক্য ক্রীড়া করে অনুখন,
ছুঁড়ে ফেলে দেয় কনক বেলায়—আবার কুড়ায়ে আনে,
কৌতুকরসে মাতিয়া কখন চেয়ে থাকে মেঘপানে,
মন্দাকিনীর সলিল-সিক্ত সুশীতল সমীরণ
তট-মন্দার-ছায়া তাহাদের করে তাপ নিবারণ ॥

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥৭১॥

৭১

রভসলীলায় প্রমত্তা সেথা যক্ষ-ললনাগণ
কটি-বন্ধন খুলি' খসি' পড়ে অঙ্গের আবরণ—,
প্রণয়-পাগল যক্ষনাগর নেয় সে বসন হরি',
বিবসনা সব যক্ষপ্রিয়ারা সরমেতে যায় মরি';
লজ্জা-বিমূঢ়া বিম্বাধরীরা ছুঁড়ি কুঙ্কুমরাশ
নিভাইয়া দিতে রত্ন প্রদীপ বৃথাই করে প্রয়াস।

*

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী—
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ—
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি ॥৭২॥

৭২

দেখিবে সেথায় সদা গতিশীল সমীরণ প্রবাহিত
মেঘগুলি সব সৌধ-শীর্ষে হইতেছে উপনীত;
বাতায়ন পথে প্রবেশি' কক্ষে মেঘগুলি তোমা সম
বাষ্পে আবিল করিয়া তুলিছে চিত্রাদি মনোরম,
তখনি আবার ভয়ে যেন তারা পলাইছে ছাড়ি' গেহ
জানালার পথে ধোঁয়ার আকারে ক্ষীণ করি' নিজ দেহ॥

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তম-ভুজালিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানা—
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগম-বিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥৭৩॥

৭৩

গগন-গাত্র হ'তে যবে তব আবরণ সরি' যায়
চাঁদিমার হাসি লুটাইয়া পড়ে নভো-নিলীমার গায় ;
চন্দ্রকান্তমণি লম্বিত তন্তুজালিকা 'পরে
চন্দ্রকিরণ পরশে শীতল সলিলবিন্দু ঝরে,
সে পরশে রতি-ক্লান্ত প্রিয়ার জুড়ায় দেহের গ্লানি,
প্রিয়তম-ভুজ-বন্ধন-মাঝে এলায়িত তনুখানি ॥

*

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ—
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতি-যশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়া
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্ব্বিশন্তি ॥৭৪॥

৭৪

প্রতিটি ভবন অক্ষয় ধনসম্পদে সেথা ভরা ;
যক্ষেরা সদা বিলাসে মত্ত, কোন কাজে নাহি ত্বরা।
নগর প্রান্তে 'বৈভ্রাজ' নামে সুরম্য উপবনে
ঘুরিয়া বেড়ায় বারবিলাসিনী সাথে প্রফুল্লমনে ;
মধুর কণ্ঠে কিন্নরগণ ধরি' সুর-লয়-তান
নিতি নিতি সেথা গাহিয়া বেড়ায় ধনপতি-যশোগান ॥

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥ ৭৫ ॥

৭৫

কামিনীরা যবে চলে অভিসারে নিশীথ মার্গ ধরি'
গতির কাঁপনে কবরী হইতে মন্দার পড়ে ঝরি' ;
বক্ষে শোভিত মুক্তা-জালিকা, গলে লম্বিত হার
পীন পয়োধর পীড়নে ছিঁড়িয়া পড়ে যায় বার বার ;
কর্ণ-ভ্রষ্ট স্বর্ণকমল লুটায় ধরণী 'পরে
অরুণ উদয়ে এসব চিহ্ন প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে ॥

*

মত্বা দেবং ধনতিসখং যত্র সাক্ষাদ্ বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্ ।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ—
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ । ৭৬ ॥

৭৬

সেখানে স্বয়ং ধনপতি সখা শম্ভু করেন বাস
তাই ত মদন ফুলধনুশর ধরিবারে পান ত্রাস ;
অনঙ্গে হেরি উদ্যমহীন চতুরা যক্ষবালা
আঁখি কটাক্ষে কামী জন চিতে জাগায় মদন-জ্বালা ;
রসবতী যত যক্ষ ললনা চাহিয়া প্রণয়ী পানে
কামাতুর করে বিভ্রমভরা চকিত নয়ন বাণে ॥

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিশলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা—
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ৭৭ ॥

৭৭

আছে সেথা এক কল্পবৃক্ষ অদ্ভুত গুণাধার,
জোগাইছে নিতি ললনাগণের সকল অলংকার,—
রঙীন বসন, বিবিধ ভূষণ, কিশলয়, ফল, ফুল
অলক্তরাগ চরণকমলে প্রলেপের অনুকূল,
অঞ্জন-মধু ক্ষরিছে নিয়ত অতুলন অনুপম
পরশে যাহার নয়নেতে আনে আবেশের বিভ্রম ॥

*

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ৭৮

৭৮

যক্ষপতির ভবন ছাড়ায়ে কিছুদূর উত্তরে
দেখিতে পাইবে ভবন মোদের অলকানগরী' পরে;
দূর হ'তে চোখে পড়িবে তোমার সুচারু তোরণ-দ্বার
ইন্দ্রধনুর সপ্ত বরণে রঞ্জিত শোভা তার,
তারি পাশে মোর প্রিয়ার স্নেহের পালিত-পুত্র প্রায়
আছে এক শিশু মন্দারতরু ফুলভারে নতকায় ॥

বাপী চাস্মিন্‌ মরকতশিলাবদ্ধ-সোপানমার্গা।
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাসন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ৭৯

৭৯

আছে রমণীয় সরোবর এক স্বচ্ছ সলিলে ভরা,
সোপানের শ্রেণী প্রগাঢ় সবুজ মরকত দিয়ে গড়া ;
সরসী বক্ষে বিকশিত কত সুবর্ণ শতদল,
বৈদূর্য্যের সুনীল মৃণালে ঝলকিছে জলতল ;
সলিল-বিহারী মরালের শ্রেণী তোমারে হেরিবে যবে
সে সরসী ছাড়ি' অদূর মানসে যেতে কি চাহিবে সবে ॥

*

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টন-প্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্‌গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে! চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ৮০

৮০

কনক-কদলী-বেষ্টিত ক্রীড়াশৈল সে বাপীতীরে,
ইন্দ্রনীলাদি মণি সুশোভিত তাহারি শিখর ঘিরে ;
সে ছিল আমার পরাণ প্রিয়ার বড় আদরের ধন।
স্ফুরিত তড়িতে কনকোজ্জ্বল হেরি তোমা,—মম মন
কাঁদিয়া উঠিছে, স্মরি' সেই সব শৈলবিহার কথা
কতকাল পরে প্রিয়া সনে পুনঃ মিলিত হইব তথা ॥

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ৮১ ॥

৮১

কুরুবকে ঘেরা মাধবী বিতান, তাহারি সন্নিকটে
উতল বকুল, রক্ত অশোক ভাতিবে নয়ন-পটে।
অশোক উঠিত ফুটিয়া প্রিয়ার বাম চরণের ঘায়,
রক্ত বরণে জাগিত শিহর ভরিয়া সারাটি কায়,
বকুল হইত ব্যাকুল প্রিয়ার বদন মদিরা লোভে
স্মরি' সেই কথা অন্তর মোর গুমরি' মরিছে ক্ষোভে

*

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি—
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ ॥ ৮২ ।

৮২

স্বর্ণ দণ্ড হেরিবে প্রোথিত সে দুটি তরুর মাঝে,
স্ফটিকে গঠিত স্বচ্ছ ফলক তাহারি শিখরে রাজে ;
মণি দিয়ে বাঁধা মূলদেশ তার—রমণীয় মনোলোভা
অনতিপক্ক বংশের মত পীতাভ সবুজ শোভা
দিবা অবসানে তব সখা—শিখী বসে সে স্ফটিক ডালে,
বলয় বাজায়ে নাচায় তাহারে প্রিয়া মোর তালে তালে ॥

এভিঃ সাধো ! হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ-পদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা ।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ৮৩ ॥

৮৩

কহিলাম যত স্মারক চিহ্ন—সে সব স্মরণে রেখো,
দ্বারের প্রান্তে শঙ্খ, পদ্ম চিত্রিত আছে দেখো ।
অলকা তোমার চির পরিচিত, তুমি ত নহ নবীন,—
দেখিবে সে গৃহ আমারি বিহনে মলিন দীপ্তি-হীন !
কমলিনী তার শতদল শোভা ধরিয়া রাখিতে নারে
দিবাকর যবে তারে ত্যজি' যায় অস্তাচলের পারে ॥

*

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাত হেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥ ৮৪ ॥

৮৪

শোন মেঘ ! আমি জানাই তোমারে কিভাবে পশিবে তথা,-
পূর্ব্বে তোমায় কহেছি যে সেই ক্রীড়াশৈলের কথা
তারি সানুদেশে ব'সো ধীরে ধীরে হস্তীশাবক রূপে
বিজলী আঁখির চকিত দিঠিতে উঁকি দিও চুপে চুপে ;
জোনাকি যেমন জ্বলে আর নেভে সারাটি রজনী ভোর
তেমনি করিয়া ফেলো আঁখি সখা ! প্রাসাদ ভবনে মোর ॥

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ৮৫ ॥

৮৫

গলিত স্বর্ণ জিনিয়া কান্তি, সুচারু দশনা অতি,
স্তনভারে তনু ঈষৎ নমিত, শ্রোণিভারে ধীর গতি,
ক্ষীণ কটিতট, তন্বী তরুণী, নাভিদেশ সুগভীর,
আয়তলোচনে চকিত চাহুনি সচকিতা হরিণীর,
মোর প্রেয়সীর অধর-শোণিমা পক্ক বিম্বসম;
যুবতী সমাজে আদ্যা সৃষ্টি বিধাতার অনুপম ॥

*

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশির-মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ৮৬

৮৬

সেই প্রিয়া মোর বিরহে কাতরা, হতবাক্, ম্রিয়মান;
গুরু উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় কাটে সারা দিনমান;
সহচর আমি পড়ে আছি দূরে—সে যেন চক্রবাকী
শিশির-মথিতা পদ্মিনী সম বিষাদ-করুণ আঁখি!
দ্বিতীয় পরাণ! সে যে গো আমার এ বিশ্ব সংসারে!
হেরিবে তুমি সে বিষাদ-প্রতিমা মলিন চিন্তাভারে ॥

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্ ।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা—
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ।। ৮৭

৮৭

নিষ্প্রভ ছুটি আঁখিতারা সদা নয়নের জলে ভাসে,
অধর শোণিমা হ'য়েছে মলিন বিরহ-তাপিত শ্বাসে,
প্রবল রোদনে আরক্ত আঁখি গণ্ডে রেখেছে পাণি
ঝামর কেশের আবরণে ঢাকা কমল বদন খানি,
কেশের আড়ালে হেরিলে সে মুখ বিষাদ কালিমা মাখা
মনে হবে বুঝি তোমারি আড়ালে চাঁদিমা পড়েছে ঢাকা ।।

*

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী ।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ৮৮

৮৮

হয় ত দেখিবে—বিরহিণী প্রিয়া পূজা অর্চনারত
মিলনের তরে শিবপদে করে প্রার্থনা অবিরত ;
অথবা আঁকিছে আলেখ্য মোর কল্পনারসে ভরি'
বিরহশীর্ণ তনুখানি মোর মানস মুকুরে ধরি' ;
কিম্বা কহিছে মধুর-বচনা খাঁচার সারিকাটিরে
মনে পড়ে কি লো—ওলো রসবতী ! তোর প্রিয় প্রভুটিরে

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য। নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী॥ ৮৯॥

৮৯

মলিন-বসনা প্রেয়সী আমার বীণা রাখি' ক্রোড়'পরে
মোর নামে গাঁথা বিরহের গীতি গাহিতে মানস করে,
নয়ন সলিলে বীণার তন্ত্রী ভেসে যায় বারে বারে,
কোন মতে পুনঃ তোলে মৃদু তান আর্দ্র বীণার তারে;
নিজেরই রচিত স্বর-মূর্চ্ছনা বার বার ভুলে যায়
হৃদয়ের মাঝে ব্যর্থ বাসনা গুমরিয়া মরে হায়॥

*

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ॥ ৯০

৯০

একটি করিয়া পূজার পুষ্প রাখে সে দেহলি' পরে,
মাঝে মাঝে তাই ভূমিতে পাতিয়া দিবস গণনা করে,
আর কতদিন পরে হবে তার বিরহের অবসান,
প্রিয়তম ফিরি' আসিয়া করিবে সংগম-সুখ দান।
রমণের সুখে বঞ্চিতা যারা সে সব যুবতীগণ
প্রায়শঃ এভাবে রতিসুখস্বাদ লভয়ে অনুক্ষণ॥

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্‌বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ৯১ ॥

৯১

দিনে নানা কাজে ব্যাপৃতা প্রিয়া বাজে না বিরহ তত,
রতিসুখ বিনা গুরু শোকভারে নিশি তার হয় গত ;
দেখিবে নিশীথে ভূতল-শয়নে শায়িতা প্রেয়সী মোর
নিদ্রার লেশ নাহিক নয়নে ঝরে শুধু আঁখিলোর !
বাতায়ন পথে মোর সমাচার করি' তারে নিবেদন
সুখের আবেশে করিও বিভোর কাতরা প্রিয়ার মন ॥

*

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্‌ ॥ ৯২ ॥

৯২

বিরহ শয়নে শায়িতা প্রেয়সী বিষাদেতে তনুক্ষীণ,
ক্ষীণ চাঁদিমার শেষ কলা যেন পূরব গগনে লীন ;
যে রজনী প্রিয়া কাটাইত হায় ক্ষণিক স্বপন সম
শৃঙ্গার রসে বিগলিত তনু লুটায়ে বক্ষে মম
আজি সে রজনী যাপিছে সজনী উষ্ণ অশ্রুজলে
দীর্ঘ বিরহে দহিছে পরাণ ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে ॥

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব ।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ।।৯৩।।

৯৩

বাতায়ন পথে অমৃত শীতল চন্দ্রকিরণ রাশি
হেরি' পূর্ব্বের সুখস্মৃতি কত অন্তরে উঠে ভাসি' ;
তখনি আবার মনে পড়ে যায় প্রিয় নাহি তার পাশে
হু হু করে প্রাণ, অশ্রুর ভারে আঁখি দুটি ভরে আসে ;
জলভরা দুটি আঁখি পল্লব মুদিতে পারে না হায় !
মেঘলা দিবসে আধো বিকশিত স্থলকমলিনী প্রায় ।।

*

নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্ ।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোহপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ।।৯৪।।

৯৪

নিঃশ্বাস-তাপে ক্লিষ্ট অধর ধরেছে মলিন বেশ,
রুক্ষ স্নানের প্রভাবে হয়েছে ঝামর চাঁচর কেশ,
দুলিছে রুক্ষ অলকগুচ্ছ আর্দ্র গণ্ডোপরি,
ধরিয়াছে প্রিয়া যোগিনীর বেশ বেশবাস পরিহরি' ;
স্বপ্নে আমার সম্ভোগ লোভে করে নিদ্রার আশ
আঁখি ভাসে জলে, কোথা পাবে প্রিয়া নিদ্রার অবকাশ ।।

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্ ।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥ ৯৫॥

৯৫

মালা ত্যজি' প্রিয়া বেঁধেছিল বেণী প্রথম বিরহ দিনে.
পরশে কঠিন হয়েছে সে আজ কোন প্রসাধন বিনে ;
হেলায় কাটে না যে হাতের নখ—সেই হাতে আপনার
গণ্ড হইতে রুক্ষ বেণীটি টানি লয় বার বার ।
শাপ অবসানে নিজ হাতে আমি খুলি' সে বেণীর কেশ
সোহাগে যতনে ঘুচাব প্রিয়ার দীর্ঘ বিরহ-ক্লেশ ॥

*

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্ দুঃখদুঃখেন গাত্রম্ ।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥৯৬॥

৯৬

আভরণহীন, কুসুমকোমল বিশীর্ণ তনুখানি
লুটায়ে দিয়েছে শয্যার পরে আমার হৃদয়রাণী ;
উঠে, বসে পুনঃ গুরু বেদনায় না পারে রহিতে স্থির,
হেরিলে সে দশা তোমারো নয়নে বহিবে অশ্রুনীর !
আর্দ্র যাঁদের অন্তরাত্মা, সদা বিগলিত প্রাণ,
জানিও বন্ধু ! তারাই জগতে প্রায়শঃ করুণাবান ॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ। ৯৭॥

৯৭

জানি, সখী তব সবটুকু স্নেহ প্রেমপ্রীতি সম্ভার
উজাড় করিয়া সঁপিয়াছ মোরে, বাকি কিছু নাহি আর।
প্রথম বিরহে তাই ত এমন শোচনীয় দশা তার ;
যা কহিনু সবই দেখিবে অচিরে নিজ চোখে আপনার।
নিজমুখে নিজ পত্নীর প্রেম, অনুরাগ সুগভীর
কহিতেছি বলে বাচাল বলিয়া ভাবিও না মোরে ধীর ॥

*

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৯৮॥

৯৮

কেশে ঢাকা দুটি নয়নে প্রিয়ার নাহি কটাক্ষ লেখা,
দীঘল নয়নে শোভে নাক আর সজল কাজল রেখা,
সুরা পরিহারে যে আয়ত আঁখি ভুলিয়াছে ভ্রূবিলাস
হেরিলে তোমারে সে আঁখির পাতে উছলিবে উচ্ছ্বাস ;
কম্পিত আঁখিপল্লব হেরি' মনে হবে অবিকল
মীন আলোড়নে কাঁপিতেছে বুঝি বিকশিত শতদল ॥

বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ—
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৯৯ ॥

৯৯

সরস কদলী-কাণ্ডের মত গৌর জঘনভার,—
চির পরিচিত মুকুতা-জালিকা হেরিবে না সেথা আর ;
না দেখিবে মোর নখের চিহ্ন গুরু নিতম্বদেশে,
না লভে সে উরু মোর কর-সেবা সুরতক্রিয়ার শেষে ;
হেরি' তোমা হবে বাম উরু তার সঘন কম্পমান,
প্রিয়-সমাগম নিকট ভাবিয়া শিহরিবে মনপ্রাণ ॥

*

তস্মিন্ কালে জলদ ! যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা—
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥১০০ ॥

১০০

যদি সে সময় থাকে প্রিয়া মোর সুখনিদ্রায় ভোর
সহসা তোমার গুরু গর্জ্জনে ভেঙ্গো না সে ঘুমঘোর ;
প্রহরেক কাল অপেক্ষা কোরো জলদ ! মিনতি করি-
হয়ত তখন স্বপনে আমারে পেয়েছে প্রাণেশ্বরী।
প্রগাঢ় পুলকে করিয়াছে মোর কণ্ঠ আলিঙ্গন,
রূঢ় গরজনে ছিঁড়ো নাক সেই ভুজলতাবন্ধন ॥

ত্বামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্‌গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ।।১০১

১০১

তব জলকণা-সিক্ত শীতল মৃদু মধু সমীরণে
চির অভিমানী প্রিয়ারে আমার জাগাইও সেই ক্ষণে ;
নবমালতীর কোরকগুচ্ছে ফুটায়ে মধুর হাসি
আশ্বাসবাণী শুনায়ো প্রিয়ারে বাতায়নপাশে আসি' ;
তড়িৎ আলোকে স্তিমিতনয়না প্রেয়সীরে হেরি' পরে
ধীরে ধীরে ব'লো এই কথাগুলি মৃদু মন্দ্রিত স্বরে ।।

*

ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে! বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ।। ১০২ ।।

১০২

ওগো চিরায়তি! আমি তব পতি-সখা ইন্দ্রের দাস,
তাহারি বারতা অন্তরে বহি' আসিয়াছি তব পাশ।
যে সব প্রবাসী পতিরা ব্যাকুল মিলিতে প্রেয়সী সনে,
উৎসুক যারা এলাইয়া বেণী প্রিয়া-কেশ প্রসাধনে,
পথশ্রমে যারা ক্লান্তচরণ অলস শিথিল-গতি
মৃদু গর্জ্জনে করি তাহাদের ত্বরান্বিত গৃহ প্রতি ।।

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য! সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সংগমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥ ১০৩ ॥

১০৩

শুনিলে এ কথা প্রেয়সী আমার আবেগ ব্যাকুল প্রাণে
বহু সম্মান জানাবে তোমায়, চাহি' তব মুখপানে;
হনূমান-মুখে রামের বারতা শুনিত জানকী যথা
তেমনি প্রেয়সী অবহিত চিতে শুনিবে তোমার কথা।
বিরহিনী প্রিয়া দয়িতের সাথে মিলনের তুলনায়
সুহৃদ-উপহৃত প্রিয়-সমাচার কিছু কম ভাবে হায়! ॥

*

তামায়ুষ্মন্! মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তুং
ব্রুয়া এবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে! পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥ ১০৪

১০৪

হে দীর্ঘজীবি! মোর কথামত, আপনারও শুভতরে
ব'লো তারে,—"রামগিরি-শিরে তব পতি আছে প্রাণ ধরে,
তোমারি বিরহে জ্বর জ্বর তনু—সে আজও বাঁচিয়া আছে
পাঠায়েছে মোরে কুশল বার্ত্তা জানিতে তোমার কাছে;
পদে পদে ঘটে বিপদ প্রাণীর—কে না জানে বল আর
তাইত প্রথমে জিজ্ঞাসে লোকে মঙ্গল সমাচার ॥"

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ১০৫ ॥

১০৫

"বিরহ-নদীর এপারে যক্ষ, তুমি দূর অলকায়,
মিলনের পথ রুদ্ধ আজিকে বিধাতা অন্তরায়!
বিরহ-শীর্ণ, বেদনা-দীর্ণ, দর-বিগলিত ধারা
তুমি অলকায় পতি হেথা হায়! একইভাবে দিশাহারা
মনে মনে তাই তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাতে চায়
সাক্ষাৎভাবে মিলনের আজ নাই কোন পথই হায়!" ॥

*

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোহতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্ট—
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ১০৬ ॥

১০৬

"যে কথা কহিতে বাধিত না লাজে প্রিয় সখীদের পাশে
সে কথা কহিত কাণে কাণে তব আনন পরশ আশে;
কিন্তু যে কথা আজি কাণে কাণে গোপনে কহিতে হয়
যে কথা শুনিলে সলাজে প্রিয়ার আঁখি নত হ'য়ে রয়—
উদ্বেগভরা সে গোপন বাণী আজি সে শুনাতে চায়
মোর মুখ দিয়া আপন প্রিয়ারে—কি কহিব বল হায়!" ॥

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি ॥ ১০৭ ॥

১০৭

"চকিত হরিণী নয়নে নেহারি তোমার আঁখির শোভা,
প্রিয়ঙ্গুলতা ধরিয়াছে যেন তব তনু মনোলোভা,
বিকাশিছে তব বদনমাধুরী চাঁদিমার উচ্ছ্বাস,
ক্ষীণ তটিনীর বাঁকা স্রোতে হেরি নয়নের ভ্রূ-বিলাস,
শিখীর পুচ্ছে হেরি কেশশোভা—এমন ত কিছু নাই
যার মাঝে তব রূপের তুলনা একসাথে খুঁজে পাই ।।"

*

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া—
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ১০৮

১০৮

"প্রণয়-কুপিতা মুরতি তোমার আঁকি' যবে শিলাপটে
গেরি মাটি রঙে রঞ্জিত করি' ;—তোমার চরণ তটে
আপনারে আমি লুটাইতে চাই,—তখনি নয়ন ধারে
মিলনের ছবি ভেসে চলে যায় দৃষ্টির পরপারে ;
জানি নাকো বিধি কেন যে এমন অকরুণ মোর প্রতি
চিত্রে মিলন। তাও সহে নাকো, আমি দুর্ভাগা অতি ।।"

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতো—
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ ১০৯ ॥

১০৯

"যদি কোনদিন স্বপনে তোমারে বক্ষের পাশে পাই
দুবাহু বাড়ায়ে নিবিড় করিয়া বাঁধিতে তোমারে চাই ;
ব্যর্থ প্রয়াসে শূন্য আঁকড়ি' ভেঙ্গে যায় ঘুমঘোর,
হেরিয়া সে দশা বন-দেবতারা ফেলেন অশ্রুলোর,
তরু কিশলয়ে ফোঁটা ফোঁটা সেই শিশির অশ্রু জল
ঝরে পড়ে, দেখে মনে হয় যেন স্থূল মুকুতার ফল ॥"

*

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি! ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ১১০ ॥

১১০

"দেবদারু তরু কিশলয়গুলি ভেঙ্গে পড়ে বায়ুভরে,
ক্ষীরধারা সম রস-সৌরভে বন আমোদিত করে ;
সুরভি-স্নিগ্ধ দখিনা বাতাস হিমানী পরশ দানে
মনে হয় বুঝি তোমারি দেহের সুরভি বহিয়া আনে!
ওগো গুণবতি! আলিঙ্গিয়া সে সুশীতল বায়ুরাশি
তোমারি দেহের মদির গন্ধে মনপ্রাণ ওঠে ভাসি ॥"

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্ব্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে! দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ১১১ ॥

১১১

"দীর্ঘ রজনী কেমনে সজনি! পলকে কাটান যায়,
কিসে দিনমান সকল সময় সুশীতল থাকে হায়—!
চটুল-নয়না! জানি এ আমার দুর্লভ প্রার্থনা
হৃদয়ে জাগিয়া হৃদয়ে মিলাবে নাহি পাবে সান্ত্বনা।
বিচ্ছেদে তব দহিছে পরাণ নিশিদিন অনুখন,
বুঝিতে না পারি শান্তি কোথায়—খুঁজে মরি অকারণ ॥"

*

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি! ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ১১২ ॥

১১২

"অনেক ভাবিয়া আপনারে আমি আপনি করেছি শান্ত;
ওগো কল্যাণি! গাঢ় পরিতাপে তুমিও হয়ো না ক্লান্ত;
ভেবে দেখ সখি! আছে কি এমন মানব এ ধরাতলে—
চিরসুখস্রোতে ভাসিছে যে জন তিতিছে বা আঁখিজলে?
আসে উত্থান, কভু বা পতন হাসি অশ্রুর বেশে,
কালের চক্র ঘুরিছে সতত নিয়তির নির্দ্দেশে ॥"

শাপান্তো মে ভুজগ-শয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্ব্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ১১৩ ॥

১১৩

"কিছুকাল পরে অভিশাপ মোর হবে সখী! অবসান,
ভুজগ-শয়ন ত্যজিয়া উঠিবে শ্রীবিষ্ণু ভগবান।
শেষ চারি মাস কাটাইয়া দাও মুদি' দুটি আঁখিপাতে
তারপরে মোরা মিলিব আবার শারদ জোছনা রাতে;
দুজনে মিলিয়া অসহ পুলকে পুরাইব সব আশ
দীর্ঘ-বিরহে সঞ্চিত যত হৃদয়ের অভিলাষ॥"

*

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব! রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ১১৪ ॥

১১৪

"আরেকটি গূঢ় গোপন কাহিনী তোমারে জানাতে চাই,
যক্ষ সে কথা অতি চুপে চুপে জানাতে বলেছে ভাই!—
"একদিন যবে যুগল-শয়নে জড়ায়ে কণ্ঠ মোর
ছিলে নিদ্রিতা, সহসা রোদনে ভেঙ্গে গেল ঘুমঘোর,
বার বার মোর প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া কহিলে,—শঠ,
স্বপ্নে দেখিনু অন্য নারীতে রত তুমি লম্পট!॥"

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্ বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিত-নয়নে ! ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে
ত্বভোগাদিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ।। ১১৫ ।।

১১৫

"গোপন কথাটি জানানু তোমায়—শুনিয়া বুঝিবে হায় !
কোনমতে প্রাণ রেখেছি ধরিয়া মিলনের কামনায় ।
লোকের কথায় মোরে সুনয়না ! কোরো না অবিশ্বাস,
প্রেম যদি হয় সুগভীর, সে কি বিরহেতে পায় নাশ— ?
বিচ্ছেদ যত গাঢ় হয় তত প্রণয়ও সুদৃঢ় হয় ;
ভোগের অভাবে রাশি রাশি প্রেম সঞ্চিত হ'য়ে রয় ।।"

*

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাত-কূটান্নিবৃত্তঃ ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ।। ১১৬ ।।

১১৬

প্রথম বিরহে প্রিয় সখী তব অতীব বিধুরা জানি,
গিরি হ'তে ত্বরা ফিরে এস সখা প্রিয়ারে প্রবোধ দানি'
যে গিরি-শৃঙ্গ শঙ্কর-বৃষ-উৎখাত-কেলি-ভিন্ন
এনো সেথা হ'তে প্রিয়ার কুশল-বার্ত্তা ও স্মৃতি-চিহ্ন ;
সে কুশল বাণী শুনায়ে আমারে রাখিও পরাণ মম
দলিত, মথিত, শিথিল-বৃন্ত প্রভাত কুন্দ সম ।।

কচ্চিৎ সৌম্য ! ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি ।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ১১৭ ॥

১১৭

সৌম্য ! তুমি কি সম্মত মোর সাধিতে এ প্রিয় কাজ ?
মোর সমাচার লয়ে অলকায় যাত্রা করিবে আজ ?
যদিও নীরব, দৃঢ়তায় তব নহিক সন্দিহান,
নীরবেই তুমি সাধিয়া চলেছ জগতের কল্যাণ ।
যাচিলে চাতক নীরবেই তুমি কর তারে জলদান,
প্রার্থীজনের বাঞ্ছাপূরণই মহতের অবদান ॥

*

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্ত্তিনো মে
সৌহার্দ্দাদ্ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা ।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ ! বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ১১৮ ॥

১১৮

জানি অনুচিত প্রার্থনা মোর, তবু যে কাতর, আজ
করুণা করি' বা বন্ধু বলি' বা কোরো মোর প্রিয় কাজ ।
প্রাবৃট গগনে ভাসিয়া বেড়াও আরও মনোহর বেশে
শ্যামল শস্যে ভরিয়া ধরণী ঘোর তুমি দেশে দেশে ।
হে প্রিয় বন্ধু ! লহ এ আশীষ প্রিয়বন্ধুর হাতে
নাহি যেন ঘটে ক্ষণ-বিচ্ছেদও বিদ্যুৎ-প্রিয়া সাথে ॥

ইতি—উত্তর মেঘ সমাপ্ত

॥ সমগ্র মেঘদূত সমাপ্ত ॥

ঋতু-সংহার

(গ্রীষ্ম বর্ণনা—বসন্ত বর্ণনা)

গ্রীষ্ম বর্ণনা

প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে! যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥

সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩ ॥

নিতম্ববিম্বৈঃ সদুকূলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ।
শিরোরুহৈঃ স্নানকষায়বাসিতৈঃ স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্ ॥ ৪ ॥

এসেছে নিদাঘ খর রবিকরে তাপিয়া ধরণীতল,
নিশীথ গগনে ঢালিছে চন্দ্র সুধারাশি সুবিমল;
সতত সিনানে স্বল্প-সলিল তড়াগাদি সরোবর,
নাহি জাগে প্রাণে রতি-বেগ প্রিয়ে! দিনান্ত মনোহর ॥ ১ ॥

জোছনাহসিত চাঁদিনী যামিনী, জলাধারশোভী গেহ,
লাগে মনোরম সিত চন্দনে বিলেপিতে সারা দেহ;
বিবিধ রতনে ভূষণে জড়িত প্রেয়সীর তনু শোভা—
দরশে পরশে জুড়ায় পরাণ দৃশ্য সে মনোলোভা ॥ ২ ॥

প্রিয়া মুখরস-সুধা-নিষিক্ত সরস মদিরা পানে,
কামনা-মদির সুর-ঝংকৃত মৃদু ত্রিতন্ত্রী তানে,
নিদাঘ নিশিতে সুরভি-স্নিগ্ধ প্রাসাদ কক্ষতলে
প্রেমিকেরা কত সুখ-শিহরণ ভুঞ্জিছে কুতুহলে ॥ ৩ ॥

কত বিলাসিনী গুরু নিতম্বে দুলায়ে চন্দ্রহার,
সিত চন্দনে বিলেপিত করি' পীন পয়োধর ভার,
গন্ধ-মদির কুসুম ভূষণে সাজায়ে কেশকলাপ,
জুড়াইয়া দেয় প্রণয়ীজনের নিদাঘ-জনিত তাপ ॥ ৪ ॥

নিতান্তলাক্ষারসরাগলোহিতৈর্নিতম্বিনীনাঞ্চরণৈঃ সনূপুরৈঃ।
পদে পদে হংসরুতানুকারিভির্জনস্য চিত্তং ক্রিয়তে সমন্মথম্ ॥ ৫ ॥

পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্কশীতলাস্তুষারগৌরার্পিতহারশেখরাঃ।
নিতম্বদেশাশ্চ সহেমমেখলাঃ প্রকুর্ব্বতে কস্য মনো ন সোৎসুকম্ ॥ ৬ ॥

সমুদ্‌গতস্বেদচিতাঙ্গসন্ধয়ো বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাম্প্রতম্।
স্তনেষু তন্বংশুকমুন্নতস্তনা নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ ॥ ৭ ॥

সচন্দনাম্বুব্যজনোদ্ভবানিলৈঃ সহারযষ্টিস্তনমণ্ডলার্পিতৈঃ।
সবল্লকীকাকলিগীতনিস্বনৈঃ প্রবুধ্যতে সুপ্ত ইবাদ্য মন্মথঃ ॥ ৮ ॥

অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত-পদ ফেলি ধরণীর গায়
নিতম্বিনীরা চলি' যায় যবে মুখর নূপুর পায়,
মনে হয় যেন কলহংসেরা চলিয়াছে সারিসারি
গতির ছন্দে প্রেমিক চিত্তে রতিরস সঞ্চারি' ॥ ৫ ॥

সিত-চন্দনপঙ্কে লিপ্ত সু-উচ্চ স্তনভার,
বক্ষে দুলিছে তুষার-শুভ্র স্থূল মুকুতার হার,
স্বর্ণ-মেখলা-সুশোভিত হেরি' গুরু নিতম্বদেশ
কার প্রাণে নাহি জাগি' উঠে প্রিয়া কামনার মোহাবেশ ॥ ৬ ॥

নিদাঘ-দহনে অঙ্গ-সন্ধি স্বেদ-জলে ভাসি' যায়,
ত্যজি' স্থূল বাস সূক্ষ্ম বসনে ঢাকে তাই নিজ কায়,
প্রকটিত তাহে যুবতীগণের পীবর বক্ষ-শোভা
বসন ভেদিয়া অঙ্গ-সুষমা উছলিছে মনোলোভা ॥ ৭ ॥

চন্দনবারি-সিক্ত পাখার সুরভিত সমীরণে,
মাল্য-শোভিত রমণী বুকের সুকোমল পরশনে,
সুর-তাল-লয়ে মৃদু ঝংকৃত বীণার মোহন তানে
নিদ্রিত রতি-রমণ-বিলাস জাগে প্রেমিকের প্রাণে ॥ ৮ ॥

সিতেষু হর্ম্ম্যেষু নিশাসু যোষিতাং সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ ।
বিলোক্য নূনং ভৃশমুৎসুকশ্চিরং নিশাক্ষয়ে যাতি হ্রিয়েব পাণ্ডুতাম্ ॥ ৯ ॥

অসহ্যবাতোদ্গতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী ।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ ॥ ১০ ॥

মৃগাঃ প্রচণ্ডাতপতাপিতা ভৃশং তৃষা মহত্যা পরিশুষ্কতালবঃ ।
বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা নিরীক্ষ্য ভিন্নাঞ্জনসন্নিভন্নভঃ ॥ ১১ ॥

সবিভ্রমৈঃ সস্মিতজিহ্মবীক্ষিতৈর্বিলাসবত্যো মনসি প্রবাসিনাম্ ।
অনঙ্গসন্দীপনমাশু কুর্ব্বতে যথা প্রদোষাঃ শশিচারুভূষণাঃ ॥ ১২ ॥

শুভ্র প্রাসাদে সুপ্তা কামিনী নিশীথ শয়নোপরি ;
চাঁদিনী তাদের মুখশোভা হেরি' সারাটি রজনী ধরি'
ত্যজিয়া আপন রূপের গরিমা মলিন বদনে হায়
নিশি অবসানে লজ্জায় যেন পাণ্ডুর হ'য়ে যায় ॥ ৯ ॥

প্রখর তপনতাপে প্রতপ্ত সারাটি ধরণীতল,
প্রবল পবনে ধূলি-ধূসরিত সারা নভোমণ্ডল ;
কান্তা বিরহে জরজর তনু সুদূর প্রবাসী জন
দৃষ্টিপাতেরও নাহিক শকতি—সদা শঙ্কিত মন ॥ ১০ ॥

প্রচণ্ড রবি-কিরণে দগ্ধ আরণ্য মৃগগণ
দলিতাঞ্জন সম নভোতল করিয়া নিরীক্ষণ
তীব্র তিয়াসে বিশুষ্ক-তালু ছুটে যায় ক্ষণে ক্ষণে
বন হ'তে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় জলের অন্বেষণে ॥ ১১ ॥

গোধূলী গগনে চাঁদিমা যেমন সান্ধ্য তিমির নাশি'
দিক-দিগন্ত আলোকোচ্ছাসে ক্রমে দেয় পরকাশি'
বিলাসিনীদেয় ভ্রূ-বিলাসভরা চপল হাস্যরেশ
প্রবাসী-চিত্তে জাগায় তেমনি অনঙ্গ সমাবেশ ॥ ১২ ॥

রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং বিদহ্যমানঃ পথি তপ্তপাংশুভিঃ।
অবাঙ্‌মুখো জিহ্মগতিঃ শ্বসন্মুহুঃ ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি ॥ ১৩ ॥

তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোদ্যমঃ শ্বসন্মুহুর্দূরবিদারিতাননঃ।
ন হন্তি দূরেঽপি গজান্ মৃগেশ্বরো বিলোলজিহ্বঃ স্খলিতাগ্রকেশরঃ ॥ ১৪ ॥

বিশুষ্ককণ্ঠাহৃতশীকরাম্ভসো গভস্তিভির্ভানুমতোঽভিতাপিতাঃ।
প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো ন দন্তিনঃ কেশরিণোঽপি বিভ্যতি ॥ ১৫ ॥

হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুর্গভস্তিভিঃ কলাপিনঃ ক্লান্তশরীরচেতসঃ।
ন ভোগিনং ঘ্নন্তি সমীপবর্তিনং কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্ ॥ ১৬ ॥

সূর্য্যকিরণে দগ্ধ ফণীরা ত্যজি' নিজ নিজ বাস
তপ্ত ধূলির পরশে কাতর ছাড়ে ঘন ঘন শ্বাস ;
পথের উপর বক্রগতিতে অধোমুখে তারা চলে,
ছায়া লোভে আসি' আশ্রয় লয় ময়ূরপক্ষতলে ॥ ১৩ ॥

দারুণ তিয়াসে হতবিক্রম, ত্যজি' শিকারের আশ
ব্যাদিত বদনে সিংহেরা ফেলে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ;
প্রসারিত-জিহ্বা, স্খলিত-কেশর, সবে উদ্যমহীন
নিকটে ভ্রমিছে গজগণ, তবু হত্যায় উদাসীন ॥ ১৪ ॥

সলিল বিহনে শুষ্ককণ্ঠ বিহ্বল করভদল
রবিকরজালে বিদগ্ধ দেহ খুঁজে ফিরে শুধু জল,
বারি আশে তারা পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়ায় বনে,
পশুরাজে হেরি' অতীব নিকটে ভয় নাহি জাগে মনে ॥ ১৫ ॥

ঘৃতাহুতিদানে প্রবৃদ্ধতেজা দীপ্ত অগ্নি সম
সূর্য্য কিরণে ক্লান্ত শরীর ময়ূরেরা মনোরম
পুচ্ছ-ছায়ায় নিবেশিত-মুখ হেরিয়া সর্পগণে
স্বভাব-শত্রু হননে ইচ্ছা জাগে নাক সেই ক্ষণে ॥ ১৬ ॥

সভদ্রমুস্তং পরিশুষ্ককর্দ্দমং সরঃ খনন্নায়তপোথমণ্ডলৈঃ।
রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং বরাহযূথো বিশতীব ভূতলম্ ॥ ১৭ ॥

বিবস্বতা তীব্রতরাংশুমালিনা সপঙ্কতোয়াৎ সরসোহভিতাপিতঃ।
উৎপ্লুত্য ভেকস্তৃষিতস্য ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি ॥ ১৮ ॥

সমুদ্ধৃতাশেষমৃণালজালকং বিপন্নমীনং দ্রুতভীতসারসম্।
পরস্পরোৎপীড়নসংহতৈর্গজৈঃ কৃতং সরঃ সান্দ্রবিমর্দ্দকর্দ্দমম্ ॥ ১৯ ॥

রবিপ্রভোদ্ভিন্নশিরোমণিপ্রভো বিলোলজিহ্বাদ্বয়লীঢ়মারুতঃ।
বিষাগ্নিসূর্য্যাতপতাপিতঃ ফণী ন হন্তি মণ্ডূককুলং তৃষাকুলঃ ॥ ২০ ॥

রুদ্র রবির খর করজালে দগ্ধ বরাহ দল
দন্তে খনন করিছে শুষ্ক-পঙ্ক সরসীতল,
দেখে মনে হয় বরাহেরা বুঝি ছাড়ি' এ দগ্ধশালা
ভূগর্ভতলে প্রবেশিতে চায় জুড়াতে নিদাঘ-জ্বালা ॥ ১৭ ॥

সুতীব্রতেজ রবি-সন্তাপে কাতর ভেকের দল
লম্ফ প্রদানি' হ'তেছে বাহির ছাড়ি' পঙ্কিল জল ;
শীতলতা আশে পাগলের মত ছুটিতেছে দলে দলে
পশিতেছে গিয়া তৃষ্ণা-কাতর সর্পের ফণাতলে ॥ ১৮ ॥

হ্রদ জলে নামি' গজেরা তুলিছে পঙ্কিল আলোড়ন
নির্দ্দয়ভাবে একে অন্যেরে করিছে উৎপীড়ন
দলিত, মথিত পঙ্কজদল, শঙ্কিত মীনগণ
তীর ছাড়ি' ভীত সারসবৃন্দ দ্রুত করে পলায়ন ॥ ১৯ ॥

ফণী শিরঃশোভী মণি ঝলকিছে কিরণে উদ্ভাসিয়া,
লেহন করিছে ফণী সমীরণ লোল জিহ্বা দুটি দিয়া ;
বিষাগ্নিসম দিনকরতাপে প্রতপ্ত কলেবর
ভেককুলনাশে নিস্পৃহ ফণী, তৃষ্ণায় সকাতর ॥ ২০ ॥

সফেণলালাবৃতবক্ত্রসম্পুটং বিনিঃসৃতা লোহিতজিহ্বমূর্দ্ধমুখম্।
তৃষাকুলং নিঃসৃতমদ্রিগহ্বরাদ্‌গবেষমাণং মহিষীকুলং জলম্ ॥ ২১ ॥

পটুতরদবদাহোচ্ছুষ্ক-শস্পপ্ররোহাঃ পরুষপবনবেগোৎক্ষিপ্তসংশুষ্কপর্ণাঃ।
দিনকরপরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাৎ বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমাণা বনান্তাঃ ॥ ২২ ॥

শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণপর্ণদ্রুমস্থঃ কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্।
ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্ব্বতস্তোয়মিচ্ছন্ শরভকুলমজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বু কূপাৎ ॥ ২৩ ॥

বিকচনবকুসুম্ভস্বচ্ছসিন্দূরভাসা প্রবলপবনবেগোদ্ভূতবেগেন তূর্ণম্।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গনব্যাকুলেন দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন ॥ ২৪ ॥

সফেন লালায় আবৃত বদন বন্যমহিষীগণ
রক্তাভ জিহ্বা নির্গত করি' ভ্রমিছে অনুক্ষণ;
গিরিগুহা ছাড়ি' উন্ম'দবেগে ছুটিছে ঊর্দ্ধশ্বাসে
পিপাসা-কাতর বন্য প্রাণীরা সলিল বিন্দু আশে ॥ ২১ ॥

দাবানল দাহে বিদগ্ধ যত তৃণ অঙ্কুররাশি,
সমীরণ বেগে শুষ্কপত্র আকাশে উঠিছে ভাসি',
প্রচণ্ড তাপে বিশুষ্কপ্রায় তড়াগাদি সরোবর,—
হেরি' সে রুক্ষ উষর দৃশ্য ভয়ে কাঁপে কলেবর ॥ ২২ ॥

বিরল-পত্র বৃক্ষে বসিয়া পক্ষীরা ফেলে শ্বাস,
ক্লান্ত কপিরা চলেছে লভিতে অদ্রিকুঞ্জে বাস,
গাভীকুল ঘোরে চারিদিকে করি জলের অন্বেষণ
হস্তি-শিশুরা কূপ হ'তে বারি করিছে উত্তোলন ॥ ২৩ ॥

নব বিকসিত কুসুমপুষ্প, সিন্দুর নির্মল,
উভ রাগ সম পবন-দীপ্ত পাবক সমুজ্জ্বল
তরুলতাদির শিখর প্রদেশ করিতে আলিঙ্গন
দিকে দিকে লোল জিহ্বা প্রসারি' করিছে আক্রমণ ॥ ২৪ ॥

জ্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্ব্বতানান্দরীষু স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যে লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ ॥ ২৫ ॥

বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং বনেষু স্ফুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু দ্রুমাণাম্।
পরিণতদলশাখামুৎপতত্যাশু বৃক্ষাৎ ভ্রমতি পবনধূতঃ সর্ব্বতোঽগ্নির্বনান্তে ॥ ২৬ ॥

গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহ্নিসন্তপ্তদেহাঃ সুহৃদ ইব সমস্তাদ্দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।
হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য-কক্ষাদ্বিপুলপুলিনদেশান্নিম্নগাং সংবিশন্তি ॥ ২৭ ॥

কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহাসঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥২৮॥

ইতি গ্রীষ্মবর্ণনম্।

গুহা নিঃসৃত প্রবল পবনে বর্দ্ধিত দাবানল
শুষ্ক বংশ বনে তুলিতেছে ভীম রব অবিরল,
তৃণরাশি মাঝে ছড়ায়ে পড়িছে মুহূর্ত্তে চারিধারে
লোমরাজি মাঝে উঠিছে জ্বলিয়া মৃগকুল নাশিবারে ॥ ২৫ ॥

শাল্মলী বনে রাশি রাশি হ'য়ে ছড়ায় বহ্নি-শোভা,
কোটরে তাদের দেদীপ্যমান দীপ্ত কনকপ্রভা,
শুষ্ক বৃক্ষ গ্রাসিছে বহ্নি আমূলশিখর দেশ
দিকে দিকে শুধু ছড়ায় পবন অগ্নির পরিবেশ ॥ ২৬ ॥

হস্তী গবাদি পশুরাজ আদি আরণ্য প্রাণীগণ
বহ্নি-তপ্ত কানন ছাড়িয়া দ্রুত করে পলায়ন,
শত্রুতা ভুলি' বন্ধুর মত সবে মিলি একদলে
নদী সৈকতে আশ্রয় লভি' পশিছে শীতল জলে ॥ ২৭ ॥

সরসী বক্ষে শতদল শোভা, পাটল-গন্ধ-সার,
নিদাঘে শীতল সলিলে সিনান, চন্দ্র কিরণ আর
বড় ভাল লাগে প্রাসাদকক্ষে সঙ্গীত সুধাপান,
যুবতীগণের সাথে করিবারে সারানিশি অবসান ॥ ২৮ ॥

॥ গ্রীষ্ম বর্ণনা সমাপ্ত ॥

বর্ষা বর্ণনা

বর্ষা বর্ণনা

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎ-পতাকোঽশনিশব্দমর্দ্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ।
ক্বচিৎ সগর্ভপ্রমদাস্তনপ্রভৈঃ সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥

তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
প্রয়ান্তি মন্দং বহুধারবর্ষিণো বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ ॥ ৩ ॥

বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দ্দলাঃ সুরেন্দ্রচাপং দধতস্তড়িদ্ গুণম্।
সুতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তুদন্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্ ॥ ৪ ॥

প্রিয়ে! জলভারে নত মেঘরূপী প্রমত্ত গজোপরি
নৃপতির মত দিক দিগন্ত পুলকোচ্ছ্বাসে ভরি'
প্রেমিকজনের কাম্য বরষা আসিয়াছে নব সাজে,
হস্তে শোভিছে তড়িৎ পতাকা, বজ্রে দামামা বাজে ॥ ১ ॥

কোথা ঘন নীলপদ্মের মত কান্তি সে অনুপম,
কোথা বা দলিত অঞ্জন সম দীপ্তি সে মনোরম,
কোথাও স্ফুরিছে গর্ভবতীর স্তন-পরিসর প্রভা
সারাটি গগন আবরিয়া মেঘ ধরিয়াছে কত শোভা ॥ ২ ॥

পিপাসাকুলিত চাতকের দল যাচে বারি সকাতরে,
জলভারানত মেঘরাজি হ'তে ঝরঝর ধারা ঝরে,
শ্রুতিসুখকর গরজন সাথে বহে মৃদু মৃদু বায়,—
পবনের বেগে ধীরে ধীরে মেঘ ভাসিয়া চলিয়া যায় ॥ ৩ ॥

অশনি শব্দে বাজায় মেঘেরা মৃদঙ্গ মনোরম,
ঝর ঝর ধারে ঝরে বারিধারা তীক্ষ্ণ সায়ক সম ;
ইন্দ্রধনুর গুণেতে চড়ায়ে দীপ্ত বিজুরীলতা
প্রবাসী প্রেমিক চিত্তে জাগায় নিদারুণ ব্যাকুলতা ॥ ৪ ॥

প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভস্তৃণাঙ্কুরৈঃ সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ ॥ ৫ ॥

সদা মনোজ্ঞং স্বনদুৎসবোৎসুকং বিকীর্ণবিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্।
সসম্ভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম্ ॥ ৬ ॥

নিপাতয়ন্ত্যাঃ পরিতস্তটদ্রুমান্ প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্ম্মলৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্ ॥ ৭ ॥

তৃণোৎকরৈরুদ্গতকোমলাঙ্কুরৈর্বিচিত্রনীলৈর্হরিণীমুখক্ষতৈঃ।
বনানি বৈন্ধ্যানি হরন্তি মানসং বিভূষিতান্যুদ্গতপল্লবদ্রুমৈঃ ॥ ৮ ॥

ভূমি ভেদি' উঠে তৃণ-অঙ্কুর বৈদূর্য্যের মত,
তারি সাথে জাগে ভূমিচম্পক-পত্রাদি শত শত ;
ইন্দ্রগোপাদি কীটে রক্তাভ সিক্ত ধরণীতল
বিবিধ রত্নে বিভূষিতা যেন বারাঙ্গনার দল ॥ ৫ ॥

পুলকে মাতিয়া মধু কেকারব তুলিছে ময়ূরগণ,
চন্দ্রক-আঁকা পুচ্ছ প্রসারি' নৃত্যেতে নিমগন,
কখন বা মৃদু চুম্বন আর আলিঙ্গনের আশে
পুচ্ছ নাচায়ে যেতেছে ছুটিয়া ময়ূরীগণের পাশে ॥ ৬ ॥

পঙ্কিল জলে পূর্ণা তটিনী দুকুল প্লাবিয়া চলে,
সমুৎপাটিত তটতরুরাজি ভেসে যায় স্রোতোজলে,
যেন প্রগল্‌ভা সরম-বিহীনা ভ্রষ্টানারীর প্রায়
ছুটিয়া চলেছে সাগরের সাথে মিলাতে আপন কায় ॥ ৭ ॥

নব পল্লবে সুশোভিত কত তরুরাজি অগণন
বিন্ধ্যগিরির শ্যাম বনশোভা করিছে বিবর্ধন ;
দিকে দিকে কত নব উদ্গত কোমল তৃণাঙ্কুর
মহা আনন্দে চর্ব্বণে রত হরিণীরা ক্ষুধাতুর ॥ ৮

বিলোলনেত্রোৎপলশোভিতাননৈর্ম্যগৈঃ সমন্তাদুপজাতসাধ্বসৈঃ।
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ ॥ ৯ ॥

অভীক্ষ্ণমুচ্চৈধ্বনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীষপি।
তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

পয়োধরৈর্ভীমগভীরনিস্বনৈস্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিতচেতসো ভৃশম্।
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্ পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরম্ ॥ ১১ ॥

বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভির্নিষিক্তবিম্বাধরচারুপল্লবাঃ।
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনা স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্ ॥ ১২ ।

অদূরে শোভিছে নদী-সৈকতে সুরম্য উপবন,
ভীত সচকিত মৃগদল সেথা করিতেছে বিচরণ ;
চঞ্চল নীল উৎপলসম আয়তলোচন ভরি'
হেরিতেছে তারা উপবনশোভা কি দৃশ্য আহা মরি ॥ ৯ ॥

গুরু গুরু মেঘ-গর্জনে ভরা নগরীর চারিধার,
ঘন মেঘে ঢাকা রজনীও আজি প্রগাঢ় অন্ধকার।
নগরনটীরা চলিয়াছে তবু নিজ প্রেমিকের ঘরে
তড়িৎ আলোকে হেরি পথরেখা গাঢ় অনুরাগ ভরে ॥ ১০ ॥

গুরু গম্ভীর বজ্র নিনাদে ত্রস্তা রমণীগণ
চল চপলার চকিত চমকে সচকিত তনুমন
শয়নে শায়িত প্রিয়তমে দোষী জানিয়াও মনে মনে
নিয়ত বক্ষে ধরিছে জড়ায়ে নিবিড় আলিঙ্গনে ॥ ১১ ॥

হেন বরষায় যাহাদের হায়! পতি দূর পরবাসে
নিরাশায় তারা সারা নিশিদিন নয়ন সলিলে ভাসে ;
সুচারু অধর আঁখি পল্লব মলিন অশ্রুভারে,
মাল্য, ভূষণ, রাগাদি লেপন ত্যাগ করে একেবারে ॥ ১২ ॥

বিপাণ্ডুরং কীটরজস্তৃণান্বিতং ভুজঙ্গবদ্বক্রগতিপ্রসর্পিতম্ ।
সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈর্নিরীক্ষিতং প্রয়াস্তি নিম্নাভিমুখং নবোদকম্ ॥ ১৩ ॥

বিপন্নপুষ্পাং নলিনীং সমুৎসুকা বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিস্বনাঃ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং কলাপচক্রেষু নবোৎপলাশয়া ॥ ১৪

বনদ্বিপানাং নববারিদস্বনৈর্মদান্বিতানাং ধ্বনতাং মুহুর্মুহুঃ।
কপোলদেশা বিমলোৎপলপ্রভাঃ সভৃঙ্গযূথৈর্মদবারিভিশ্চিতাঃ ॥ ১৫ ॥

সিতোৎপলাভাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমস্ততঃ।
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ ॥ ১৬ ॥

বরিষার কালে তৃণকীটে ভরা পাণ্ডুর জলধারা
সর্পের মত বক্রগতিতে স্রোতেই হতেছে হারা ;
ভীত সচকিত নয়নে ভেকেরা করিছে নিরীক্ষণ
নিম্নাভিমুখে নব জলধারা ছুটিতেছে অনুখন ॥ ১৩ ॥

মুগ্ধ ভ্রমর মধু গুঞ্জনে নব শতদল আশে
মধুরসে ভরা কমলে ত্যজিয়া ছুটেছে কলাপী পাশে ;
চিত্রিত পাখা মেলি' ময়ূরেরা নৃত্য করিছে যেথা
কলাপী-চক্রে উৎপল ভাবি' উড়িয়া বসিছে সেথা ॥ ১৪ ॥

বন্য গজেরা নব বরষার শুনি' মেঘ গরজন
ছাড়ে মুহু মুহু মদোন্মত্ত বৃংহিত নিঃস্বন ;
উৎপলপ্রভ কপোলে তাদের ঝরে মদবারিধারা,
মদির গন্ধলোভে অলিকুল ছুটেছে পাগল পারা ॥ ১৫ ॥

জলভারে নত মেঘদল আসি' চুমিছে শৈলদেশে,
কল কল রবে নির্ঝর ধারা উঠিছে অট্টহেসে,
নৃত্য করিছে ময়ূর ময়ূরী ঘন মেঘ দরশনে
ভূধরে ভূধরে অপরূপ শোভা পুলক জাগায় মনে ॥ ১৬ ॥

কদম্বসর্জার্জুনকেতকীবনং প্রকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধিবাসিতঃ।
সশীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্ ॥ ১৭ ॥

শিরোরুহৈঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্তনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সসীধুভিঃ স্ত্রিয়ো রতিং সঞ্জনয়ন্তি কামিনাম্॥ ১৮ ॥

তড়িল্লতাশক্রধনুর্বিভূষিতাঃ পয়োধরাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
স্ত্রিয়শ্চ কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলা হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাম্ ॥ ১৯ ॥

মালাঃ কদম্বনবকেশরকেতকীভিরাযোজিতা শিরসি বিভ্রতি যোষিতোহদ্য।
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুমমঞ্জরীভিরিচ্ছানুকূলরচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥

জলকণাবাহী জলদ পরশে সুশীতল সমীরণ
কম্পিত করি অর্জুন, শাল, নীপ কেতকীর বন
তাদেরই কুসুমে সুবাসিত করি' বনভূমি অনুখন
কার প্রাণে নাহি জাগাইছে বল, পুলকিত শিহরণ ॥ ১৭ ॥

কত বিলাসিনী কটিতট ছাপি এলায়ে দিয়েছে কেশ,
সুরভি কুসুম ভূষণে শোভিত করেছে কর্ণদেশ,
স্তনমণ্ডলে মুকুতার মালা, বদনে মদিরা বাস
কামী জন চিতে জাগাইছে নিতি সুরত-ক্রিয়ার আশ ॥ ১৮ ॥

জলভরা মেঘে দীপ্তা দামিনী ঝলকিছে ক্ষণে ক্ষণে,
ইন্দ্রধনুর সপ্তবরণ ভাতিছে তাহারি সনে ;
রত্ন মেখলা শোভিতা কামিনী মণিকুণ্ডল কাণে
উভয়ে জাগায় বিলাস বাসনা প্রবাসীজনের প্রাণে ॥ ১৯ ॥

নব কদম্ব, কেতকী, কেশরে গাঁথিয়া কুসুমহার
কত বিলাসিনী সাজায়েছে তার কুঞ্চিত কেশভার,
অর্জুনফুল মঞ্জরী লয়ে গড়িয়া কর্ণফুল
কত রসবতী করেছে খচিত কমনীয় শ্রুতিমূল ॥ ২০ ॥

কালাগুরুপ্রচুরচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ্যঃ পুষ্পাবতংসসুরভীকৃতকেশপাশাঃ।
শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ॥ ২১

কুবলয়দলনীলৈরুন্নতৈস্তোয়নম্রৈর্মৃদুপবনবিধূতৈর্মন্দমন্দং চলদ্ভিঃ।
অপহৃতমিব চেতস্তোয়দৈঃ সেন্দ্রচাপৈঃ পথিকজনবধূনাং তদ্বিয়োগাকুলানাম্ ॥২২॥

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমন্তাৎ পবনচালিতশাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকাচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ॥ ২৩॥

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং বিকসিতবনপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥২৪॥

কালাগুরু আর চারু চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর,
সুরভিস্নিগ্ধ কেশপাশ, ফুল-ভূষণ কর্ণ 'পর;
সন্ধ্যায় শুনি' মেঘ-গরজন তরুণীরা সত্বরে
গুরুজন-গৃহ ত্যজি' প্রবেশিছে আপন শয়ন ঘরে॥ ২১॥

নীল উৎপল সম ঘননীল, জলভারে অবনত
মৃদু সমীরণে মন্থরগতি, জলধর শত শত
ইন্দ্রধনুর সপ্ত বরণে রঞ্জিত করি কায়
বিরহ-ব্যথিতা পথিক বধূর মন হরিতেছে হায়!॥ ২২॥

নব বারিধারা শান্ত করিছে বনের নিদাঘ জ্বালা,
কেতকী কুসুমে বনভূমি যেন হাস্যে লাস্যে ঢালা,
নব কদম্বে বনে বনে যেন জাগিয়াছে শিহরণ
বায়ু হিল্লোলে তরুশাখা দোলে—নাচে যেন সারা বন॥ ২৩॥

সজল বরষা প্রণয়ীর মত সাজায়েছে বধূগণে,—
কবরী ঘেরিয়া বকুল মালিকা—মালতী কুসুম সনে,
বিকসিত বনপুষ্পের সাথে, যূথিকার কলিগুলি
শ্রুতিযুগমূলে নব কদম্ব সোহাগে উঠিছে দুলি'॥ ২৪॥

দধতি কুচযুগাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং প্রতনুসিতদুকূলান্যায়তৈঃ শ্রোণিবিম্বৈঃ।
নবজলকণসেকাদুদ্গতাং রোমরাজীং ত্রিবলিবলিবিভাগৈর্মধ্যদেশৈশ্চ নার্য্যঃ ॥ ২৫ ॥
নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ কুসুমভরনতানাং নাশকঃ পাদপানাম্।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ পরিহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং-মনাংসি ॥ ২৬ ॥

জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈরয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্ ॥ ২৭ ॥
বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
জলদসময় এষঃ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি ॥ ২৮॥

ইতি বর্ষা বর্ণনম্।

সমুচ্ছসিত স্তনযুগ 'পরে দুলিছে কণ্ঠহার,
সূক্ষ্ম শুভ্র বসনে শোভিত গুরু নিতম্বভার,
জলসেকশ্রমে ত্রিবলি-শোভিত সুগভীর নাভিদেশে
স্বেদজলেভরা নবরোমরাজী শোভিছে মোহিনী বেশে ॥ ২৫ ॥

বরিষার নবজলকণাভারে নমিত কুসুমে সাজি'
মনোহর বেশে দাঁড়ায়ে রয়েছে উদ্যান তরুরাজি।
মধুসুগন্ধি কেতকী সুবাসে হইয়া আত্মহারা
উন্মনা হ'য়ে চেয়ে আছে যত প্রোষিতভর্তৃকারা ॥ ২৬ ॥

"জলভারে যবে ভেঙে পড়ি মোরা বজ্রবিজলী সনে—
ইনি আমাদের আশ্রয় দেন"—এই কথা ভাবি' মনে
ঢালে মেঘদল নববারিধারা বিন্ধ্যগিরির বুকে
প্রখর নিদাঘ-বহ্নি-দগ্ধ কাতর শৈলমুখে ॥ ২৭ ॥

রমণী চিত্তহারী এ বরষা বহুগুণে রমণীয়,
ধরণীবক্ষে তরুলতাদের বান্ধব অতি প্রিয়,
সর্ব জীবের পরাণ-স্বরূপা, বিশ্বের হিতকারী
বাঞ্ছিত ফল লভিবে তোমরা—একথা বলতে পারি ॥ ২৮ ॥

॥ বর্ষা বর্ণনা সমাপ্ত ॥

শরৎ বর্ণনা

শরৎ বর্ণনা

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্কশালিরুচিরাতনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নবধূরিব রূপরম্যা॥ ১॥

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥ ২॥

চঞ্চন্মনোজ্ঞশফরীরশনাকলাপাঃ পর্য্যন্তসংস্থিতসিতাণ্ডজপংক্তিহারাঃ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য॥ ৩॥

ব্যোম ক্বচিদ্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈস্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ।
সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামরবরৈরুপবীজ্যমানঃ॥ ৪॥

এসেছে শরৎ নববধূসম উছলিয়া রূপরাশি,
অঙ্গে শোভিছে কাশের বসন আননে কমল-হাসি
চরণে বাজিছে মুখর নূপুর কলহংসের প্রায়
আপক্ক শালিধান্যের রঙে প্রদীপ্ত তনুকায়॥ ১॥

চাঁদিমা-হসিত নিশীথ গগন, কাশেভরা মহীতল,
শুভ্র কুমুদে হাসিছে সরসী, নদীতে হংসদল,
ফুলভারে নত সপ্তপর্ণে বনান্ত গেছে ভাসি'
উপবন তলে ছড়ায় মালতী সজল শুভ্র হাসি॥ ২॥

কূলে কূলে ভরা তটিনীরা যেন শফরী-মেখলা পরি'
তীরশোভী শ্বেত হংসের মালা কণ্ঠে ধারণ করি'
বিপুল পুলিনে নিতম্বভার এলাইয়া মনোরম
মন্থরগতি চলিয়াছে বহি' প্রমত্তা নারী সম॥ ৩॥

কোথা বা শঙ্খ-মৃণাল-শুভ্র জলহারা মেঘরাশি
শত শত লঘু খণ্ডে ভাঙিয়া আকাশে যেতেছে ভাসি;
পবন-চালিত হ'য়ে যেন তারা সুচারু চামর রূপে
রাজরূপধারী ব্যোমমণ্ডলে ব্যজন করিছে চুপে॥ ৪॥

ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞং বন্ধূকপুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ।
বপ্রাশ্চ চারুকমলাবৃতভূমিভাগাঃ প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ন মনো ভুবি কস্য যূনঃ॥ ৫ ॥

মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশাখঃ পুষ্পোদ্গমপ্রচয়কোমলপল্লবাগ্রঃ।
মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ॥ ৬ ॥

তারাগণপ্রচুরভূষণমুদ্বহন্তী মেঘাবরোধপরিমুক্তশশাঙ্কবক্ত্রা।
জ্যোৎস্নাদুকূলমমলং রজনী দধানা বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা॥ ৭ ॥

কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।
কুর্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য প্রীতিং পরাং কমলরেণুরুতাস্তটিন্যঃ॥ ৮ ॥

কোথায় দলিত অঞ্জনসম মনোহর নভোতল,
কোথা বা অরুণ করিয়াছে ভূমি বন্ধূক ফুলদল,
কমলায় ঘেরা উচ্চ ভূভাগ চিক্কণ মনোলোভা,
কোন যুবা-মন নহে উচাটন হেরি' সে শারদ শোভা॥ ৫ ॥

মন্দ মন্দ পবনে দুলিছে প্রশাখা পত্রচয়,
কুসুমে কুসুমে ছেয়ে গেছে নব পল্লব কিশলয়,
কোবিদার-মধু করিতেছে পান মত্ত ভ্রমরগণ
সে দৃশ্য হেরি কার না চিত্তে জাগে মৃদু শিহরণ॥ ৬ ॥

লক্ষ লক্ষ তারকাভূষণে সুশোভিতা নিশারাণী,
মেঘ-গুণ্ঠন-মুক্ত চন্দ্র-হসিত আননখানি,
বিমল সূক্ষ্ম জোছনা-বসনে ঢাকি কম তনুকায়
প্রমদা বালার মত দিনে দিনে বৃদ্ধি লভিয়া যায়॥ ৭ ॥

কারণ্ডবের আনন আঘাতে খণ্ডিত স্রোত-জল,
আকুল করিছে নদীতটভূমি হংস সারসদল,
কমলের রেণু ভেসে যায় জলে, হংসেরা তোলে রব
হেরিলে সে শোভা প্রীতি জাগে মনে ভুলে যায় আর সব॥ ৮॥

নেত্রোৎসবো হৃদয়হারিমরীচিমালঃ প্রহ্লাদকঃ শিশিরশীকরবারিবর্ষী ।
পত্যুর্বিয়োগবিষদিগ্ধশরক্ষতানাং চন্দ্রো দহত্যতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্ ॥ ৯ ॥

আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালিজালানানর্ত্তয়ন্ কুরবকান্ কুসুমাবনম্রান্ ।
প্রোৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধুন্বন্ যূনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভস্বান্ ॥১০॥

সোন্মাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি স্বচ্ছানি ফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি ।
মন্দপ্রভাতপবনোদ্গতবীচিমালান্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি ॥ ১১ ॥

নষ্টং ধনুর্বলভিদো জলদোদরেষু সৌদামিনী স্ফুরতি নাদ্য বিয়ৎপতাকা ।
ধুন্বন্তি পক্ষপবনৈর্ন নভো বলাকাঃ পশ্যন্তি নোন্নতমুখা গগনং ময়ূরাঃ ॥ ১২ ॥

নয়ন-মোহন, চিত্তহরণ কিরণে শোভিতা শশী,
শিশির কণিকা বরষি' তৃপ্তি দানিছে হৃদয়ে পশি' ;
পতি-বিচ্ছেদ-বিষাক্ত বাণে আহতা নারীর মন
আরো গুরুতর বিরহের তাপে দহিছে অনুক্ষণ ॥ ৯ ॥

কম্পিত করি' ফলভারে নত ধান্যশীর্ষগুলি
স্তবক-নম্র কুরুবক-বনে নৃত্যের ঢেউ তুলি'
আলোড়িত করি কমলবনের ফুল্ল নলিনীদল
সবলে করিছে যুবজন-চিত আবেগে সচঞ্চল ॥ ১০ ॥

সরসীবক্ষে ভাসিছে মত্ত হংস-মিথুন দল,
দিকে দিকে শোভা ধরিয়াছে কত বিকসিত শতদল,
মন্দ মন্দ প্রভাত সমীর নদীজলে ঢেউ তোলে,
হেরি সে দৃশ্য যুবজন-চিত আবেগ-শিহরে দোলে ॥ ১১ ॥

মেঘমাঝে এবে হয়েছে বিলীন ইন্দ্রধনুর শোভা,
লুপ্ত হয়েছে গগন গাত্রে স্ফুরিত তড়িৎ-প্রভা,
পক্ষ তাড়নে কাঁপায়ে আকাশ উড়ে না বলাকাগুলি,
ময়ুর-ময়ুরী চাহে নাক আর উর্ধে নয়ন তুলি' ॥ ১২ ॥

নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্
মুক্ত্বা কদম্বকুটজার্জ্জুনসর্জনীপান্ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ ॥ ১৩ ॥

শেফালিকাকুসুমরাগমনোহরাণি স্বস্থস্থিতাণ্ডজগণপ্রতিনাদিতানি।
পর্য্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যপবনানি মনাংসি পুংসাম্ ॥ ১৪ ॥

কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বু বিধূয়মানঃ ॥ ১৫ ॥

সম্পন্নশালিনিচয়াবৃতভূতলানি স্বস্থস্থিতপ্রচুরগোকুলশোভিতানি।
হংসৈশ্চ সারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি সীমান্তরাণি জনয়ন্তি জনপ্রমোদম্ ॥১৬॥

ত্যজি' সুশোভন নৃত্য-বিহীন ময়ূর-ময়ূরীগণে
মেতেছে মদন কলগীতিস্বনা মরাল মরালী সনে ;
শাল, অর্জুন, কদম, কুর্চী—সবই আজি ফুলহীন
সপ্তপর্ণ তরু শাখে শুধু ফুলশোভা সমাসীন ॥ ১৩ ॥

উপবনে আজি অপরূপ শোভা শেফালী কুসুমরাগে,
শ্রুতিসুখকর বিহগকাকলী শ্রবণে আসিয়া লাগে ;
বন প্রান্তরে হরিণীগণের কমল নয়ন ভাতি
হেরিয়া লোকের তনুমন-প্রাণ পুলকে উঠিছে মাতি' ॥ ১৪ ॥

কুমুদ-কমল-কহ্লার বনে তুলি' মৃদুকম্পন
তাদেরি পরশে আরো সুশীতল প্রভাতের সমীরণ
পত্রলগ্ন শিশির-বিন্দু ঝরায়ে বহিছে ধীরে
গভীর আবেগে অন্তরতল ভাসায়ে পুলক-নীরে ॥ ১৫ ॥

পক্ক ধানের সোনালী ছটায় আবরিত ধরাতল,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে বিরাজিছে কত সুস্থ গাভীর দল,
সীমান্তদেশ হংস-সারস-কলরবে মুখরিত,
শারদ সুষমা হেরিয়া ভরিছে সুখে জনগণচিত ॥ ১৬ ॥

হংসৈর্জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানামম্ভোরুহৈর্বিকসিতৈর্মুখচন্দ্রকান্তিঃ।
নীলোৎপলৈর্মদকলানি বিলোকিতানি ভ্রূবিভ্রমাশ্চ রুচিরাস্তনুভিস্তরঙ্গৈঃ ॥১৭॥

শ্যামা লতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
ওষ্ঠাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালিকাশ্চ ॥ ১৮ ॥

কেশান্নিতান্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্র্যানাপূরয়ন্তি বনিতা নবমালতীভিঃ।
কর্ণেষু চ প্রবরকাঞ্চনকুণ্ডলেষু নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি শ্রোণীতটং সুবিপুলং রশনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজানি কলনূপুরশেখরৈশ্চ নার্য্যঃ প্রহৃষ্টমনসোহদ্য বিভূষয়ন্তি ॥ ২০ ॥

অঙ্গনাদের সুললিত গতি লভেছে মরালীগণ,
চন্দ্র-বদন-শোভা লভিয়াছে শতদল সুশোভন,
মদির আঁখির বিলোল দৃষ্টি নীল উৎপলে হাসে,
বাঁকা নয়নের ভ্রূ-বিলাস-শোভা নদীতরঙ্গে ভাসে ॥ ১৭ ॥

গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুমের ভারে অবনতা শ্যামালতা,
ভূষণে ভূষিত রমণী-বাহুর লভিয়াছে পেলবতা
রক্ত অশোকে গাঁথা নব মালা হরিয়া লয়েছে ত্বরা
বিম্বাধরের মৃদু মধু হাসি চন্দ্র-সুষমা-ভরা ॥ ১৮ ॥

বনিতারা সবে ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ
মনোহর সাজে সাজায়েছে লয়ে নবমালতীর রাশ,
শ্রুতিমূলে যেথা শোভিত শ্রেষ্ঠ কাঞ্চন কুণ্ডল
ধারণ করেছে সেথায় বিবিধ নীল উৎপল দল ॥ ১৯ ॥

তরুণীরা আজি বিবিধ ভূষণে সাজায়েছে নিজদেহ,
মধু-ঝঙ্কৃত নূপুর পরেছে চরণ-কমলে কেহ,
কেহ বাড়ায়েছে পয়োধর শোভা চন্দনমাখা হারে,
কারো সুবিপুল নিতম্বদেশ শোভিত মেখলা ভারে ॥ ২০ ॥

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্ ।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্ ॥ ২১॥

শরদি কুসুমসঙ্গাদ্বায়বো যান্তি শীতা বিগতজলবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ ।
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্ ॥ ২২ ॥

দিবসকরময়ুখৈর্বোধ্যমানং প্রভাতে বরযুবতিমুখাভং পঙ্কজং জৃম্ভতেঽদ্য ।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু ॥ ২৩ ॥

অসিতনয়নলক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু ক্বণিতকনককাঞ্চীং মত্তহংসস্বনেষু ।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচেতাঃ ॥ ২৪॥

বিকসিত নব কুমুদনিকরে সুশোভিত সরোবর,
তারি মাঝে মাঝে রাজহংসেরা ভ্রমিছে নিরন্তর ;
মরকতমণি সম ঝলকিছে স্বচ্ছ সরসী জল,
দীপ্ত চন্দ্রতারকা-খচিত মেঘহীন নভোতল ॥ ২১ ॥

শরতে কুসুম পরশে শীতল বহে মৃদু সমীরণ,
দিক দিগন্ত সমুদ্ভাসিত, বিগত জলদগণ
নির্মল বারি, কর্দমহীন শুষ্ক ধরণীতল
ভাতিছে গগনে বিমল-কিরণ চন্দ্র তারকাদল ॥ ২২ ॥

প্রভাতে অরুণ-কিরণ-লিপ্ত শতদল মনোলোভা
ধরিয়াছে আজি নব যুবতীর দীপ্ত বদন শোভা,
কুমুদের হাসি মুছে গেছে, শশী হয়েছে অস্তগত,
প্রবাসী পতির বিরহে বিলীন প্রিয়ার হাসির মত ॥ ২৩ ॥

উৎপলে হেরি প্রেয়সীর নীল নয়নের শোভা যবে,
ভাবি' কাঞ্চন ভূষণের ধ্বনি মত্ত মরালী রবে,
বন্ধুক ফুলে অধর শোণিমা হেরিয়া চিত্তভরি'
বিমূঢ় পথিক করিছে রোদন আপন প্রিয়ারে স্মরি' ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু।
বন্ধুককান্তিমধরেষু মনোহরেষু ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ ॥ ২৫ ॥

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসোবসানা।
কুমুদরুচিরহাসা কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শরদ্বর্ণনম্

রাখিয়া চন্দ্রকিরণ-সুষমা রমণী বদন' পর
মণি নূপুরের ঝঙ্কারে রাখি' কলহংসের স্বর
বন্ধুকফুলে স্থাপিয়া নারীর রক্ত অধর শোভা
চিত্তহারিণী শারদলক্ষ্মী চলি যায় মনোলোভা ॥ ২৫ ॥

নীল-উৎপল-নয়না, বদন শতদলে সুশোভিত
বিকচ কাশের শুভ্র বসনে তনুদেহ আবরিত
কুমুদহাসিনী শুভ্রা শরৎ জনগণ-মনোরমা
প্রেমপ্রীতিরসে ভরাক পরাণ মদালসা নারীসমা ॥ ২৬ ॥

শরৎ বর্ণনা সমাপ্ত

হেমন্ত বর্ণনা

হেমন্ত বর্ণনা

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যাঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্ ॥ ১

মনোহরৈঃ কুঙ্কুমরাগরক্তৈস্তুষারকুন্দেন্দুনিভৈশ্চ হারৈঃ।
বিলাসিনীনাং স্তনশালিনীনাং নালংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ২

ন বাহুযুগ্মেষু বিলাসিনীনাং প্রয়ান্তি সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি।
নিতম্বদেশেষু নবং দুকূলং তন্বংশুকং পীনপয়োধরেষু ॥ ৩ ॥

কাঞ্চীগুণৈঃ কাঞ্চনরত্নচিত্রৈর্ন ভূষয়ন্তি প্রমদা নিতম্বান্।
ন নূপুরৈর্হংসরুতং ভজদ্ভিঃ পাদাম্বুজান্যম্বুজকান্তিভাঞ্জি ॥ ৪ ॥

নব-পল্লবে শস্যশালিনী রম্যা বসুন্ধরা,
কমল বিরল, চারিধার শুধু লোধ্রকুসুমে ভরা,
পক্ক ধান্যে ভরা দিগন্ত, শিশির পড়িছে ঝরি',
সমাগত এবে হেমন্তকাল ঋতুর চক্র ধরি' ॥ ১ ॥

পীনকুচযুগশালিনী যুবতী বিলাসিনী নারীগণ
স্তনমণ্ডলে কুঙ্কুমরাগ নাহি করে বিলেপন
গৌর বক্ষে শোভে নাক আর স্থূল মুকুতার হার
শুভ্র কুন্দ কুসুমের মত তুষার ধবলাকার ॥ ২ ॥

মণিবন্ধের রত্নবলয় নারীরা ফেলেছে খুলে,
কনক কেয়ূর শোভে নাক আর ঊর্ধ্ব বাহুর মূলে,
স্বর্ণখচিত ক্ষৌম বসনে নাহি শোভে শ্রোণীদেশ
সূক্ষ্ম বসনে নহে প্রকটিত পয়োধর পরিবেশ ॥ ৩ ॥

কনকে রতনে খচিত মেখলা—শোভন চন্দ্রহার
প্রমদাগণের নিতম্বদেশ শোভিত করে না আর ;
রুনু ঝুনু রবে চরণকমলে মুখর নূপুরভার
তোলে নাক আর কলহংসের মধু স্বর ঝঙ্কার ॥ ৪ ॥

গাত্রাণি কালীয়কচর্চ্চিতানি সপত্রলেখানি মুখাম্বুজানি ।
শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি কুর্ব্বন্তি নার্য্যঃ সুরতোৎসবায় ॥ ৫ ॥

রতিশ্রমক্ষীণবিপাণ্ডুবক্ত্রাঃ সম্প্রাপ্তহর্ষাভ্যুদয়স্তরুণ্যঃ ।
হসন্তি নোচ্চৈর্দশনাগ্রভিন্নান্ প্রপীড্যমানানধরানবেক্ষ্য ॥ ৬ ॥

পীনস্তনোরুস্থলভাগশোভামাসাদ্য তৎপীড়নজাতখেদঃ ।
তৃণাগ্রলগ্নৈস্তুহিনৈঃ পতদ্ভিরাক্রন্দতীবোষসি শীতকালঃ ॥ ৭ ॥

প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি মৃগাঙ্গনাযূথবিভূষিতানি ।
মনোহরক্রৌঞ্চনিনাদিতানি সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ ॥ ৮ ॥

কালাগুরুধূপে অলকগুচ্ছ করিয়াছে সুরভিত,
পত্রলেখায় বদন-কমল করিয়াছে চিত্রিত,
দারু-হরিদ্রারসে মার্জিত করি' কমনীয় কায়
যুবতীরা এবে রতিকেলিরসে প্রমত্তা হ'তে চায় ॥ ৫ ॥

রতিরণশ্রমে ক্ষীণ পাণ্ডুর-বদনা ললনাগণ
চরম পুলকে শিহরিত-তনু আবেশ-বিহ্বল মন,
দর্পণে হেরি রক্ত অধর দয়িত-দশনে ক্ষত
সরমে রাঙিয়া হাসে মৃদু মৃদু বদন করিয়া নত ॥ ৬ ॥

লভি' দয়িতের গাঢ় মর্দ্দন, নখর-পীড়ন আর
—পীনোন্নত পয়োধর দুটি, সঘন জঘন ভার
অবসাদে ক্ষীণ, দলিত মলিন, কাঁদিতেছে যেন হায়
শীতের প্রভাতে তৃণাগ্র-চ্যুত শিশিরবিন্দু প্রায় ॥ ৭ ॥

সবুজ ধান্যে ভরিয়া গিয়াছে সীমান্ত ভূমিতল,
বিচরিছে বনে কত বিচিত্র আরণ্য মৃগদল,
ক্রৌঞ্চ-মিথুন কূজনে নিরত ললিত মধুর তানে
ধরণীর বুকে হেমন্ত-শোভা পুলক জাগায় প্রাণে ॥ ৮ ॥

প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি সোন্মাদকাদম্ববিভূষিতানি।
প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি সরাংসি চেতাংসি হরন্তি পুংসাম্ ॥ ৯ ॥

পাকং ব্রজন্তী হিমজাতশীতৈরাধূয়মানা সততং মরুদ্ভিঃ।
প্রিয়ে প্রিয়ঙ্গুপ্রিয়বিপ্রযুক্তা বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীনাম্ ॥ ১০ ॥

পুষ্পাসবামোদসুগন্ধিবক্ত্রো নিশ্বাসবাতৈঃ সুরভীকৃতাঙ্গঃ।
পরস্পরাঙ্গব্যতিসঙ্গশায়ী শেতে জনঃ কামশরানুবিদ্ধঃ ॥ ১১ ॥

দন্তচ্ছদৈঃ সব্রণদন্তচিহ্নৈঃ স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ।
সংসূচ্যতে নির্দ্দয়মঙ্গনানাং রতোপভোগো নবযৌবনানাম্ ॥ ১২ ॥

স্ফটিক-স্বচ্ছ নির্মল জলে সুশীতল সরোবর
কলহংসের কাকলীতে ভরা অপরূপ মনোহর,
প্রফুল্ল নীল উৎপলরাজি ভাসিছে সলিল 'পরে
চিত্তহারিণী নিসর্গ শোভা যুবাজন মন হরে ॥ ৯ ॥

হিমানী পরশে পাকিয়া উঠেছে প্রিয়ঙ্গুলতাগুলি,
কাঁপিছে তুষার-শীতল পবনে মৃদু হিল্লোল তুলি',
হের প্রিয়ে! তারা ক্রমে ক্রমে সব পাণ্ডুর হয়ে যায়
দয়িত বিহনে বিরহ-বিধুরা বিলাসিনীদের প্রায় ॥ ১০ ॥

পুষ্প-মদিরা সেবনে বদনে স্ফুরিছে মধুর গন্ধ,
সুরভিত শ্বাসে তনুমণপ্রাণে জেগেছে পুলক-ছন্দ,
পুরুষেরা সব শুয়েছে শয়নে কামনা-জড়িত মনে,
একে অন্যেরে জড়ায়ে ধরেছে নিবিড় আলিঙ্গনে ॥ ১১ ॥

যুবতীগণের স্তনমণ্ডল হেরিয়া নখরে ভিন্ন,
রক্ত অধরে হেরি দয়িতের দংশন-ক্ষত চিহ্ন,
মনে হয় বুঝি নব যুবতীরা সারাটি রজনী ভোর
মেতেছিল প্রিয় প্রেমিকের সাথে রতিরণে অতি ঘোর ॥ ১২ ॥

কাচিদ্বিভূষয়তি দর্পণসক্তহস্তা বালাতপেষু বনিতাবদনারবিন্দম্ ।
দন্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং দন্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষ্যতে চ ॥ ১৩ ॥

অন্যা প্রকামসুরতশ্রমখিন্নদেহা রাত্রিপ্রজাগরবিপাটলনেত্রপদ্মা ।
শয্যান্তদেশলুলিতাকুলকেশপাশা নিদ্রাং প্রয়াতি মৃদুসূর্য্যকরাভিতপ্তা ॥ ১৪ ॥

নির্ম্মাল্যদামপরিমুক্তমনোজ্ঞগন্ধং মূর্ধ্নোঽপনীয় ঘননীলশিরোরুহান্তাঃ ।
পীনোন্নতস্তনভরানতগাত্রযষ্ট্যঃ কুর্ব্বন্তি কেশরচনামপরাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৫ ॥

অন্যা প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাত্রং হর্ষান্বিতা বিরচিতাধরচারুশোভা ।
রক্তাংশুকং পরিদধাতি নবং নতাঙ্গী ব্যালম্বিনী বিপুলিতাকুলকুঞ্চিতাক্ষী ॥১৬

কেহ করে ধরি' কনক মুকুর উঠিয়াপ্রভাতকালে
মেলিয়া ধরেছে বদন-কমল বালারুণ করজালে ;
কোন কামিনী বা দর্পণমাঝে হেরিছে নিরন্তর
দয়িতের গাঢ় চুম্বনে ক্ষত রক্ত ওষ্ঠাধর ॥ ১৩ ॥

অবসাদে কারো তনুদেহ ক্ষীণ উদ্দাম রতিরণে,
আরক্ত দুটী নয়ন কমল সারা নিশি জাগরণে,
শয্যা প্রান্তে লুটায় কেহবা আলুলিত ঘনকেশে
প্রভাত রবির মৃদু করতাপে মগন তন্দ্রাবেশে ॥ ১৪ ॥

চিত্তহারিণী সুকেশধারিণী নবীনা যুবতী কেহ
উত্তাল দুটি পয়োধর ভারে আনমিত তনুদেহ,
বিগত-সুরভি বাসি মালাখানি কণ্ঠ হইতে খুলি'
সুবিন্যস্ত করিতেছে পুনঃ কুঞ্চিত কেশগুলি ॥ ১৫ ॥

যৌবনভারে ঢল ঢল তনু রসিকা যুবতী কেহ
রতি সম্ভোগ-চিহ্নে পূরিত হেরি নিজ তনুদেহ
হর্ষানুরাগে দীপ্ত বদনা পরিছে রক্ত বাস
কুঞ্চিত আঁখি বেণী বন্ধনে আকৃষ্ট কেশপাশ ॥ ১৬ ॥

অন্যাশ্চিরং সুরতকেলিপরিশ্রমেণ স্বেদং গতাঃ প্রশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
সংহৃষ্যমাণবিপুলোরুপয়োধরান্তা অভ্যঞ্জনং বিদধতি প্রমদাঃ সুশোভাঃ ॥ ১৭ ॥

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি হেমন্ত বর্ণনম্।

সুদীর্ঘকাল রমণে ক্লান্ত, স্বেদ-নিষিক্ত দেহ,
অবসাদ ভারে শিথিল অঙ্গ, ঢলিয়া পড়িছে কেহ ;
সুবিশাল উরু, স্ফীত কুচযুগে জাগে ঘন শিহরণ
প্রমদারা তাই হরিদ্রা তেল করিতেছে মর্দ্দন ॥ ১৭ ॥

ললনাগণের প্রাণমনোহারী সুরম্য পরিবেশ,
সুপক্ক শালিধান্যে শোভিত গ্রামের প্রান্তদেশ ;
ক্রৌঞ্চ-কূজনে মুখরিত ঋতু হিমানী পরশভরা
সুখ সম্পদে ভরিয়া তুলুক নিখিল বসুন্ধরা ॥ ১৮ ॥

হেমন্ত বর্ণনা সমাপ্ত

শিশির বর্ণনা

শিশির বর্ণনা

প্ররূঢ়শালীক্ষুচয়াবৃতক্ষিতিং সুস্থস্থিতক্রৌঞ্চনিনাদশোভিতম্ ।
প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং বরোরু কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু ॥ ১ ॥

নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ ।
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ প্রয়ান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥

ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং ন হর্ম্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্ম্মলম্ ।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩ ॥

তুষারসঙ্ঘাত-নিপাতশীতলাঃ শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ ।
বিপাণ্ডুতারাগণচারুভূষণা জনস্য সেব্যা ন ভবন্তি রাত্রয়ঃ ॥ ৪ ॥

পক্ক ধান্যে ইক্ষুদণ্ডে আবরিত ক্ষিতিতল,
বনে প্রান্তরে কুজনে নিরত ক্রৌঞ্চ-মিথুন দল ;
নারীদের প্রিয় ভোগসম্ভোগে নাহি কোন কৃপণতা,
শুন সুজঘনে ! কহিতেছি সেই শিশির কালের কথা ॥ ১ ॥

ঈষৎ উষ্ণ প্রাসাদকক্ষ নিরুদ্ধ বাতায়ন,
উজ্জ্বল রবি কিরণের সাথে প্রতপ্ত হুতাশন,
যুবতী রমণী-সম্ভোগ আর স্থূলবাস পরিধান,
সকলেরই প্রিয় শীত ঋতুকালে এই সব উপাদান ॥ ২ ॥

চন্দ্র-কিরণ সম সুশীতল চন্দন সুবিমল,
শারদ চন্দ্র সম নির্মল প্রাসাদ কক্ষতল,
উত্তর হ'তে প্রবাহিত হিম-সুশীতল সমীরণ
জনগণচিত্তে জাগায় না এবে পুলকের শিহরণ ॥ ৩ ॥

তুহিন-শীতল হিমসম্পাতে দারুণ শৈত্যভরা
নিশীথ চন্দ্রকিরণ পরশে অতীব শীতলকরা
নিষ্প্রভ ম্লান তারকামালায় সুশোভিতা নিশীথিনী
জাগায় না এবে মানবের মনে আবেগের রিনিঝিনি ॥ ৪ ॥

গৃহীততাম্বুলবিলেপনস্রজঃ পুষ্পাসবামোদিতবক্ত্রপঙ্কজাঃ।
প্রকামকালাগুরুধূপবাসিতা বিশন্তি শয্যাগৃহমুৎসুকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

কৃতাপরাধান্ বহুশোঽপি তর্জ্জিতান্ সবেপথূন্ সাধ্বসলুপ্তচেতসঃ।
নিরীক্ষ্য ভর্ত্তৄন্ সুরতাভিলাষিণঃ স্ত্রিয়োঽপরাধান্ সমদা বিসস্মরুঃ ॥ ৬ ॥

প্রকামকামৈর্য্যুবভিঃ সুনির্দ্দয়ং নিশাসু দীর্ঘাস্বভিরামিতা ভৃশম্।
ভ্রমন্তি মন্দং শ্রমখেদিতোরসঃ ক্ষপাবসানে নবযৌবনাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

মনোজ্ঞকূর্পাংশুকপীড়িতস্তনাঃ সরাগকৌষেয়বিভূষিতোরসঃ।
নিবেশিতান্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈর্বিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥

তাম্বুলরাগরক্তবদনা, বক্ষ শোভিত হারে,
কুসুম-মদিরা সেবনে বদন স্ফুরিত লাস্যভারে,
কালাগুরুধূপে সুরভিত কেশ, সজ্জিত তনুদেহে
রতি উৎসুকা কামিনীরা সব পশিছে শয্যাগেহে ॥ ৫ ॥

হেরি অপরাধী স্বামীদের সেথা সভয়ে কম্পমান—
বারে বারে যারা করেছে তাদের ভর্ৎসনা অপমান,
মদালসা সেই যুবতীরা আজি মিটাতে সুরত-সাধ
ভুলিয়া যেতেছে দয়িতগণের পূর্ব্বের অপরাধ ॥ ৬ ॥

কামনা-মত্ত যুবকেরা মাতি উন্মদ রতিরণে
দীর্ঘ রজনী দলিত মথিত করেছে নায়িকাগণে
চরম পুলকে স্বেদ-নিষিক্ত বক্ষে যুবতীগণ
নিশিশেষে তাই প্রভাত সমীরে করিতেছে বিচরণ ॥ ৭ ॥

অতি মনোরম কার্পাস-বাসে নিপীড়িত স্তনভার,
তনুলতা ঘেরি রঞ্জিত চারু ক্ষৌম বসন সার,
অলকগুচ্ছে কুসুমকোরক নিবেশি' তরুণীগণ
বিঘোষিত করি তুষিয়াছে যেন হিমানীর আগমন ॥ ৮ ॥

পয়োধরৈঃ কুঙ্কুমরাগপিঞ্জরৈঃ সুখোপসেব্যৈর্নবযৌবনোষ্মভিঃ ।
বিলাসিনীনাং পরিপীড়িতোরসঃ স্বপন্তি শীতং পরিভূয় কামিনঃ ॥ ৯ ॥

সুগন্ধিনিশ্বাসবিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কামরতিপ্রবোধকম্ ।
নিশাসু হৃষ্টাঃ সহ কামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

অপগতমদরাগা যোষিদেকা প্রভাতে কৃতনিবিড়কুচাগ্রা পত্যুরালিঙ্গনেন ।
প্রিয়তমপরিভুক্তং বীক্ষ্যমাণা স্বদেহং ব্রজতি শয়নবাসাদ্বাসমন্যদ্ধসন্তী ॥ ১১ ॥

অগুরুসুরভিধূপামোদিতং কেশপাশং গলিতকুসুমমালং কুঞ্চিতাগ্রং বহন্তী ।
ত্যজতি গুরুনিতম্বা নিম্ননাভিঃ সুমধ্যা উষসি শয়নবাসং
কামিনী চারুশোভা ॥ ১২ ॥

কুঙ্কুমরাগে পিঙ্গলস্তনী প্রিয়ারে বক্ষে টানি'
যৌবনতাপে তপ্ত প্রিয়ার বক্ষে বক্ষ দানি'
পুলক আবেশে শিহরিত-তনু কামুক যুবক কত
পরাভূত করি শীতের প্রতাপ সুখনিদ্রায় রত ॥ ৯ ॥

সুরভিত শ্বাসে মৃদুকম্পিত পদ্মগন্ধে ভরা
কামোদ্দীপক অতি মনোহর আবেশে পাগল-করা
মধুর মদিরা করিতেছে পান দয়িতগণের সাথে
আবেগ-বিহ্বলা তরুণী প্রিয়ারা হিমানী শীতল রাতে ॥ ১০ ॥

কোন নারী হেরি স্বদেহ ভুক্ত প্রিয়তম ভুঞ্জনে
আনমিত হেরি স্তনের বৃন্ত পতির আলিঙ্গনে
মদমত্ততা হোলে অপগত সুখনিশি অবসানে
নিশীথ বাসর ছাড়িয়া যেতেছে অন্য গৃহের পানে ॥ ১১ ॥

কোন বা রূপসী যুবতী ললনা ক্ষীণকোটিতটতলে
দুলায়ে আপন গুরু নিতম্ব, দলিত মাল্য গলে
সুগভীর নাভি, কুঞ্চিত কেশ ধূপসৌরভে ভরা,
প্রভাতে শয়ন-মন্দির ত্যজি' চলিয়া যেতেছে ত্বরা ॥ ১২ ॥

কনককমলকান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ শ্রবণতটনিষক্তৈঃ পাটলোপান্তনেত্রৈঃ।
উষসি বদনবিম্বৈঃ স্কন্ধসংসক্তকেশৈঃ শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা
যোষিতোঽদ্য ॥ ১৩ ॥

পৃথুজঘনভরার্ত্তাঃ কিঞ্চিদানম্রমধ্যাঃ স্তনভরপরিখেদান্মন্দমন্দং ব্রজন্ত্যঃ।
সুরতশয়নবেশং নৈশমাশু বিহায় দধতি দিবসযোগ্যং বেশমন্যাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৪ ॥

নখপদকৃতভঙ্গান্ বীক্ষ্যমাণাঃ স্তনান্তান্ অধরকিশলয়াগ্রং দন্তভিন্নং স্পৃশন্ত্যঃ।
অভিমতরতবেশং নন্দয়ন্ত্যস্তরুণ্যঃ সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি ॥ ১৫ ॥

সদ্য সলিল-ধৌত কনক কমলের শোভা ধরি'
আকর্ণ ছুটি রক্তোপান্ত আয়ত লোচন মরি !
স্কন্ধের 'পরে লুণ্ঠিত চারু এলায়িত কেশরাজি,
কমল-বদনা বিরাজিছে যেন কমলার রূপে সাজি' ॥ ১৩ ॥

কোন সুন্দরী বিশাল জঘন বহনে কাতরা অতি,
স্তনভার ক্লেশে আনমিত-কটি চলিছে মন্দগতি,
নিশিযাপনের শৃঙ্গারবেশ সত্বর পরিহরি,
বাহিরে আসিছে দিবসযোগ্য বসন ধারণ করি ॥ ১৪ ॥

হেরি কুচযুগ ক্ষতবিক্ষত দয়িত-নখরাঘাতে,
গাঢ় চুম্বনে ওষ্ঠ অধর ক্লিষ্ট দশন-পাতে,
সারাদেহভরি' সুরত-চিহ্ন হেরি' পুলকিত মন
অরুণ উদয়ে তরুণীরা পুনঃ প্রসাধনে নিমগন ॥ ১৫ ॥

প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ প্রবলস্মরতকেলির্জাতকন্দর্পদর্পঃ।
প্রিয়জনরমিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ শিশিরসময় এষঃ শ্রেয়সে
বোহস্তু নিত্যম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শিশির বর্ণনম্

সুস্বাদু গুড়, ইক্ষু মধুর, শালিধান সুপ্রচুর,
সুরত-কেলির, প্রবল বাসনা জাগে মনে সুমধুর,
গাঢ় সন্তাপে সদা ভরি' ওঠে বিরহীজনের প্রাণ,
এই ঋতু যেন করে তোমাদের শুভ মঙ্গল দান ॥ ১৬ ॥

শিশির বর্ণনা সমাপ্ত।

বসন্ত বর্ণনা

বসন্ত বর্ণনা

প্রফুল্লচুতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো দ্বিরেফমালাবিলসদ্ধনুর্গুণঃ।
মনাংসি বেদ্ধুং সুরতপ্রসঙ্গিনাং বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্ব্বং প্রিয়ে। চারুতরং বসন্তে ॥ ২ ॥

বাপীজলানাং মণিমেখলানাং শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্।
চূতদ্রুমাণাং কুসুমানতানাং দদাতি সৌরভ্যময়ং বসন্তঃ ॥ ৩ ॥

কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
তন্বংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগগৌরৈরলংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ৪ ॥

ভ্রমরপংক্তি-গুণ-সুশোভিত ফুলধনু লয়ে করে
চূতমুকুলের শাণিত সায়ক আরোপি' তাহার 'পরে
সমাগত প্রিয়ে! বসন্তবীর মদন মহোৎসবে
বিদ্ধ করিতে সুরত-প্রয়াসী যুবক যুবতী সবে ॥ ১ ॥

সরসীর বুকে শতদল শোভা, তরু নত ফুলভারে,
ভোগলোভা নারী, সুরভি সমীর বহি যায় চারিধারে,
অতি রমণীয় সারা দিনমান, দিনান্ত সুখকর,
মধুমাসে প্রিয়ে! বিশ্বভুবন শোভাময় মনোহর ॥ ২ ॥

সরোবরে ভরা স্বচ্ছ সলিল, উতলা যুবতী দল,
চন্দ্র-কিরণে সমুদ্ভাসিত সারাটি গগন তল,
মুকুলে আনত সহকার শাখা, রত্নমেখলাজাল,
সকলেরি শোভা বর্ধিত করে এই মধুঋতুকাল ॥ ৩ ॥

কুসুম্ভরাগ-রঞ্জিত বাসে ঢাকি' নিতম্বদেশ
রভসে মত্ত বিলাসিনীগণ—পুলকের নাহি শেষ;
কেহ কুঙ্কুমে রাঙান সূক্ষ্ম বসনাঞ্চলে ঢাকি'
প্রকটিত করে কুচযুগশোভা আবেশে বিভোর আঁখি ॥ ৪ ॥

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেম্বলকেম্বশোকম্ ।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রযাতি কান্তিং প্রমদাজনস্য ॥ ৫ ॥

স্তন্যেষু হারাঃ সিতচন্দনার্দ্রা ভুজেষু সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি ।
প্রয়ান্ত্যনঙ্গাতুরমানসানাং নিতম্বিনীনাং জঘনেষু কাঞ্চ্যঃ ॥ ৬ ॥

সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং বক্ত্রেষু হেমাম্বুরুহোপমেষু ।
স্তনান্তরে মৌক্তিকসঙ্গজাতঃ স্বেদোদ্গমো বিস্তরতামুপৈতি ॥ ৭ ॥

উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি গাত্রাণি কন্দর্পসমাকুলানি ।
সমীপবর্ত্তিম্বধুনা প্রিয়েষু সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ ॥ ৮ ॥

ভ্রমরকৃষ্ণ চঞ্চল কেশে রক্ত অশোক দল,
বিকসিত নব মল্লিকা এবে বিতরিছে পরিমল,
কাননে কাননে দীপ্ত শোভায় নবকর্ণিকা দোলে,
প্রমদাগণের শ্রুতিমূলশোভা বাড়ায়ে তুলিবে ব'লে ॥ ৫ ॥

সিতচন্দনে সিক্ত মাল্য ধরি পয়োধর 'পর,
কনক কেয়ূর বলয়ে সাজায়ে মৃণাল পেলব কর,
নিতম্বদেশে কনক মেখলা দুলাইয়া মনোলোভা
যুবতীরা আজি বাড়ায়ে তুলেছে নিজ নিজ তনুশোভা ॥ ৬ ॥

চন্দনে আঁকা পত্রলেখায় শোভিত বিম্বাধরে,
বিলাসিনীদের কনক-কমল-সদৃশ আনন 'পরে
গৌর শুভ্র স্তনযুগমাঝে ঘর্ম্মবিন্দু কত
তনু-সঞ্জাত মুকুতার মত শোভিতেছে শত শত ॥ ৭ ॥

মদনের তাপে জরজর তনু বিবশা নায়িকাগণ,
খসিয়া পড়িছে শিথিল-গ্রন্থি অঙ্গের আবরণ,
সমীপবর্ত্তী হেরিয়া দয়িতে বিগলিতা কামজ্বরে
আদরে সোহাগে ঢলিয়া পড়িছে প্রেমিক-বক্ষ 'পরে ॥ ৮ ॥

তনূনি পাণ্ডূনি মদালসানি মুহুর্মুহুর্জৃম্ভণতৎপরাণি।
অঙ্গান্যনঙ্গঃ প্রমদাজনস্য করোতি লাবণ্যরসোৎসুকানি।। ৯ ॥

নেত্রেষু লোলো মদিরালসেষু গণ্ডেষু পাণ্ডুঃ কঠিনঃ স্তনেষু।
মধ্যেষু নিম্নো জঘনেষু পীনঃ স্ত্রীণামনঙ্গো বহুধা স্থিতোঽস্য।। ১০ ॥

অঙ্গানি নিদ্রালসবিভ্রমাণি বাক্যানি কিঞ্চিন্মদলালসানি।
ভ্রূক্ষেপজিহ্মানি চ বীক্ষিতানি করোতি কামঃ প্রমোদাজনানাম্ ॥ ১১ ॥

প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুঙ্কুমানি স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভির্মদালসাভির্মৃগনাভিযুক্তম্ ॥ ১২ ॥

রতিকেলিরসে আবেশ-শিথিল সুকুমার তনুলতা,
হ'য়েছে পাণ্ডু, ঘন ঘন জাগে জৃম্ভণ-প্রবণতা ;
তরুণীগণের অলস অঙ্গ হেরি' অবসাদে ভরা
লাবণ্যরসে অনঙ্গ পুনঃ ভরিয়া তুলিছে ত্বরা ॥ ৯ ॥

মদিরা সেবনে বিলোল দৃষ্টি ঢুলু ঢুলু আঁখিতারা,
কঠিন হ'য়েছে পয়োধর দুটি, কপোল শোণিমা-হারা,
সমুচ্ছ্বাসিত জঘন যুগল, সুগভীর নাভিদেশ
বহুরূপে স্থিতি করিছে মদন ধরি' নব নব বেশ ॥ ১০ ॥

নিশি জাগরণে অবসাদ-ক্ষীণ শিথিল অবশ দেহ,
মদিরা প্রভাবে অস্ফুটবাক্ হইয়া পড়েছে কেহ,
ভ্রূ-বিলাসভরা আয়ত লোচনে বিলোল দৃষ্টি বাঁকা
নায়িকাগণের সারাদেহে যেন কামনার ছবি আঁকা ॥ ১১

মদালসা যত বিলাসিনীগণ শয়ন ত্যজিয়া ত্বরা
কৃষ্ণ অগুরু কুঙ্কুমে আর প্রিয়ঙ্গুরসে ভরা
মৃগনাভিমদে মৃদুসুগন্ধি সুশীতল চন্দন
স্তনযুগে আর গৌরগাত্রে করিতেছে বিলেপন ॥ ১২ ॥

গুরূণি বাসাংসি বিহায় তূর্ণং তনূনি লাক্ষারসরঞ্জিতানি ।
সুগন্ধিকালাগুরুধূপিতানি ধত্তে জনঃ কামশরানুবিদ্ধঃ ॥ ১৩ ॥

পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ ।
গুঞ্জন্ দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু ॥ ১৪

তাম্রপ্রবালস্তবকাবনম্রাশ্চূতদ্রুমাঃ পুষ্পিতচারুশাখাঃ ।
কুর্ব্বন্তি কামং পবনাবধূতাঃ পর্য্যুৎসুকং মানসমঙ্গনানাম্ ॥ ১৫ ॥

আমূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ ।
কুর্ব্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্ ॥ ১৬ ॥

পুষ্পধনুর ফুলশরাঘাতে বিচলিত তনুমন
স্থূল বেশবাস ত্যজিয়া গ্রহণ করিতেছে জনগণ
কালাগুরুধূপে ঘন সুরভিত সূক্ষ্ম বসনভার
লাক্ষার রসে অনুরঞ্জিত লোহিত বর্ণসার ॥ ১৩ ॥

চূত মুকুলের মধুরসপানে মত্ত কোকিলগণ
অনুরাগভরে কোকিল-প্রিয়ারে করিতেছে চুম্বন ;
কমলে ঘিরিয়া ভ্রমরবৃন্দ তুলি' মধু গুঞ্জন
করিতেছে প্রিয়ে ! ভ্রমরাবধূর প্রাণমন রঞ্জন ॥ ১৪ ॥

তাম্রবরণ নবকিশলয়ে আনমিত সহকার,
গুচ্ছে গুচ্ছে দুলিছে শাখায় ফুল্ল মুকুলভার ;
কাঁপিছে রসাল বিটপী বিশাল সমীরণ হিল্লোলে,
তারি সাথে সাথে তরুণীগণের চিত্তসরসী দোলে ॥ ১৫ ॥

নব পল্লবে রক্ত কুসুমে অশোক উঠিছে দুলে,
মূল হ'তে সারা অঙ্গ তাহার ভরে গেছে ফুলে ফুলে ;
প্রবালের মত সে শোভা নেহারি নব-যৌবনাগণ
প্রিয়-বিরহের শোকেতে মগ্ন হ'তেছে অনুক্ষণ ॥ ১৬ ॥

মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা মন্দানিলাকুলিতনম্রমৃদুপ্রবালাঃ ।
কুর্ব্বন্তি কামিমনসাং সহসোৎসুকত্বং বালাতিমুক্তলতিকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ ॥১৭॥

কান্তাননদ্যুতিমুষামচিরোদ্গতানাং শোভাং পরাং কুরুবকদ্রুমমঞ্জরীণাম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রিয়ে সহৃদয়স্য ভবেন্ন কস্য কন্দর্পবাণনিকরৈর্ব্যথিতং হি চেতঃ ॥ ১৮ ॥

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ সর্ব্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ ।
সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥ ১৯ ॥

কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্বিভিন্নং কিং কর্ণিকারকুসুমৈর্ন কৃতং ন দগ্ধম্ ।
যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্বচোভির্যূনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি ॥ ২০॥

নব পল্লবে মাধবী লতিকা বায়ুভরে টলমল,
ফুল্ল কুসুম চুম্বনে রত মত্ত ভ্রমর দল ;
হেরি সে কামনাকুলিত দৃশ্য কামীজন উন্মনা,
জাগিছে চিত্তে ভোগ বিলাসের সুমধুর কল্পনা ॥ ১৭ ॥

শোভে তরুশাখে নব উদ্গত কুরুবক-মঞ্জরী,
তরুণী প্রিয়ার দীপ্ত কমল-বদন সুষমা হরি' ;
নেহারি সে শোভা প্রাণমনোলোভা কেবা সে হৃদয়বান
মদনের বাণে ব্যথিত-চিত্ত হয় না যে মতিমান ॥ ১৮ ॥

কিংশুকবনে ঢেউ দিয়ে যায় প্রমত্ত সমীরণ,
দীপ্ত বহ্নি-শিখা সম দোলে রক্ত পলাশগণ,
দেখে মনে হয় মধু সমাগমে সারাটি কাননতল
রক্ত-বসনা নববধূসম অনুরাগে ঢল ঢল ॥ ১৯ ॥

যুবতীর প্রেমে গদগদ প্রাণ যুবা প্রেমিকের চিত
শুক-চঞ্চুর সম কিংশুকে হয় নি কি বিদারিত ?
নবকর্ণিকা পরশে দগ্ধ হয় নি কি মনো-আশ ?
কোকিল আবার মধুর কূজনে করিছে যাহারে নাশ ॥ ২০ ॥

পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ।
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন পর্য্যাকুলং নিজগৃহেহপি কৃতং বধূনাম্ ॥২১॥

আকম্পয়ন্ কুসুমিতাঃ সহকারশাখা বিস্তারয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষু।
বায়ুর্বিবাতি হৃদয়াণি হরন্ নরাণাং নীহারপাতবিগমাৎ সুভগো বসন্তে ॥ ২২ ॥

কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহসিতাবদাতৈরুদ্যোতিতান্যুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগকলুষিতানি মনাংসি যূনাম্ ॥ ২৩ ॥

আলম্বিহেমরশনাঃ স্তনসিক্তহারাঃ কন্দর্পদর্পশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
মাসে মধৌ মধুরকোকিলভৃঙ্গনাদৈর্নার্য্যো হরন্তি হৃদয়ং প্রসভং নরাণাম্ ॥ ২৪ ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে সুললিতস্বরে কোকিল গাহিছে গান,
মদোন্মত্ত ভ্রমরবৃন্দ তুলিছে মধুর তান,
সে সুরলহরী পশিলে শ্রবণে হ'য়ে ওঠে সচকিত
সরমে জড়িতা নম্রমধুরা কুলবধূগণ চিত ॥ ২১ ॥

মধু বসন্তে হিমপাতশেষে মৃদুলা দখিণা বায়
কোকিলার গীতি দিক দিগন্তে ভেসে ভেসে চলে যায় ;
ঘনপুষ্পিত সহকারশাখা দোলে মৃদু হিল্লোলে
তাহারি পরশে জনগণচিত বিমোহিত করি তোলে ॥ ২২ ॥

ফুল্ল কুন্দকুসুমে শোভিত উপবন মনোরম,
সরমে জড়িতা কুলবধূদের বিলাস হাস্য সম,
সংযতচিত মুনিদেরও মন নিতেছে হরণ করি',
বাসনা-ব্যাকুল যুবারা কেমনে রহে গো ধৈর্য্য ধরি' ॥ ২৩ ॥

শ্রোণিতটে দোলে কনক মেখলা, স্তনযুগে শোভে হার
মদন দর্প পরাভবকারী নারী দেহসম্ভার ;
মধুমাসে মধুকোকিলের স্বরে ভ্রমরের গুঞ্জনে
সবলে করিছে হৃদয় হরণ মাতাইয়া জনগণে ॥ ২৪ ॥

নানামনোজ্ঞকুসুমদ্রুমভূষিতান্তান্ হৃষ্টান্যপুষ্টনিনাদাকুলসানুদেশান্।
শৈলেয়জালপরিণদ্ধশিলাতলৌঘান্ দৃষ্ট্বা জনঃ ক্ষিতিভৃতো
মুদমেতি সর্ব্বঃ॥ ২৫॥

নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং ঘ্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি
বিরৌতি চোচ্চৈঃ।
কান্তাবিয়োগপরিখেদিতচিত্তবৃত্তির্দৃষ্ট্বাধ্বগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্॥ ২৬॥

সমদমধুকরাণাং কোকিলানাং চ নাদৈঃ কুসুমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যঃ।
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্মানসং মানিনীনাং তুদতি কুসুমমাসো
মন্মথোদ্বেজনায়॥ ২৭॥

আম্রীমঞ্জুলমঞ্জরীবরশরঃ সৎকিংশুকং যদ্ধনুর্জ্যা যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতং
ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতো যদ্বন্দিনো লোকজিৎ সোহয়ং বো
বিতরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ॥ ২৮॥

কত মনোহর কুসুমে শোভিত সমুচ্চ দ্রুমদল
আবরি' রেখেছে শৈলেয়রাজি-বেষ্টিত শিলাতল;
কোকিল কূজনে মুখরিত সদা পর্ব্বত সানুদেশ
হেরি জনগণমানসে জাগিছে হর্ষ পুলকাবেশ॥ ২৫॥
মুকুলে মুকুলে আবরিত হেরি সহকার তরুগণে
কান্তাবিরহে বিধুর পতির প্রিয়ারে পড়িছে মনে;
আঁখিজলে ভাসে নয়ন যুগল শোকেতে মুহ্যমান,
বিলাপ করিছে সমুচ্চ স্বরে করে রুধি' নিজ ঘ্রাণ॥ ২৬॥

মত্ত মধুপ-গুঞ্জনে আর কোকিলের কুহুতানে—
শাখায় শাখায় চূতবল্লরী—নবকর্ণিকা-বাণে
বিদ্ধ করিছে মানিনী হৃদয় তীক্ষ্ণ সায়কসম;
মধুমাসে প্রিয়ে মেতেছে মদন উৎসবে মনোরম॥ ২৭॥
কিংশুক ধনু, অলিকুল গুণ, আম্রমুকুল শর,
মলয় যাঁহার প্রমত্ত করী, ছত্রিকা সুধাকর,
পিকবর যাঁর বন্দনা গাহে—বিশ্বজয়ী সে কাম
পূর্ণ করুন বসন্ত-সখা সবার মনস্কাম॥ ২৮॥

ঈষৎ তুষারৈঃ কৃতশীতহর্ম্ম্যে সুবাসিতং চারু শিরশ্চ চম্পকৈঃ।
কুর্ব্বন্তি নার্য্যোঽপি বসন্তকালে স্তনং সংহার চ কুসুমৈর্ম্মনোহরৈঃ ॥ ২৯ ॥

রুচিরকনককান্তীন্ মুঞ্চতঃ পুষ্পরাশীন্ মৃদুপবনবিধুতান্ পুষ্পিতাংশ্চূতবৃক্ষান্।
অভিমুখমভিবীক্ষ্য ক্ষামদেহোঽপি মার্গে মদনশরনিঘাতৈর্মোহমেতি প্রবাসী ॥ ৩০ ॥

পরভৃতকলগীতৈর্হ্লাদিভিঃ সদ্বচাংসি স্মিতদশনময়ূখান্ কুন্দপুষ্পপ্রভাভিঃ।
করকিসলয়কান্তিং পল্লবৈর্বিদ্রুমাভৈরুপহসতি বসন্তঃ কামিনীনামিদানীম্ ॥ ৩১ ॥

কনককমলকান্তৈরাননৈঃ পাণ্ডুগৌরৈরুপরিনিহিতহারৈশ্চন্দনার্দ্রৈঃ স্তনান্তৈঃ।
মদজনিতবিলাসৈর্দৃষ্টিপাতৈর্মুনীন্দ্রান্ স্তনভরনতনার্য্যঃ কাময়ন্তি প্রশান্তান্ ॥ ৩২ ॥

স্বল্প তুষার নিষেকে শীতল রম্য হর্ম্ম্যতলে,
সুবাসিত করি চারু শিরঃশোভা ঘন চম্পকদলে,
সুরভি কুসুমে গ্রথিত মালিকা বক্ষে ধারণ করি'
কিবা অপরূপ শোভায় নারীরা তুলিছে অঙ্গভরি' ॥ ২৯ ॥

বহিতেছে মৃদু মলয় পবন, দুলিতেছে সহকার,
ঝরিয়া পড়িছে কনক-কান্তি চূতমুকুলের ভার ;
সে দৃশ্য হেরি প্রবাসী পথিক হইলেও ক্ষীণদেহ
মদনবাণের মোহাবেশ হ'তে ত্রাণ নাহি পায় কেহ ॥ ৩০ ॥

কোকিল-কূজনে কামিনীকুলের বচনমাধুরী-শোভা,
কুন্দকুসুমে বিকাশি' হাস্য-স্ফুরিত দশন-প্রভা,
নব কিসলয়ে বিথারি' তাদের রক্তিম করতল
আপন গরবে বসন্তে যেন পরিহাস-চঞ্চল ॥ ৩১ ॥

বিকচ কনক কমলকান্তি গৌর বদনশোভা,
কুচযুগোপরি চন্দনমাখা ফুলহার মনোলোভা,
মদির নয়নে বিলোল দৃষ্টি, কটাক্ষ ঘন ঘন,
হেরি কামায়িত হইয়া উঠিছে সংযত মুনিগণও ॥ ৩২ ॥

মধুসুরভিমুখাব্জং লোচনে লোধ তাম্রে নবকুরুবকপূর্ণঃ কেশপাশো মনোজ্ঞঃ।
গুরুভরকুচযুগ্মং শ্রোণিবিম্বং তথৈব ন ভবতি কিমিদানীং যোষিতাং মন্মথায় ॥ ৩৩ ॥
আকম্পিতানি হৃদয়ানি মনস্বিনীনাং বাতৈঃ প্রফুল্লসহকারকৃতাধিবাসৈঃ।
সম্বাধিতং পরভৃতস্য মদাকুলস্য শ্রোত্রপ্রিয়ৈর্মধুকরস্য চ গীতনাদৈঃ ॥ ৩৪ ॥
রম্যপ্রদোষসময়ঃ স্ফুটচন্দ্রহাসঃ পুংস্কোকিলস্য বিরুতঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
মত্তালিযূথবিরুতং নিশি সীধুপানং সর্ব্বং রসায়নমিদং কুসুমায়ুধস্য ॥ ৩৫ ॥
ছায়াং জনঃ সমভিবাঞ্ছতি পাদপানাং নক্তং তথেচ্ছতি পুনঃ কিরণং সুধাংশোঃ।
হর্ম্ম্যং প্রয়াতি শয়িতুং সুখশীতলঞ্চ কান্তাঞ্চ গাঢ়মুপগূহতি শীতলত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি বসন্ত বর্ণনম্।

মধুসুগন্ধি বদন-কমল, কুরুবক-শোভী কেশ,
লোধ্র সদৃশ রক্ত নয়ন, গুরু নিতম্বদেশ,
পীন কুচযুগ শাশ্বত নারী-যৌবন—উপচার
মধুমাসে এর কোনটী না আনে কামোদ্দীপনভার ॥ ৩৩ ॥

চূত মুকুলের সুরভি-স্নিগ্ধ বহিতেছে সমীরণ,
পশিছে শ্রবণে শ্রুতিসুখকর মধুপ-গুঞ্জরণ,
পিককুহুস্বরে দিক দিগন্ত পুলকে উচ্ছসিত,
ধীর সংযত রমণীরও মন হয়ে ওটে সচকিত ॥ ৩৪ ॥

নিশীথ গগনে চাঁদিমার হাসি, রম্য প্রদোষ-শোভা,
সুরভি পবন, কোকিলকণ্ঠে-কলগীতি মনোলোভা,
মত্ত ভ্রমর-গুঞ্জন আর নিশীথে মদিরা পান
পুষ্পধনুর কাম রসায়ন—সব কটি উপাদান ॥ ৩৫ ॥

দিবসে মধুর স্নিগ্ধ শীতল বিটপীছত্রতল,
রজনীতে প্রিয় চন্দ্র-কিরণ উচ্ছল সুবিমল,
অতি উপাদেয় কোমল শয়নে স্নিগ্ধ শীতল ঘরে
শীতল জানিয়া প্রিয়ার বক্ষ বাঁধিতে বক্ষ' পরে ॥ ৩৬ ॥

বসন্ত বর্ণনা সমাপ্ত।